চণ্ড-মুকুল

(ঐতিহাসিক নাটক)

(নট্ট কোম্পানীর দ্বারা অভিনীত)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি,

৩য় মুদ্রণ—১৩৬৩, জন্মাষ্টমী

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর
১০৪এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রিণ্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিঃ-৬

ভূমিকা

রাজস্থানের গৌরব ভীষ্মকল্প ত্যাগবীর চণ্ডসিংহের জীবনের একটী বিস্ময়কর অধ্যায় অবলম্বনে "চণ্ড-মুকুল" রচিত। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ অপেরা পার্টি নাটকখানিকে অভিনয়ার্থে গ্রহণ করেন। ছয় মাস নিস্ফল চেষ্টার পর তাঁহারা পাতা ছিঁড়িয়া কালি ঢালিয়া নাটকখানি ফেরৎ দেন। বরিশালের নট্ট কোম্পানী চোখ বজিয়াই "চণ্ড-মুকুল" ক্রয় করেন এবং অভিনয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

চণ্ড-সিংহের চরিত্র স্বভাবতঃই মধুর। নাটকে আমি শুধু এই চেষ্টাই করিয়াছি যেন সে চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয়। আমার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, সে বিচার আমার নয়, পাঠকের।

নট্ট কোম্পানীর বিচক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

গয়ঘর,
ফরিদপুর।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

প্রকাশিত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে
আকালের দেশ—২৲
নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
পলাশীর পরে—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ধর্ম্মবল—২৲
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
শাপমুক্তি—২৲
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
আত্মাহুতি—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ
শ্রীবৃন্দাবন—২৲
অনেক দলে অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
মাটীর মা—২৲
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
মায়ের কৃপা—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
চক্রছায়া—২৲
নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ভাগ্যচক্র বা কাজল রেখা—২৲
ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
নূতন জীবন—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রক্তের দাবী—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
আসমানের ফুল—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বাংলার কেশরী বা প্রতাপাদিত্য—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
জাতীয় পতাকা—২৲

উৎসর্গ

স্নেহের অরুণ, অঞ্জলি, চন্দন ও অপর্ণার
করকমলে :—

রোপিনু যতনে যে কুসুম-তরু
আমারে দিল না ছায়া,
খর রবিকর শুধুই জীবনে
দেখালো মরীচি-মায়া।
ডালে ডালে তার ফুটিয়াছে কলি,
তারা কি দেবে না গন্ধ,
একটী দুয়ার রবে না কি খোলা,
সব দ্বার হলে বন্ধ ?

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শৈশব সাধনা বা রূপের দান—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সত্যের সন্ধানে—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রাঙ্গামাটী বা বেইমান—২৲
বিনাপাণী অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
প্রেমের সমাধি—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিময়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রাজসিংহ—২৲
নিউ গৌরাঙ্গ অপেরায় অভিনীত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
মুক্তির আলো—২৲

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
বিদ্রোহী বাঙ্গালী—২৲
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
মানুষ—২৲
নবপ্রভাত অপেরায় অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
ধর্ম্মবিপ্লব—২৲
নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
সিপাহী বিদ্রোহ—২৲
নব প্রভাত অপেরায় অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
শকুন্তলা—১৲
নব প্রভাত অপেরায় অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
কাজলা গড়—২৲
নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক
রাঙ্গারাখী বা হুমায়ুন—২৲
নট্ট কোম্পানী ও জয়দুর্গা অপেরায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ভক্ত হরিদাস—২৲
নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত

চরিত্র পরিচয়

লক্ষসিংহ	...	মেবারের রাণা
চণ্ডসিংহ রঘুদেব বলদেব মুকুল	...	ঐ পুত্রগণ
নরসিংহ	...	মন্ত্রী
কর্ণসিংহ	...	সেনাপতি
রণমল	...	মাড়যাড়ের রাজা
যোধমল	...	ঐ পুত্র
ভীম ভৈরব গন্ধমাদন	...	রাজকর্ম্মচারিগণ
চক্রপাণি	...	শ্রমিক
তারাবাঈ	...	মাড়য়াড়ের আশ্রিতা মহিলা
অলকা	...	মাড়য়াড় রাজকন্যা
রমা	...	লক্ষসিংহের কন্যা
উল্কা	...	চক্রপাণির ভগ্নী
জ্বালামুখী	...	” স্ত্রী

প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

চণ্ড-মুকুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

পূর্ণকুম্ভকক্ষে মঙ্গলাচারিণীগণের প্রবেশ

মঙ্গলাচারিণীগণ। গীত।

গাগরী ছল ছল অভিষেক বারি
নাগরী তুলে না লো অঙ্কে।
পা টিপে চ'লে চল্ ঢালিসনে ভরা জল,
পিছল গাঁয়ের পথ পঙ্কে।
মাতাল হয়েছে আজি আকাশ বাতাস সই,
পাগল হয়েছে বনে পাখী,
শুধু হাসি গানে ভরা আজিকে বিশাল ধরা
মনে বেঁধে কেমনে বা রাখি ?
শুধু হাসি নাচগানে চ'লে যা উজান টানে
বুকের বেদনা যত লুকাবে আতঙ্কে।

লক্ষসিংহের প্রবেশ

লক্ষসিংহ। অভিষেকের জল এনেছ ? যাও, একলিঙ্গদেবের মন্দিরে সযত্নে রক্ষা কর। সাতদিন পরে চণ্ডসিংহ যেদিন সিংহাসনে অভিষিক্ত হবে, সেদিন কারও সাধ আমি অপূর্ণ রাখ্‌ব না।

মঙ্গলাচারিণীগণ। মহারাণার জয় হ'ক্। [প্রস্থান

লক্ষসিংহ। রাণি, তুমি আজ কোথায়? তোমার পুত্র চণ্ডসিংহ আজ রাজস্থানের মুকুটমণি, সমগ্র ভারত আজ তার নামে শির নত করে, সাতদিন পরে মেবারের সিংহাসনে সে আরোহণ কর্‌বে, তুমি কি একবার চোখ মেলে দেখ্‌বে না। স্বর্গ হ'তে একবার চেয়ে দেখ, তোমার সাজানো সংসার আমি সযত্নে রক্ষা করেছি।

বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। **গীত।**

মা-হারা ঘরে শুধু আঁখি ঝরে,
রহিতে যে পারি না।
কোথা গেল চ'লে দুটী পায়ে ধ'লে,
সে করুণাময়ী মা?

লক্ষসিংহ। এখনো ভুলতে পারিস্ নি বেহাগ?

পূর্ব্বগীতাংশ।

ভুলিতে যে চাই পারি না ভুলিতে, সে ছবি কি ভোলা যায়?
সকল অঙ্গে রোমে রোমে স্মৃতি আঁখি মেলে শুধু চায়,
ব'সে আছি মাগো, ভরা নদীকূলে,
কবে নিবি মাগো হাত ধ'রে তুলে,
স্নেহ-কর দিয়া কবে মুছাইবি,
নয়ন-অশ্রু-বারি মা?

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। বেহাগ, আবার তুই এখানে এসেছিস্? দূর হ, দূর হ।

[সভয়ে বেহাগের প্রস্থান

লক্ষসিংহ। আঃ, কেন ওকে বকৃছ, নরসিংহ?

নরসিংহ। আজ পাঁচ বৎসর মহারাণা স্বর্গে গেছেন; এতদিনেও কি তাঁর স্মৃতির দাহ আপনি ভুল্‌তে পাল্লেন না?

লক্ষসিংহ। ভোলা কি যায় মন্ত্রি? প্রাসাদের প্রতি রেণুতে তার স্মৃতি বিজড়িত। সাতদিন পরে চণ্ডসিংহের রাজ্যাভিষেক; কদিন ধ'রে শুধু তারই কথা মনে হ'চ্ছে! কবে যাব আমি সেই দেশে, কবে তার সঙ্গে মিলিত হব?

নরসিংহ। ছি মহারাণা, আপনি রাজপুত। রাজপুত কখনো কাঁদে না, রাজপুত কখনো মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

লক্ষসিংহ। যাক্, তোমাদের নগরভ্রমণ শেষ হয়েছে?

নরসিংহ। না মহারাণা, এ পাগলকে নিয়ে নগরভ্রমণ কর্‌তে আমি পার্‌ব না। কোথায় কে অনাথ আতুর এসে ভিক্ষে চাইলে, অমনি চতুর্দ্দোলা থেকে লাফিয়ে পড়্‌বে; কার ঘরে আগুন লেগেছে, ছুটে যাবে আগুন নেভাতে; প্রজারা রাজপথে দাঁড়িয়ে ঝগড়া ক'চ্ছে, চণ্ডসিংহ গিয়ে ঠিক, তার মধ্যে দাঁড়াবে।

লক্ষসিংহ। তাইত মন্ত্রি, ছেলেটা নিতান্ত নির্ব্বোধ। (হাসি)

নরসিংহ। নির্ব্বোধ নয় মহারাণা, চণ্ডসিংহ একটি বদ্ধ পাগল।

কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। চণ্ডসিংহ পাগল?

নরসিংহ। আর একটী পাগল তুমি। সে পাগল হ'লেও তার বুদ্ধি আছে, তোমার বুদ্ধিও নাই।

কর্ণসিংহ। আশীর্ব্বাদ করুন মন্ত্রিমহাশয়, আমি যেন চিরকাল এমনি নির্ব্বোধ হ'য়েই থাকি।

লক্ষসিংহ। মন্ত্রি, যারা বেশী বোঝে, তারই বেশী ঠকে। রাজপুতেরা বুদ্ধির পূজা করে না—করে প্রাণের পূজা।

পুরবীকে বুকে করিয়া চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। পিতা!

লক্ষসিংহ। একি চণ্ড? তোমাকে আহত দেখ্ছি । কি হয়েছে বৎস? ও কে?

নরসিংহ। নিশ্চয়ই কোন ইতরশ্রেণীর মেয়ে, নইলে যুবরাজের কোলে উঠ্বে কেন?

চণ্ডসিংহ। আপনার অনুমান সত্য। পিতা, এই অনাথা আহেরিয়ার মেয়ে—বনের ধারে ব'সে কাঁদ্‌ছিল; একটা বাঘ ওকে আক্রমণ কর্‌তে এসেছিল, আমি তাকে হত্যা ক'রে এই বালিকাকে নিয়ে এসেছি। প্রণাম কর বালিকা মহারাণাকে।

পূরবী। না—না, রাজা দেখ্‌লে আমার ভয় করে। রাজারা আমার বাবাকে মেরেছে, মাকে মেরেছে, আমাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি রাজা দেখ্‌তে পারিনে।

লক্ষসিংহ। কোথায় বাড়ী ছিল তোমাদের?

পূরবী। মরুদেশে।

কর্ণসিংহ। কি নাম তোমার?

পূরবী। আমার নাম পূরবী।

লক্ষসিংহ। চণ্ড, ওকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।

নরসিংহ। দাঁড়াও যুবরাজ, এসব কি ছেলেমানুষী তোমার? এতদিন যা করেছ, করেছ; আর এসব চল্‌বে না। সাতদিন পরে তুমি রাজা হবে।

পূরবী। অ্যাঁ, তুমি রাজা হবে! না—না—না, তাহ'লে আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার কাছে কিছুতেই থাক্‌ব না। আমি রাজা দেখ্‌তে পারিনে,—দুই চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।

[চণ্ডর হাত ছাড়াইয়া পূরবীর প্রস্থান

নরসিংহ। যাক্—যাক্, কেন অস্থির হ'চ্ছ?

লক্ষসিংহ। হৃদয়টাতে বড় কঠিন ক'রে ফেলেছ নরসিংহ। এত কঠিন যারা, স্বর্গের পথ তাদের কাছে রুদ্ধ।

নরসিংহ। স্বর্গ আমার চাই না, মহারাণা! আমার মাটীর স্বর্গ এই মেবার; এই স্বর্গকে আঁকড়ে ধরে, আমি সারাজীবন জগতের ঘৃণার পসরা তুলে নেব—সেই আমার শাস্তি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

প্রতিহারী। মহারাজ, মাড়বার থেকে এক ব্রাহ্মণ নারিকেল নিয়ে এসেছেন।

লক্ষসিংহ। কে ব্রাহ্মণ?

প্রতিহারী। রাও রণমলের দূত।।

লক্ষসিংহ। তাঁকে এখানেই আস্‌তে বল।

প্রতিহারীর প্রবেশ

কর্ণসিংহ। মহারাণা, ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই রাও রণমলের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

নরসিংহ। ভালই হয়েছে মহারাণা! শুনেছি মাড়বার-রাজকুমারী রূপে গুণে অতুলনীয়া, যুবরাজের সম্পূর্ণ যোগ্যা। অভিষেক আর বিবাহ একসঙ্গেই সম্পন্ন হ'ক্।

চণ্ডসিংহ। (স্বগত) বুকটা কেঁপে উঠ্‌ছে কেন?

লক্ষসিংহ। নরসিংহ, আমি শুধু ভাব্‌ছি, আজ যদি রাণী থাকৃত।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। আসুন ব্রাহ্মণ, মহারাণা লক্ষসিংহ আপনার সম্মুখে।

ব্রাহ্মণ। মহারাণার জয় হ'ক্।

লক্ষসিংহ। এমন হৃষ্টপুষ্ট নারিকেলটী কার জন্য এনেছ ঠাকুর? আমার জন্য নয় ত?

চণ্ড ও কর্ণ ব্যতীত সকলের হাসি

লক্ষসিংহ। হাস্‌ছ কি ঠাকুর? একদিন আমাদের জন্যও অমনি নারিকেল আসত। বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছি, আজ আর কেউ বরমাল্য নিয়ে আসে না। কি বল মন্ত্রি, অমন একটি নারিকেল দেখ্‌লে বৃদ্ধেরও লোভ হয়।

চণ্ড ও কর্ণ ব্যতীত সকলের হাসি

ব্রাহ্মণ। মহারাণা, আমি মাড়বার-রাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

লক্ষসিংহ। বুঝেছি ঠাকুর! বিবাহ প্রস্তাবটা যে আমার সঙ্গে নয়, তাও বুঝে নিয়েছি।

চণ্ডসিংহ। ব্রাহ্মণ, আপনি কি আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন?

ব্রাহ্মণ। যুবরাজের অনুমান সত্য।

কর্ণসিংহ। মহারাণা! মেবারের রাজবংশ, মাড়বার-রাজবংশের সহিত মিলিত হ'লে একটা বিরাট শক্তি রাজস্থানে গ'ড়ে উঠবে।

নরসিংহ। রাজকুমারী অলকাদেবীর রূপগুণের খ্যাতি অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস তিনি যুবরাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

লক্ষসিংহ। ব্রাহ্মণ, রাও রণমলকে সহস্র ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর সর্ব্ব-গুণান্বিতা কন্যা মেবারকে দান করতে প্রস্তুত। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। অভিষেক আর বিবাহ একসঙ্গেই সম্পন্ন হবে।

নরসিংহ।
কর্ণসিংহ। } মহারাণার জয় হ'ক।
ব্রাহ্মণ।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি

লক্ষসিংহ। ওই যে পুরনারীরা সম্মতিজ্ঞাপন ক'চ্ছে। বাবা চণ্ড, নারিকেল গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণ নারিকেল সহ স্বর্ণপাত্র চণ্ডের নিকট ধরিলেন

কি চণ্ড, পিছিয়ে যাচ্ছ যে?

কর্ণসিংহ। মাথা হেঁট করলে কেন যুবরাজ? মুখখানা আষাঢ়ের আকাশের মত মলিন কেন?

লক্ষসিংহ। বল বৎস, তোমার কি কিছু বল্‌বার আছে?

চণ্ডসিংহ। আছে। পিতা, আমি'এ প্রস্তাবে অসম্মত।

সকলে। অসম্মত!

ব্রাহ্মণ। কেন যুবরাজ? আমাদের রাজকুমারী যুবরাজের যোগ্য না হ'তে পারে কিন্তু একথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি, সমগ্র রাজস্থানে তাঁর জোড়া মেলে না।

চণ্ডসিংহ। জানি ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। তবে? বংশমর্য্যাদা? যুবরাজ, মাড়বারের রাজবংশ মেবারের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

চণ্ডসিংহ। বিধিদত্ত বংশমর্য্যাদা নিয়ে, চণ্ডসিংহ মাথা ঘামায় না।

কর্ণসিংহ। তবে কি রূপ? চণ্ডসিংহ, আমি তাকে দেখেছি, সে রূপের তুলনা নেই।

চণ্ডসিংহ। চণ্ডসিংহ রূপের পূজারী নয়।

নরসিংহ। তবে তোমার আপত্তিটা কি, ব'লেই ফেল না।

লক্ষসিংহ। তবু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে? চণ্ড!—

চণ্ডসিংহ। পিতা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার অযোগ্য সন্তান; আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশ্বাস করুন, এ আমার অবাধ্যতা নয়, অহঙ্কার নয়, শুধু পিতার মর্য্যাদায় সন্তানের অচলা

নিষ্ঠা। নারিকেল ফিরিয়ে দিন পিতা, মাড়বার রাজকুমারীকে বিবাহ করা আমার সাজে না।

কর্ণসিংহ। কেন সাজে না, যুবরাজ ?

চণ্ডসিংহ। কর্ণসিংহ, পিতা যাকে রহস্যচ্ছলে ও পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন, পুত্র কি তাকে বিবাহ কর্‌তে পারে ?

নরসিংহ। তার অর্থ ? ও—মহারাণার গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, নারিকেলটী দেখে তারও বিবাহের সাধ হ'চ্ছে।

চণ্ডসিংহ। তার পরেও কি আপনারা আমাকে এ বিবাহ করতে বলেন ?

নরসিংহ। বলি ; একটা তুচ্ছ পরিহাস, তোমার কাছে তারও এত মূল্য ?

ব্রাহ্মণ। শোন বাবা. আমি ব্রাহ্মণ, বড় আশা ক'রে এসেছি ; আমায় বিমুখ ক'রো না। আমি বল্‌ছি, তুমি এ বিবাহে সুখী হবে। বৃদ্ধ পিতা পরিহাস ক'রে একটা কথা বলেছেন। তুমি গুণধর ছেলে, সে লজ্জা থেকে তাঁকে রক্ষা কর ; মেবারের সর্ব্বজনবন্দিত রাণাকে জগতের হাস্যাস্পদ ক'রো না।

চণ্ডসিংহ। রক্ষা কর্‌বো ব্রাহ্মণ, বিবাহ ক'রে নয়। তবে—

লক্ষসিংহ। চণ্ড ! চণ্ড ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, রাজস্থানের গৌরব। এমনি ক'রে তুমি আমার মাথা হেঁট করালে ? নরসিংহ, তুমি কথা বল্‌ছ না যে ?

নরসিংহ। বল্‌বার আর কি আছে, মহারাণা ? আপনার মুখের কথা কি ছেলেখেলা ? আপনি যখন সম্মতি দিয়েছেন, বিবাহ ওকে কর্‌তেই হবে।

চণ্ডসিংহ। আমি নই, আমার মৃতদেহ।

ব্রাহ্মণ। যুবরাজের অসম্মতিতে মাড়বার তাকে কন্যাদান কর্‌বে না।

নরসিংহ। বটে? মেবারের প্রাসাদ থেকে নারিকেল ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

লক্ষসিংহ। তা হয় না ব্রাহ্মণ!

কর্ণসিংহ। মহারাণা, কেন আপনি দুঃখিত হচ্ছেন? আপনি ভাগ্যবান যে, এমন পুত্র আপনার ঘরে জন্মেছে? আমি বিস্মিত হ'চ্ছি, যুবরাজের বিচার-বুদ্ধি দেখে। এর উপর আর কথা চলে না মহারাণা! আপনি নারিকেল ফিরিয়ে দিন। তাতে যদি অপমান হয়, সে অপমান সুগন্ধি চন্দনের মত আমরা সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মেরে নেব।

লক্ষসিংহ। এরা সবাই এক ছাঁচে ঢালা! কিন্তু এই অপমান, এই গ্লানি আমি নীরবে সহ্য কর্‌বো না। শোন চণ্ড, আমি রাও রণমল্লকে অপমান করতে পার্‌বো না। তাঁর প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিয়েছি; আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, মাড়বার-রাজকুমারীকে তুমি বিবাহ করবে কি না?

চণ্ডসিংহ। না পিতা!

নরসিংহ। না?

লক্ষসিংহ। মনে রেখো, আমি শুধু পিতা নই, আমি মহারাণা।

চণ্ডসিংহ। মহারাণার আদেশেও আমি এ বিবাহ করব না। পিতা যাকে পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন, তিনি আমার মা।

কর্ণসিংহ। সাধু যুবরাজ, সাধু।

নরসিংহ। চুপ্‌! চণ্ডসিংহ, এর পরিণাম বড় ভয়াবহ।

চণ্ডসিংহ। চণ্ডসিংহ ভয় করতে জানে না সচিব!

ব্রাহ্মণ। মহারাণা, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। মাড়বারের দুর্ভাগ্য যে, এমন মহাপুরুষকে কন্যাদান করতে পাল্লেন না।

প্রস্থানোদ্যোগ

চণ্ডসিংহ। দাঁড়ান ব্রাহ্মণ, আমার একটা প্রস্তাব আছে। রাও রণমলকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, চণ্ডসিংহ তাঁর কন্যাকে এই মা-হারা শূন্য ঘরে মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সকলে। চণ্ডসিংহ!

চণ্ডসিংহ। যদি তাঁর আপত্তি না থাকে, সর্ব্বজনবন্দিত মহারাণা লক্ষ-সিংহের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করুন, আমরা আর একবার "মা" ব'লে ধন্য হই।

লক্ষসিংহ। ঐ সঙ্গে সিংহাসনের দাবীটাও তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হবে, উদ্ধত যুবক!

চণ্ডসিংহ। এই মুহূর্ত্তে।

কর্ণসিংহ। মহারাণা, আপনি ক'চ্ছেন কি? সমগ্র রাজস্থানের আশার সৌধ ধূলিসাৎ করবেন?

লক্ষসিংহ। করব, নিশ্চয়ই করব। পুত্র যদি পিতাকে অপদস্থ কর্‌তে চায়, পিতাও পুত্রের দাবী মানবে না।

নরসিংহ। তাইত, এ আবার কোন্ বিচার?

ব্রাহ্মণ। মহারাণা,—

চণ্ডসিংহ। ব্রাহ্মণ, আপনি রাওরণমলকে বল্‌বেন, ঊর্দ্ধে ভগবান্, নিম্নে নারায়ণ-রূপী ব্রাহ্মণ সাক্ষী, জীবনের আরাধ্য দেবতা পিতার চরণস্পর্শ করে আমি শপথ ক'চ্ছি, মেবারের সিংহাসনের দাবী চিরদিনের জন্য আমি পরিত্যাগ করলাম। আমার বিমাতার গর্ভে পুত্র হ'ক, আর কন্যা হ'ক্,—আমি নিজের হাতে তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত কর্‌ব।

কর্ণসিংহ। তুমি 'চণ্ডসিংহ' নও,—"চণ্ডদেব"।

ব্রাহ্মণ। আসি মহারাণা! যুবরাজ, আপনার প্রস্তাব নিয়ে আমি

এখনি মাড়বার যাত্রা ক'চ্ছি। মহারাণা, আপনাকে আর কি বল্‌ব? আপনি মাড়বারের চেয়েও ভাগ্যহীন।

[প্রস্থান

কর্ণসিংহ। মহারাণা, আপনি পুত্রের সর্ব্বনাশ করেন নি, সর্ব্বনাশ করেছেন আপনার প্রজাদের।

[প্রস্থান

নরসিংহ। এ আপনি কি কল্লেন মহারাণা? তা হ'লে অভিষেকের আয়োজন—

লক্ষসিংহ। রাজপথে ছড়িয়ে দাও; নগরে সমস্ত আলোক নিভিয়ে দাও। প্রজাদের সব আর্ত্তনাদ করতে বল। যদি কেউ হাসে, আমি তার গলা টিপে মারব।

[প্রস্থান

নরসিংহ। যেমন উন্মাদ পিতা, তেমনি পুত্র।

[চণ্ডসিংহের দিকে সরোষে চাহিয়া প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। একলিঙ্গদেব, হৃদয়ে শক্তি দাও।

পূরবীর প্রবেশ

পূরবী। তুমি নাকি রাজা হবে না?

চণ্ডসিংহ। না বোন, আমি রাজা হব না। আমি তোমারই মত ভিখারী।

পূরবী। তবে আমি তোমায় ভালবাসব, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দুঃখ কি দাদা? রাজ্য ছেড়েই তুমি রাজা হয়েছ। রাজার রাজ্য তুচ্ছ এই মাটী; তোমার রাজ্য হাজার হাজার মানুষের প্রাণ।

পূরবী।　　　　গীত।

তুমি রাজার চেয়ে মহামানী।।
রাজার আসন মাটীর পরে, তোমার আসন হৃদয়খানি।

রাজ্যবিভব ফেলে দূরে রাখ্‌লে কীর্ত্তি জগৎ জুড়ে
আকাশ বাতাস উঠ্‌ল গেয়ে, তোমার ত্যাগের মহাবাণী।
দুঃখ যদি আসে আসুক, দুঃখ কিছু নাই,
দুঃখ সুখ তারা ভবে সমান দুটী ভাই,
বরণ কর-দুঃখ-বোঝা, আছে পিছে মা ভবানী।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্দর রাজপ্রাসাদ

অলকা

অলকা। কি সুন্দর সে মূর্ত্তি! পাঁচবছর আগে একটীবার মাত্র দেখেছিলাম, আজও মনের মধ্যে তা ছাপ মারা আছে। শুনেছি, সমগ্র রাজপুতনায় এমন বীর, এমন মহাপুরুষ আর একজনও নেই। এমন স্বামী যে পায়, সত্যই সে ভাগ্যবতী।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ। গীত।

সখি, চার পা তুলে নাচো।
আজ তোমারে পায় কে বল,
রঙের নেশায় আছো।
মানুষ গরু মশা মাকড়, ধরাটা আজ সরা,
আকাশ বাতাস আজকে শুধু মলয় হাওয়ার ভরা,
ঘুম নাহি আজ আঁখিপাতে,
জেগে স্বপন দিনে রাতে
রাত জেগে আজ বর বিছানার ছারপোকা বাছো।

অলকা। কি বলছিস্ তোরা? নাচ্‌ব কেন?

১মা সহচরী। নাচ্‌বে না? চণ্ডসিংহের বউ হবে, চিতোরের রাণী হবে।

অলকা। তাতে কি হয়েছে?

১মা সহচরী। কি হয়েছে, সে তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সখি, রাণী হ'য়ে আমাদের ভুলো না যেন। তাহ'লে তোমার বরের কান কেটে নেব।

[সহচরীদের প্রস্থান

অলকা। সত্যি কি মুখে আনন্দের ছাপ পড়েছে? কি লজ্জা! ধাই-মা দেখ্‌লে বলবে কি? না—একটু গম্ভীর হ'তে হবে।

গম্ভীরভাব ধারণ

তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। (স্বগত) মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ উছলে পড়্‌ছে দেখ্‌ছি।

অলকা। না, এ পারা যায় না, কেবলি হাসি পাচ্ছে। (হাসি)

তারাবাঈ। সব হাসিটাই হেসে ফেল্লি মা?

অলকা। ওমা, তুমি কখন এলে?

তারাবাঈ। এই আস্‌ছি। অনেকক্ষণ দেখিনি কি না।

অলকা। আমি কি এখনো ছোট আছি ধাই-মা যে, তুমি আমায় চোখে চোখে রাখ্‌তে চাও? এর পরে তুমি কি করবে, তাই ভাব্‌ছি।

তারাবাঈ। কেন মা? আমি তোমার সঙ্গে যাব! জামাই কি আমায় দুটো খেতে দেবে না? চণ্ডসিংহ ত তেমন ছেলে নয়। তবে তুমি রাণী হ'য়ে যদি গরীব মাকে ভুলে যাও।

অলকা। যাও, তুমি বড় দুষ্টু। প্রস্থানোদ্যোগ

তারাবাঈ। আরে শোন্—শোন্। সত্যি মা, বিয়ে ক'রে আমাকে ভুলে যাবিনে ত?

অলকা। তোমায় ভুল্‌ব? মাকে মনে নেই; চিরকাল তোমাকেই মা বলে জেনেছি। তুমি যে আমার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে রেখেছ. আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপের মত জড়িয়ে আছ। ঐশ্বর্য্যের শত প্রলোভনেও তোমাকে আমি ভুল্‌ব না।

তারাবাঈ। তাইত তোর জন্যে এত প্রাণ কাঁদে মা।

রণমলের প্রবেশ

রণমল। এই যে কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

তারাবাঈ। কি কথা মহারাজ?

রণমল। যাঃ, ভুলে গেছি।

তারাবাঈ। বেশ করেছেন। আপনার স্মরণশক্তি চিরকালই প্রখর।

রণমল। তুমি আমায় বিদ্রূপ ক'চ্ছ বুঝি?

তারাবাঈ। না মহারাজ।

রণমল। না? তবে অলকা হাসছে কেন?

অলকা। না বাবা, হাসিনি।

রণমল। দেখ তারা! আমায় চটিও না বল্‌ছি। আমি রাজা, তা জান?

তারাবাঈ। জানি। কিন্তু মহারাজ, দুদিন পরে আপনার জামাই আসবে, আপনি কি এখনো শিশুর মত থাকবেন? আপনি মাড়বারের রাজা, আপনার কন্যা মেবারের ভবিষ্যৎ রাণী—

রণমল। যা বলেছ, মেবারের ভবিষ্যৎ রাণী, মেয়েটা কিন্তু ধাঁ ক'রে খুব সুপাত্রে প'ড়ে গেল। আর হবে না কেন? কেমন মেয়ে? সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। অমন সুন্দরী মেয়ে চণ্ডের বাবাও সাতজন্মে চোখে দেখেনি।

তারাবা। কি বল্‌ছেন মহারাজ? মেয়েটা যে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছে।

রণমল। ম'রে যাচ্ছে? কথাটা বলা ভাল হয়নি বুঝি? কই, তুমি ত বল্লে না? তা তুই লজ্জা করিস্‌নি মা। কি জানিস, তোর মুখখানা দেখ্‌লে আমার মনটা বড় নেচে ওঠে—তাই। বিয়ের আগে তোকে একটা উপদেশ দিচ্ছি, শোন্।

অলকা। বল বাবা।

রণমল। যাঃ ভুলে গেছি।

অলকা ও তারা হাসিয়া উঠিলেন

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। পিতা, ব্রাহ্মণ মেবার থেকে ফিরে এসেছে।

রণমল। এসেছে? বিয়ে কবে? কি বল্লে রাণা? খুব খুসী হয়েছে, না? হবে না কেন? যা মেয়ে আমার—সমস্ত রাজপুতনায় আর একটি খুঁজে বার করুক্ দেখি, সে আর হবার জো নেই।'

তারাবাঈ। চুপ্ করুন মহারাজ। দেখছেন না, কুমারের মুখ?

রণমল। তাইত হে, তোমার মুখখানা অমন প্যাঁচার মত দেখাচ্ছে কেন।

যোধমল। পিতা, চণ্ডসিংহ অলকাকে বিবাহ কর্‌বে না।

তারাবাঈ ও রণমল। } কর্‌বে না?

যোধমল। না।

রণমল। সে কি পাগল? আমার মেয়েকে বিবাহ করবে না? তুমি জানিয়ে দাও, বিবাহ না করলে ভাল হবে না।

তারাবাঈ। যোধমল, একি সত্য? মাড়বার-রাজকুমারী চণ্ডসিংহের এতই অযোগ্য? মাড়বারের নারিকেল তারা ফিরিয়ে দিলে?

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। ফিরিয়ে দেয় নি তারা। প্রস্তাব গ্রহণ করেছে চণ্ডসিংহ নয়, তার পিতা রাণা লক্ষসিংহ।

তারাবাঈ। লক্ষসিংহ? সেই মরণপথযাত্রী বৃদ্ধ? আপনি কিছু বল্লেন না? বল্লেন না যে, মাড়বার-রাজের কন্যা পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যায় না, ঐশ্বর্য্যের যূপকাষ্ঠে মাড়বার রাজকন্যার জীবনটা বলি দেবে না? নারিকেল রাখ্‌লে কি ব'লে? বৃদ্ধের এত সাধ?

ব্রাহ্মণ। কেন তাঁকে দোষারোপ ক'চ্ছ, তারা? তাঁর কোন অপরাধ নেই। চণ্ডসিংহ কিছুতেই নারিকেল গ্রহণ কল্লে না।

তারাবাঈ। কেন? মেবারের রাজবংশ কি শিষ্টাচার জানে না? চণ্ডসিংহ কি মনে করে, তার মত গুণধর রাজস্থানে আর নেই?

ব্রাহ্মণ। রাজস্থানে কেন? সমস্ত পৃথিবীতে নেই। কিন্তু সে জন্য নয় তারা; অন্য কারণ আছে। কুমার সব জানেন।

অলকা। (স্বগত) অন্য কারণ আছে? কি কারণ থাক্‌তে পারে? ওঃ—আশার শেষ, আশার!

[প্রস্থান

যোধমল। পিতা, কারও কোন অপরাধ নেই! অপরাধ আমাদের অদৃষ্টের!

ব্রাহ্মণ। এখন, মহারাজের অভিপ্রায়? রাণা লক্ষসিংহকে কন্যা দান করবেন কি?

তারাবাই ও রণমল। } না।

রণমল। এ হ'তেই পারে না সে বৃদ্ধ!

যোধমল। তা হ'লেও মেবারের রাণা, সমগ্র রাজস্থানের মাথার মণি।

রণমল। তা ত বটেই, তবে কি হবে? ও তারা!

তারাবাই। মহারাজ, মাড়বার রাজকুমারীর সুপাত্রের অভাব হবে না।

রণমল। তবে আর কি? তাকে বলে দাও, এ হবে না।

যোধমল। কেন হবে না পিতা? রাণা বৃদ্ধ হ'লেও শক্তিমান্। রাজপুত-কন্যা যৌবনকে বরমালা দেয় না, দেয় বীরত্বকে।

ব্রাহ্মণ। অন্নপূর্ণা এইজন্যই বৃদ্ধ শিবের গৃহিণী।

রণমল। তা, একথা বল্‌তে পার। তবে তুমি দিয়েই দাও।

তারাবাই। মহারাজ, যোধমল ছেলেমানুষ, আপনি ত ছেলেমানুষ নন। পিতা হ'য়ে কন্যার জীবন বিষময় কর্‌বেন?

রণমল। তা কি কর্‌তে পারি? ও যোধমল, তারা আবার কি বলে শোন।

যোধমল। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। রাণাকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি যদি মাড়বার আক্রমণ করেন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমরা কি কর্‌বো?

তারাবাঈ। যুদ্ধ কর্‌বে। জয় কর্‌তে না পার, মর্‌বে; তবু দোহাই তোমাদের, এমন মুক্তার হার বৃদ্ধের গলায় তুলে দিও না।

রণমল। তারা ঠিকই বল্‌ছে যোধমল!

যোধমল। না পিতা, আপনি ভেবে দেখুন। এতে আমাদের সব দিকেই লাভ। চণ্ড সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করেছে, অলকার যদি সন্তান হয়, সেই হবে মেবারের রাণা। তার অর্থ—

তারাবাঈ। অর্থ আমি আগেই বুঝেছি যোধমল! তুমি ভগ্নীর বিনিময়ে রাজ্য ক্রয় কর্‌তে চাও।

অলকার প্রবেশ

অলকা। তাই যদি হয়, ক্ষতি কি মা? একটা তুচ্ছ মেয়ের বিনিময়ে যদি রাজ্য পাওয়া যায়, দেশের শক্তি বেড়ে ওঠে, কে তা চায় না মা? কি মূল্য এ রূপের, কি ছার এ জীবন? বড় মুখ ক'রে গিয়েছিলে, পদাঘাত

ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রত্যাখ্যানের সুযোগ আমি আর কাউকে দেবো না। আমি এই বৃদ্ধ রাণাকেই বিবাহ কর্‌বো।

রণমল। বিবাহ কর্‌বি? অ্যাঁ, তুই খুসী হ'য়ে বলছিস্—বিবাহ কর্‌বি? কিন্তু তোর মুখখানা যে বড় কালি হ'য়ে গেছে মা! ওরে, ও যোধমল, না—না থাক্ মেয়েটা বড় ব্যথা পাবে,—জানিস্?

অলকা। না বাবা, একটুও ব্যথা পাবো না। নারীর আবার ব্যথা! মেবারের রাজ্যটা হাতে পেয়ে দাদার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে, চিতোরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য বন্যার ধারায় মাড়বারের মরুপ্রান্তরে এসে ছড়িয়ে পড়্‌বে, এই সুখস্বপ্নেই আমি বিভোর হয়ে থাক্‌বো। আমায় দিয়ে দাও, যত শীঘ্র পার, দিয়ে দাও। দাদা, তুমি এখনি সংবাদ পাঠাও। আমি এই রাণাকেই বিবাহ কর্‌বো!

যোধমল। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ ভগিনী। ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। ব্রাহ্মণ, আপনি এখনি যাত্রা করুন। আমি বিবাহের আয়োজন করি

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, তাহ'লে আমি চল্লুম।

রণমল। যাচ্ছ? ও তারা, যাবে?

যোধমল। ওর কথায় কি যায় আসে পিতা?

তারাবাই। ঠিক বলেছ যোধমল! আমার কথায় কি যায় আসে? আমি শুধু পালন করেছি, আর আমার কোন অধিকার নেই।

রণমল। অলকা, ওমা, কথা বলেছিস্ না যে? বল্ মা, মনের কথা খুলে বল্।

অলকা। বলেছিত বাবা, আমি রাণাকেই বিবাহ কর্‌বো।

যোধলম। এর উপরে আর কথা আছে পিতা? ব্রাহ্মণ, শীঘ্র যাত্রা করুন, আমার ভগিনীর পণরক্ষা করুন। আমরা ডাক্‌লেও আর ফিরে চাইবেন না। যান—যান, এখনি।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) কুমারের স্নেহের সাগর উথলে উঠেছে দেখ্‌ছি দুর্গা শ্রীহরি!

[প্রস্থান

রণমল। চ'লে গেল? ও তারা, ও অলকা, আঃ, সবারই মুখে কালির ছাপ মারা। ও যোধমল, ব্রাহ্মণকে ফেরাও।

যোধমল। তা হয় না পিতা! শুন্‌লেন না, অলকার পণ। এ বিবাহ না হ'লে সে কিছুতেই সুখী হবে না, হতে পারে না। মেবারের সিংহাসনটা তার হাতে এসে ধরা দিয়েছে, সে আঁকড়ে ধর্‌তে চায়, আমরা কেন বাধা দেবো।

রণমল। তা বটে। কি জান? আমি এসব ঠিক বুঝতে পারি নে। আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোঝ কর; শুধু দেখো—মেয়েটা যেন কেঁদে কেঁদে না ম'রে যায়।

[প্রস্থান

যোধমল। (স্বগত) নিয়তি যখন দেয়, এমনি ক'রেই দেয়।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। কেন মা সম্মতি দিলি?

অলকা। দেবো না? ভগিনীর বিনিময়ে মেবারের রাজ্য; দাদার অনন্ত স্নেহের ঋণপরিশোধ। কেন মা, তোমার চোখে জল? মুছে ফেল, আনন্দ কর। আমি রাণী হবো, রাজমাতা হবো; জীবনে সুখ, মরণে তৃপ্তি। এমন ভাগ্য কার? সমগ্র মেবার চোখের জলে পা ধুইয়ে দেবে, বন্দীরা জয়গান গাইবে, পুরনারীরা পদসেবা কর্‌বে, সমগ্র ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার নাম ছড়িয়ে পড়্‌বে। আনন্দ কর—আনন্দ কর। ওঃ—চণ্ডসিংহ! চণ্ডসিংহ!

তারাবাঈ। অলকা! মা!

গীতকণ্ঠে চাবুকের প্রবেশ

চাবুক। গীত।

সখি, সাবধান! সাবধান!
নাম্‌লি যদি অতল জলে মাণিক তুলে আন।
আধাগাঙ্গে খাবি খেয়ে করিস্‌নে হাঁকডাক,
মাণিক ফেলে নিস্‌নে তুলে আঁচলভরা পাঁক.
মনটারে তুই আঁখি ঠেরে
ভুল পথে পা বাড়াস্‌ নে রে,
দেখ্‌বি তবে সর্পে ফুলে ছড়িয়ে গেছে ধরাখান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

রমাবাঈ

রমাবাঈ। কে আছিস্? যুবরাজকে সংবাদ দে।

কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। এই যে, রমা এসেছ। কার সঙ্গে এলে রমা?

রমাবাঈ। বলদেবের সঙ্গে। দাদা কোথায়?

কর্ণসিংহ। উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। আজ নূতন মহারাণী আস্‌বেন—

রমাবাঈ। তুমি প্রাসাদে কেন? যাও, রাজপথে গিয়ে নৃত্য কর, তাঁকে মাথায় ক'রে এগিয়ে নিয়ে এস, বৃদ্ধ রাণার পাকা চুলে বিয়ের টোপর পরিয়ে দিয়েছ, তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস।

কর্ণসিংহ। রমা,—

রমাবাই। তোমরা কি সব মরেছিলে ? কেউ বাধা দিতে পাল্লে না ? বৃদ্ধ বয়সে পিতা বিবাহ করতে গেলেন, আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে ?

কর্ণসিংহ। মহারাণার এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না—রমা।

রমাবাঈ। আর দাদাকে সিংহাসন থেকে কৌশলে বঞ্চিত করা, এখানে তাঁর কোন উপায় ছিল না ? এ অবিচারের বিরুদ্ধেও কি তোমাদেরও বাধা দেবার কিছু ছিল না ? কোথাকার কে মাড়বারের রাজকন্যা, তার ছেলের জন্য সিংহাসনটা খালি প'ড়ে থাকবে, আর বঞ্চিত হবে তারা—যাদের পিতৃপিতামহের এ সিংহাসন ?

কর্ণসিংহ। কি তুচ্ছ এ সিংহাসন—নারি ? সিংহাসনের কতটুকু গৌরব ? যে অনন্ত গরিমা চণ্ডসিংহ আজ লাভ করেছে, তুচ্ছ তার কাছে পৃথিবীর আধিপত্য। তুমি দেখনি তার মুখের সে স্বর্গীয় জ্যোতি! আমি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। বাধা দেবো কি রমা, আমার ইচ্ছা হ'লো তাকে মাথায় ক'রে নৃত্য করি।

রমাবাঈ। বাঃ, চমৎকার! বলি, চণ্ডসিংহ সিংহাসন না নিতে পারেন, কিন্তু রঘুদেব ত ছিল।

রঘুদেব প্রবেশ করিলেন

রঘুদেব। রঘুদেব সিংহাসন চায় না।

রমাবাঈ। না চায়, বলদেবও ত ছিল।

বলদেবের প্রবেশ

বলদেব। বলদেব ত মেবারেরও কেউ নয়। সে তোমার ভাই, রাণা লক্ষসিংহের কে ?

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। দুর্জ্জয় শত্রু!

বলদেব। মন্ত্রি!

নরসিংহ। তোমার চোখে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখেছি বালক। সাবধান, মহারাণার বিচার ন্যায় হোক্, আর অন্যায় হোক্, তোমার হাতে যদি তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হয়, রাজকুমার ব'লে ক্ষমা কর্‌বো না।

বলদেব। যান—যান,—কে ডেকেছে আপনাকে?

কর্ণসিংহ। বলদেব!

রমাবাঈ। চুপ্।

বলদেব। রাজপরিবারের সুখদুঃখের আলোচনার মধ্যে আপনি কথা কইবার কে?

নরসিংহ। (গর্জ্জিয়া উঠিলেন) আমি কথা কইবার কে?

রমাবাঈ। হ্যাঁ, আপনি মন্ত্রী;—মন্ত্রণা দেবেন মহারাণাকে আর উন্মাদ চণ্ডসিংহকে। আপনার স্থান রাজসভায়, এখানে নয়।

নরসিংহ। তোমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের স্থান অন্তঃপুরে—অন্ধকার কক্ষে, প্রকাশ্য স্থানে নয়। যাও, স্বস্থানে যাও। নইলে প্রাসাদটা ভেঙ্গে আমি তোমাদের মাটীচাপা দেবো।

রমাবাঈ। }
বলদেব। } মন্ত্রি!

কর্ণসিংহ। ছিঃ রমা, মন্ত্রিমশায় আমাদের পিতৃতুল্য।

রঘুদেব। বলদেব, তুই কি পাগল হয়েছিস্? কাকে কি বলছিস্ নির্ব্বোধ! পিতা দূরের কথা, দাদাও যদি একথা শোনেন, তিনি যে তোকে কিছুতেই ক্ষমা কর্‌বেন না। মন্ত্রিমশায়! আমরা আপনার অবোধ সন্তান, আমাদের অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

নরসিংহ। যাও রাজকুমারি, বরণডালা সাজিয়ে রাখ,—মহারাণী এলে তাকে প্রথম অভ্যর্থনা কর্‌বে তুমি। বলদেব, এগিয়ে যাও, মহারাণীকে সংবর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে এস। তোমাদের দুজনের উপর আমার এই আদেশ।

রমাবাঈ। }
বলদেব। } আদেশ!

নরসিংহ। হ্যাঁ, আদেশ। নরসিংহ আজ বিশ বছর ধ'রে রাজ-পরিবারকে আদেশ ক'রেই এসেছে, অনুরোধ করে নি।

[প্রস্থান

কর্ণসিংহ। শোন রমা!

রমাবাঈ। যাও—যাও, ভীরু, কাপুরুষ! একটা ভৃত্যের হাতে স্ত্রীর অপমান চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে?

কর্ণসিংহ। এর নাম অপমান নয় রাজকন্যা, স্নেহের শাসন। এ স্নেহের উৎস যেদিন শুকিয়ে যাবে, সেদিন চিতোরের রাজপ্রাসাদে ভূতপ্রেত এসে রাজত্ব কর্‌বে।

বলদেব। যাক্, আমি এখন আপনাদের উভয়কেই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি এই অবিচারের প্রতিকার হ'বে কি না?

রঘুদেব। কিসের অবিচার ভাই?

বলদেব। কিসের অবিচার? এ ত দ্বাপর যুগ নয়, যে পাশা খেল্‌বে যুধিষ্ঠির—আর তার জন্য দাসত্ব ক'রে মর্‌বে তার ভাইগুলো পর্য্যন্ত। দাদা সিংহাসনটা ত্যাগ করেছেন ব'লে আমরা বঞ্চিত হবো কেন?

কর্ণসিংহ। মহারাণার সিংহাসন তিনি যাকে ইচ্ছা দান কর্‌বেন, তুমি তার মধ্যে কথা কইবার কে?

বলদেব। আমি সন্তান।

রঘুদেব। যার জন্য সিংহাসন, সেও সন্তান।

রমাবাঈ। বর্ত্তমানকে অনাহারে শুকিয়ে মেরে ভবিষ্যতের অঙ্গ সোণায় মুড়ে দেওয়াই কি তোমাদের ইচ্ছা?

কর্ণসিংহ। মহারাণার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

রমাবাঈ। সিংহাসনটা মহারাণার স্বোপার্জ্জিত নয়।

রঘুদেব। আমাদেরও ত নয়। ছি রমা, ছি বলদেব,—রাজস্থানের গৌরব মহাপুরুষ চণ্ডসিংহ আমাদের ভাই, এই ক্ষুদ্র স্বার্থ, হীন সঙ্কীর্ণতা আমাদের জন্য নয়। মেবারের পথে ঘাটে গিয়ে শুনে এস, গৌরবের কি মহার্ঘ মুকুট জগৎ আজ চণ্ডসিংহের মাথায় পরিয়ে দিয়েছে, কি ছার তার কাছে সিংহাসন? ভাই হ'য়ে ভাইয়ের এত বড় আত্মত্যাগ এমনি করে নিষ্ফল ক'রো না বলদেব!

বলদেব। তুমি কাপুরুষ?

কর্ণসিংহ। তুমি পশু। [রঘুদেব শুধু হাসিলেন

রমাবাঈ। তুমি বিশ্বাসঘাতক।

কর্ণসিংহ। রাজকন্যা!

রমাবাঈ। এতদিন ধ'রে যাদের অন্নধ্বংশ করেছ, যারা তোমায় খনির তিমিরগর্ভ থেকে সম্মানের উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চোখের উপর দেখেও নীরব হ'য়ে আছ?

রঘুদেব। অমঙ্গল কিসে রমা?

রমাবাঈ। কিসে? তোমাদের সোনার সংসারে বিমাতা এসে আধিপত্য করবে, স্বর্গের দেবীর আসনে রাক্ষসী এসে বস্‌বে, তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসন শূন্য প'ড়ে থাকবে তার জন্য—যে এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি; সে জন্মাবে, শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনের দ্বারে এসে রাজ্যটা হাতে নেবে, ততদিন রাজ্যরশ্মি চালনা করবে তোমাদের বিমাতা;—সঙ্গে সঙ্গে মাড়বার ভেঙ্গে এসে মেবারে শেকড় গেড়ে বস্‌বে।

কর্ণসিংহ। তেমন দিন যদি আসে, সেদিন এই তরবারি দিয়ে তার প্রতিকার করবো।

রমাবাঈ। প্রতিকার আজই করতে হবে।

কর্ণসিংহ। অসম্ভব। এ রাজদ্রোহ!

বলদেব। রাজদ্রোহ নয়, রাজভক্তি। পিতা যদি বিষফল খেতে চান, আমরা তাঁর হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেবো।

কর্ণসিংহ। বিষফল কি সুধাফল—সে বিচার আমার নয়। মহারাণা যদি নরকে যান, আমি তার পিছে পিছে যাবো।

রঘুদেব। আমারও ঐ কথা। রাজসেবা করতে না পারি,—রাজ-দ্রোহী হবো না।

রমাবাঈ। মাড়বার রাজকুমারীর পদলেহন করবে?

রঘুদেব। নিশ্চয়।

কর্ণসিংহ। যদি কেউ না করে, তাঁকেও ক্ষমা করবো না, স্ত্রী হ'লেও না।

রমাবাঈ স্বামি, তুমি ভুলে গেছ, আমি মহারাণার কন্যা।

কর্ণসিংহ। মহারাণা ত নও। যাঁর দয়ায় তোমাকে পেয়েছি, তাঁর জন্য প্রয়োজন হয়, তোমাকে বলি দেবো।

রমাবাঈ। স্বামী এমন শত্রু!

কর্ণসিংহ। স্ত্রী এমন অবাধ্য?

রঘুদেব। বলদেব, মন্ত্রিমশায়ের আদেশ—

বলদেব। তোমার জন্য, আমার জন্য নয়।

সহসা নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল; প্রজাগণ বহুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"জয় মহারাজ লক্ষসিংহের জয়," জয় মহারাণী অলকাদেবীর জয়"! শাস্ত্রিগণ আসিয়া দুই কাতারে দাঁড়াইল, নরসিংহ আসিয়া একবার রমা ও একবার বলদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইলেন। গীতকণ্ঠে বেহাগেরপ্রবেশ; পশ্চাতে চণ্ড ও অলকা

বেহাগ।　　**গীত।**

ওরে, মা এসেছে ঘরে, আজ মা এসেছে ঘরে,
যত তোদের দুঃখবেদন আয় নিয়ে আয় আঁচল ভ'রে

স্পর্শে মায়ের শুকিয়ে যাবে তোদের অশ্রুধার,
ও অভাগা, কাঁদিস্ নে রে আর,
যা আছে তোর বুকে জমা, ঢেলে দে মার চরণ 'পরে।
আকানা বায়ু উঠলো গাহি,
মাভৈঃ মাভৈঃ চিন্তা নাহি,
বিশ্বমায়ের আসনখানি টলেছে আজ তোদের তরে।

নরসিংহ ও কর্ণসিংহ রাণীকে অভিবাদন করিলেন ; রমা ও বলদেব মুখ ফিরিয়া রহিল

কর্ণসিংহ। মা, আমি আপনার সন্তান। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন চিরকাল মায়ের স্নেহের রাজ্যে বাস কর্‌তে পাই।

অলকা। বিধাতার ইচ্ছা ; মানুষ কিছু করতে পারে না।

চণ্ডসিংহ। এবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর মা! আমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র ; দুই অবোধ ভাইকে নিয়ে মা-হারা শূন্য ঘরে দুঃখের স্রোতে ভেসে চলেছি। তুলে নাও মা আমাদের জীবনের ভার, ব'সো মা আমাদের জননীর শূন্য আসনে, অন্ধকার কুটিল সংসার-পথে আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে চল। বহুদিন মা ব'লে ডাকিনি, তাই তোমাকে বড় আশা ক'রে নিয়ে এসেছি, মা ব'লে ধন্য হবো। ভুলে যাও—তুমি বিমাতা ; ভুলে যাও—তুমি রাণা লক্ষসিংহের মহিষী। তুমি শুধু মা,—আমাদের মা, মেবারের ভবিষ্যৎ অধিপতির মা, শতসহস্র প্রজাপুঞ্জের মা।

অলকা। তুমি চণ্ডসিংহ ?

কর্ণসিংহ। হ্যাঁ মা, এই চণ্ডসিংহ, মহারাণার জ্যেষ্ঠপুত্র, রাজস্থানের গৌরব, কলির ভীষ্মদেব। আমরা ভাগ্যবান্ যে, তোমাকে মায়ের আসনে পেয়েছি, আর তুমিও ভাগ্যবতী যে চণ্ডসিংহের মা হ'য়ে এসেছ।

অলকা। (স্বগত) ভাগ্যবতীই বটে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস

রঘুদেব। নিঃশ্বাস ফেল্‌লে কেন মা ? তোমার চোখ ছলছল ক'চ্ছে

কেন ? যদি কোন ত্রুটি হ'য়ে থাকে, যদি মেবার কোন অপরাধ ক'রে থাকে, ভুলে যাও।

অলকা। বাবা, তুমি কি আমার পুত্র ? মানুষের মুখে এমন দেবত্বের ছাপ ত কখনো দেখি নি। ভগবান্! ভগবান্! এইখানে আমা'র পরাজয়। বাবা, তুমি আমার কাছে এস। আমি সত্যি তোমার মা হবো।

রঘুদেব। শুধু আমার নয় মা! আমরা সবাই মিলে তোমায় ভাগ ক'রে নেবো। ঐ দেখ, বলদেব আর রমা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে আছে ; ছেলেমানুষ কিনা! ওরে বলাই, রমা, একবার চেয়ে দেখ, মা অন্নপূর্ণা এসে আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছে। প্রণাম কর্—প্রণাম কর্। দেখেছ দাদা, কি নির্ব্বোধ! তুমি একবার বল না!

চণ্ডসিংহ। বলদেব!

কর্ণসিংহ। রমা!

নরসিংহ। প্রণাম কর।

বলদেব। বিরক্ত ক'বো না বৃদ্ধ!

চণ্ডসিংহ। কি ?

নরসিংহ। প্রণাম করবে না ?

রমা। না।

চণ্ডসিংহ। মায়ের ঘরে মায়ের অমর্য্যাদা!

বলদেব। মা তোমার, আর ঐ উন্মাদ রঘুদেবের।

রমা। আমাদের মা স্বর্গে।

অলকা। চেয়ে দেখ, আমার মধ্যে সেই মা-ই আত্মগোপন ক'রে আছে। এই খড়মাটীর দেহে সেই দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর সন্তান! ও তোমাদের তেমনি ক'রে স্নেহের বর্ম্মে ঘিরে রাখ্‌বো।

নরসিংহ। এখনও দ্বিধা ? মাকে প্রণাম কর্‌বে না ?

বলদেব। কে মা ? কিসের মা ? যে নারী শুধু বিমাতা হ'য়ে

আসে নি, আসবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য শুধু বঞ্চনা, দাদাকে করেছে ভিখারী, আমাদের দিয়েছে অভিশাপ, সে কখনো আপনার হ'তে আসে নি। এ বিমাতা,—কুন্তী নয়, কৈকেয়ী। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু একে আমি মায়ের আসনে বসাতে পার্‌বো না।

অলকা। বেশ, তবে আমাকে বিমাতার আসনেই দেখ্‌বে।

নরসিংহ। চণ্ড, বন্দী কর এই অপদার্থকে।

কর্ণসিংহ! আর আমি হত্যা করবো এই নারীকে।

রঘুদেব। এরা অবোধ শিশু মন্ত্রিমশায়! মা, তুমি এদের ক্ষমা কর!

অলকা। আমি শুধু ক্ষমাই কর্‌বো, আর সংসার শুধু আমার উপর অত্যাচারই করবে, কেমন? আমি ত মা হ'তেই এসেছিলাম। কিন্তু মেবারে পদার্পণ ক'রে সহস্র লোকের মুখেই শুনে আস্‌ছি, বিমাতা কখনো মা হ'তে পারে না। এখানেও শুন্‌ছি, সেই একই কথা। এই যদি সত্য হয়, তবে আমি বিমাতাই হবো—আমি বিমাতাই হবো!

কর্ণসিংহ।
চণ্ডসিংহ। } মা! মা!—
রঘুদেব।

নরসিংহ। একের দোষে সহস্রের বিমাতা হওয়ার চেয়ে তুমি এই তরবারি দিয়ে একজনকেই হত্যা কর।

অলকা। মেবার বিমাতাকেই সইতে পাচ্ছে না, তার উপর হত্যার কলঙ্ক!

চণ্ডসিংহ। কলঙ্ক যা হয়, আমার হোক্; তবু তোমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাক মা! আমিই তোমাকে আদর ক'রে ডেকে এনেছি মায়ের শূন্য আসন পূর্ণ করতে। তোমার লাঞ্ছনায় আমার অপমান, মহারাণার অপমান,

সমগ্র মেবারের অপমান। এতখানি অপমানের গ্লানি একজনের রক্তে ধৌত হোক্।

রঘুদেব। দাদা,—

রমা। আগে আমাকে হত্যা কর।

কর্ণসিংহ। তোমাকে হত্যা করবো আমি, এখানে নয়, বধ্যভূমিতে।

চণ্ডসিংহ। বলদেব! এখনো কথা শোন।

বলদেব। না,—না—শুন্‌বো না; তুমি উন্মাদ, কিন্তু আমি উন্মাদ নই। এ নারীকে আমি কিছুতেই মা ব'লে স্বীকার করবো না। মা ব'লেও নয়, রাণী ব'লেও নয়।

চণ্ডসিংহ। তবে যমালয়ের পথ দেখ।

তরবারি উত্তোলন

অলকা। থাক, কাজ নেই ভ্রাতৃহত্যায়। (তরবারি কাড়িয়া লইল) তার চেয়ে আমিই চ'লে যাচ্ছি।

রঘুদেব। কোথায় যাবে মা?

অলকা। আমার পিতার গৃহে। মেবার আমায় চাইলে না, কিন্তু মাড়বার আমায় মাথায় ক'রে রাখবে। ছাড় বাবা ছাড়, বিমাতার চেয়ে শূন্য গৃহই ভাল।

[প্রস্থান

রঘুদেব। মা! মা!—

[প্রস্থান

নরসিংহ। এও ত একটা পাগল দেখ্‌ছি?

[প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। কে আছিস্? (প্রতিহারীর প্রবেশ) বন্দী কর।

রমা। কি, বলদেবকে বন্দী করবে দাদা?

বলদেব। তুমি! তুমি বন্দী করবার কে? তুমি মেবারের একজন সামান্য প্রজা। প্রজার আদেশ আমি মানি না।

কর্ণসিংহ। সেনাপতির আদেশ ত মান? প্রতিহারী, অস্ত্র কেড়ে নাও। শৃঙ্খলিত কর—যদি বাধা দেয়, হত্যা কর।

রমা। ওঃ—স্বামি, তুমি কি?

চণ্ডসিংহ। মানুষ।

বলদেব। দাদা, এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোমার? তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও? বেশ, এস—কর বন্দী, দেখি পিতা আমায় কি শাস্তি দিতে পারেন।

প্রতিহারী বন্দী করিল

রমা। পিতা কি আর আছেন বলদেব? মা'র সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দাদা, ওকে ছেড়ে দাও; অপরাধ যদি ক'রে থাকি ত আমি করেছি। ওর কোন দোষ নেই। কথা শোন দাদা, না হয় আমাকেও বন্দী কর।

চণ্ডসিংহ। তুমি পর, তোমার অবহেলায় আমার মায়ের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মনে রেখো, মায়ের মর্য্যাদা যদি রাখতে না পার, চিতোরের রাজপ্রাসাদ তোমার কাছে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

[প্রতিহারীকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান। প্রতিহারীসহ বলদেবের প্রস্থান

রমা। তুমি মানুষ না পশু?

কর্ণসিংহ। তুমি নারী না পিশাচী?

রমা। স্ত্রীর এই অপমান কেমন ক'রে সইতে পাচ্ছ?

কর্ণসিংহ। অপমান তার প্রাপ্য ব'লেই সইতে পাচ্ছি।

রমা। দাসত্বের কি এমনি মোহ?

কর্ণসিংহ। হিংসা কি এমনি অবুঝ।

রমা। প্রতিশোধ নেবে না?

কর্ণসিংহ। নিতে পারি তোমার উপর।

রমা। তা'হলে আমি আবার বল্‌ছি, আমি শুধু স্ত্রী নই, আমি রাজকন্যা।

কর্ণসিংহ। তুমিও মনে রেখো, আমি শুধু স্বামী নই, সেনাপতি।

[প্রস্থান

রমাবাঈ। কি করি? কার টুঁটি কামড়ে ধর্‌বো? কার রক্তে স্নান কর্‌বো? সবাই উন্মাদ হয়েছে, রাজ্যশুদ্ধ সবাই পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে। কোন্‌দিকে যাই? হায়, হায়—স্বামীও এমন শত্রু! একলিঙ্গদেব, পথ ব'লে দাও।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

চক্রপাণির গৃহ

চক্রপাণির প্রবেশ

চক্রপাণি। ও বউ! বউ! ও জ্বালামুখি!

জ্বালামুখীর প্রবেশ

জ্বালামুখী। এসেছ? এস—এস, নাগর এস, আমার সাতরাজার ধন, কুলজ্বালানো মাণিক এস। সাতদিন বিরহের জ্বালায় জ্বল্‌ছি, আমার অঙ্গখানি শীতল কর্‌বে এস।

চক্রপাণি। তোর ঐ সব ছুঁচলো কথাই আমার ভাল লাগে না। একটু কি মিষ্টিমুখে ডাক্‌তেও পারিস্ নে।

জ্বালামুখী। মিষ্টিমুখে ডাক্‌বো? আহা আমার প্রাণেশ্বর, প্রাণকান্ত, পিণ্ডি বেঁধে রেখেছি, গিল্‌বে এস।

চক্রপাণি। মর্ মাগী, সাতদিন পরে ফিরে এলুম—

জ্বালামুখী। ফিরে ত এলে। বলি, বোনের বর এনেছ? নইলে এখনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্‌বো।

চক্রপাণী। আরে, সে কথাই বল্‌ছি। পাত্র একেবারে ঠিক ক'রে এসেছি। আজ পাকা দেখা, কাল বিয়ে।

জ্বালামুখী। সত্যি ?

চক্রপাণি। সত্যি না ত কি মিথ্যে ? এখনি আস্‌বে সে! যা— যা সব উয্যুগ কর্‌।

জ্বালামুখী। দুগ্‌গা,— দুগ্‌গা, ভালয় ভালয় পার কর্‌তে পার্‌লে বাঁচি ! হারামজাদীর খোরাক জোগাতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। হবে না কেন ? সাতটা মরদের মওড়া রাখে। তাই কি এক লহমা ঘরে থাক্‌বে ? দিনরাত পক্ষী-পাকড়া মেরে বেড়াচ্ছে! আর যত রাজ্যের মরদ নিয়ে ঢলাঢলি ক'চ্ছে।

চক্রপাণি। ওসব মিছেকথা। আমার বোন্‌কে আমি চিনি ?

জ্বালামুখি। তুমি চেন কচু। পাড়ার লোকে অমনি বলে ?

চক্রপাণি। বল্‌বে না। তুই নিজেই যে ঢাক পিটছিস্‌।

জ্বালামুখি। তবে রে ড্যাক্‌রা. তুমি কেবল আমাকে দুষবে ? আমি ষাই ভালমানুষের মেয়ে, তাই অমন ননদকে ঠাঁই দিই। আর কেউ হ'লে এই এমনি ক'রে ঘাড় ধ'রে—

চক্রপাণি। দূর মাগী, এ যে আমার ঘাড়।

জ্বালামুখি। যাও, এখন বোনকে খুঁজে নিয়ে এস।

চক্রপাণি। কোথায় গেছে ?

জ্বালামুখি। তা কি জানি ? সেই সকালবেলা শূয়োর তাড়াতে গেছে, সারাদিন পাত্তাই নেই।

চক্রপাণি। উল্কা, উল্কা—

উল্কা প্রবেশ

উল্কা। দাদা, শীগগির এস, চট্‌-চট্‌। রাণার লোকেরা গমক্ষেতে উপর দিয়ে যাচ্ছে।

চক্রপাণি। অ্যাঁ—গমক্ষেতের উপর দিয়ে? তা—তা, আমি কি করবো?

উল্কা। বাধা দেবে।

চক্রপাণি। বাধা মানবে কেন?

উল্কা। না মানে, তীর মারবে। রাণার বাবার ক্ষেত?

জ্বালামুখী। চোপরাও হারামজাদি।

উল্কা। ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার। এস না দাদা।

চক্রপাণি। আরে না—না, সে আমি পারবো না।

উল্কা। তবে মাগের আঁচল ধ'রে ঘোমটা দিয়ে বসে থাক। আমি যাচ্ছি, দুটোর ঠ্যাং খোঁড়া করেছি, বাকী ক'টাকে—

চক্রপাণি। অ্যাঁ—ঠ্যাং খোঁড়া করেছিস্? রাজার লোক যে! মরেছে, মেয়েটা নির্ঘ্যাত মরেছে।

জ্বালামুখী। ও ত মরেছে, আমাদেরও হাতে দড়ি পড়্‌বে যে!

চক্রপাণি। কেউ তোকে দেখেনি ত? শীগ্‌গির লুকো, শীগ্‌গির লুকো।

উল্কা। লুকোবো কি? আমি আবার যাচ্ছি।

চক্রপাণি। খবর্‌দার, যাস্‌নে বল্‌ছি, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। তবু যায়? আরে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে যাবে যে!

উল্কা। তবে ত ভালই হয়, দেখে আসি রাজার বিচার।

জ্বালামুখী। থাক না, ধিঙ্গিপনা ত ঢের করেছ, এবার একটু সাম্‌লে চল, তোমার জন্যে পাড়ায় ত মুখ দেখাবার জো নেই। এক একটা বর ধ'রে আনা হ'চ্ছে, আর তোমার কীর্ত্তির কথা শুনে ফিরে যাচ্ছে।

চক্রপাণি। না—না, আর দেরী করা নয়। কি জানি, যদি রাণার লোকেরা জানতে পারে? আজ বিয়ে দিয়ে আজই বিদেয় করে দেবো।

উল্কা। আমি বিয়ে করবো না।

চক্রপাণি। তোর বাবা বিয়ে করবে।

জ্বালামুখী। হারামজাদি, তোর খোরাক জোগাবে কে লা ?

উল্কা। তোমার খোরাক যে জোগাচ্ছে।

চক্রপাণি। আমি পারবো না।

উল্কা। তা পারবে কেন ? মাগের ভ্যাড়া তুমি—

জ্বালামুখী। খবরদার চুলোমুখি, ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো।

উল্কা। তোমার বাবার বাড়ী ?

জ্বালামুখী। তবে রে নচ্ছার মেয়ে !

ঘাড় ধরিতে গেল উল্কা নিঃশব্দে হাত ধরিয়া হ্যাচকা
টান মারিল জ্বালামুখী পড়িয়া গেল

উহু-হু, গেছি গো—মাগো। ওলো, তোর মাথা খাই, তুই তেরাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মর্। উহু-হু হারামজাদীর কি অসুরের বল গো !

চক্রপাণি। দাঁড়া, আজ তোকে মেরেই ফেল্‌বো।

লাঠি মারিতে গেল উল্কা লাঠিখানা বাঁ হাতে চাপিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল

চক্রপাণি। গেল, গেল আমার লাঠিখানা—নাঃ, আর তোকে ঘরে রাখবো না; এখনি বিদেয় করবো। গিন্নি, পুরুত ডাক।

গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। কই হে চক্রপাণি !

চক্রপাণি। এস—এস. গন্ধমাদন ভায়া এস ! এই দেখ, এই আমার বোন।

গন্ধমাদন। (এক গাল হাসিয়া) তাই নাকি ? তা, চল্‌তে পারে।

চক্রপাণি। ছোটলোকের ঘর হ'লে কি হয় ? এমন সুন্দরী মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না। হাঁ করে দেখ্‌ছো কি ছাই ? মত থাকে ত বল, পুরুত ডেকে এখনি বিয়ে দিয়ে দিই।

গন্ধমাদন। তা, চল্‌তে পারে। (স্বগত) ইস্, শালা মেয়ে ত নয়, সাক্ষাৎ পরী।

চক্রপাণি। তা হ'লে রাজী ?

গন্ধমাদন। তা তুমি যখন ধরেছ, রাজী না হ'য়ে করি কি ? হ্যাগা, তোমার নাম কি ?

উল্কা। তোমার নাম কি ?

গন্ধমাদন। আমার নাম গন্ধমাদন।

উল্কা। তোমার ল্যাজ আছে ?

গন্ধমাদন। কই, না।

উল্কা। তুমি একদমে ক'টা চড় খেতে পার ?

চক্রপাণি। চোপরাও হতভাগি।

গন্ধমাদন। হ্যাগা, আমাকে তোমার পছন্দ হ'চ্ছে ?

উল্কা। সাংঘাতিক পছন্দ হ'চ্ছে।

জ্বালামুখী। তবে আর কি ? আমি পুরুত ডাকি। দেখ ঠাকুরজামাই, ওকে নিয়ে গিয়ে হাতেপায়ে শেকল বেঁধে রাখ্‌বে, আর দিনরাত চাবুক মার্‌বে। হারামজাদীকে বিদেয় ক'রে তবে আমার অন্য কাজ।

[প্রস্থান

উল্কা। দাদা, বলিহারি তোমার বুদ্ধি! তুমি এই উল্লুকটাকে আমার জন্য ধ'রে এনেছ।

গন্ধমাদন। কেন ? কেন ? আমার চেহারাখানা কি মন্দ ? একটু ভাল ক'রে দেখ না। পেটে একটু পিলে আছে; তা বিয়ের পর ওষুধ খেয়ে সারিয়ে নেব। রংটা এখন একটু ময়লা আছে বটে, তাও বিয়ের জল পেলেই ঠিক হ'য়ে যাবে। চল না একবার আমার ঘরে, দেখ্‌বে কত সুখ। পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা গম। আর আমি হ'চ্ছি গিয়ে—রাজবাড়ীর বরকন্দাজ।

উল্কা। বরকন্দাজ। আমি বলি ফনেকন্দাজ।

চক্রপাণি। ফাজলামো করিস্‌নি বল্‌ছি। বিয়ে তোকে করতেই হবে।

উল্কা। আমায় মেরে ফেল্লেও এই তালপাতার সেপাইকে আমি বিয়ে কর্‌বো না।

গন্ধমাদন। কর না একটু! মাইরী, তোমাকে দেখে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। তুমি আমায় পায়ে ঠেল্‌লে আমি গলায় দড়ি দেবো।

উল্কা। তাই দাও গো।

চক্রপাণি। তবে রে হতভাগি, তোকে আজ মেরেই ফেল্‌বো।

উল্কা। চুপ্, খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্। বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবো। আমি দুর্ব্বলের জন্য তৈরী হইনি, আমার জন্ম বীরের জন্য। হাজার হাজার যোদ্ধা দেখ্‌লাম, এই সুন্দর মুখ দেখে সবারই হাত থেকে তরবারি খ'সে পড়ে। শুধু একটা লোক দেখেছি, আমাকে সে গ্রাহ্যই কর্‌লে না। আমি তেমন স্বামী চাই।

গন্ধমাদন। আমাকে বিয়ে কর্‌বে না?

উল্কা। দুর্ব্বলের আবার বিয়ে!

গন্ধমাদন। কি, আমি দুর্ব্বল? আমি ষাটখানা রুটি খেতে পারি, তা জান? দেখ্‌বে আমার কত শক্তি? (তিনবার ওঠা-বসা করিয়া) ওরে বাবা!

উল্কা। যাও বৎস, ঘরে যাও, একটু মকরধ্বজ খেয়ো।

প্রস্থানোদ্যত

চক্রপাণি। আরে! যায় যে?

গন্ধমাদন। এই খবরদার, বিয়ে না ক'রে যাবে কোথা? চালাকি নাকি? চক্রপাণি যখন বলেছে, তোমাকে আমি জোর ক'রে বিয়ে কর্‌বো।

ধরিতে গেল

উল্কা। দূর হও। [চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান

গন্ধমাদন। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্, একি রামচড়রে বাবা? গালের মাংস সব ভেতরে ঢুকে গেছে। উঃ!

চক্রপাণি। খুব লেগেছে কি ?

গন্ধমাদন। চোপ্‌রাও নচ্ছারের গুষ্ঠি। উহু-হু !

চক্রপাণি। অ্যাঁ—হতভাগী কর্‌লে কি ? বরকে চড় মেরে পালিয়ে গেল ? আরে, তুমিও ত দেখ্‌ছি মেয়েমানুষের বাড়া।

গন্ধমাদন। চুপ্‌, সব শূলে দেবো।

চক্রপাণি। দোহাই ভায়া।

গন্ধমাদন। শূলে দেবো, খাড়া শূল। উঃ!

চক্রপাণি। চেপে যাও না।

গন্ধমাদন। চেপে যাবো ? একি চাপা যায় ? গালের মাংস তুবড়ে গেছে যে !

চক্রপাণি। মাপ কর।

গন্ধমাদন। কি—মাপ কর্‌বো ? কিছুতেই না। খাড়া শূলে দেবো।

চক্রপাণি। আমাদের নয় ভায়া, যদি পার ঐ জ্বালামুখীটাকে শূলে দাও শূলেরও খোরাক হোক্‌, আমিও বাঁচি।

গন্ধমাদন। তোমার বোন কোথায় ?

চক্রপাণি। পালিয়েছে ভায়া ! তার বদলে তুমি আমার পরিবারটাকে নিয়ে যাও।

জ্বালামুখীর প্রবেশ

জ্বালামুখী। ওগো, ওগো, হি-হি-হি !

চক্রপাণি। থাম্‌—থাম্‌, ব'সো ভায়া, তুমি এই মাগীকে বিয়ে কর।

জ্বালামুখী। ওমা, মিন্‌সে বলে কি ? আমাকে বিয়ে কর্‌বে কি ?

চক্রপাণি। কর্‌বেই ত। একশোবার বিয়ে কর্‌বে।

গন্ধমাদন। না—না, আমি তোমার বোন্‌কেই চাই, তবে তোমাদের মাপ, নইলে খাড়া শূলে দেবো !

[প্রস্থান

চক্রপাণি। নে মাগী, এখন দশহাত পুরে খা।

জ্বালামুখী। খাবই ত, হি-হি-হি। ওগো, রাজার লোকেরা খোঁজাখুঁজি কর্‌ছিল, আমি দেখিয়ে দিলুম। হারামজাদীকে বেঁধে নিয়ে গেছে।

চক্রপাণি। কি? আমার বোন্‌কে ধরিয়ে দিয়েছিস্? আমি থাক্‌তে আমার বোন ফাটকে যাবে? দাঁড়া, আমি যাচ্ছি, ফাটকে যেতে হয় আমি যাবো। (ঘাড়ে ধরিয়া) খা মাগী, তুই দশহাত পুরে খা। কত খাবি খা—কত খাবি খা।

[কয়েকটী কিল মারিয়া প্রস্থান

জ্বালামুখী। (খানিকক্ষণ কাঁদিয়া) মা শেতলা, আমায় রাঁড়ী কর মা, আমায় রাঁড়ী কর।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সভাস্থল

শৃঙ্খলিত উল্কাকে লইয়া ভীম ও ভৈরবের প্রবেশ

ভীম। আয় চ'লে আয়, আজ তোর দফা রফা কর্‌বো।

ভৈরব। রাজপুরুষের উপর অত্যাচার! হতভাগী ছোটলোকের মেয়ে, তুমি ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি?

ভীম। মার্‌বো এক থাপ্পড়।

উল্কা। এই খবরদার, আমার পা দুটো এখনো ছাড়া আছে।

ভৈরব। চাট্‌ মার্‌বে নাকি? ও ভীম, দূর থেকে ঢিল মারো না।

উল্কা। কই, তোদের রাজাকে নিয়ে আয় ; দেখি, সে আমায় ফাঁসী দেয়, না মাটীতে পুঁতে ফেলে।

ভীম। ফাঁসী ত দেবেই, তার উপরেও আরও কিছু কর্‌বে। ততক্ষণ আমি একটু হাতের সুখ ক'রে নিই। এই রাম—

কিল মারিল

উল্কা। (বাঁধা হাতেই সৈনিকের ঘাড় চাপিয়া ধরিল) নাকে খৎ দে, দে নাকে খৎ, বল্—আর কখনো মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল্‌বি নে?

মাটিতে নাক ঘসিতে লাগিল

ভৈরব। এই ছুঁড়ী, এই ভীমকে—

ভীম। ওরে, ছেড়ে দে, বাবারে বাবা।

চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। একি? কে তুমি?

ভৈরব। ছোটলোক আহেরিয়ার মেয়ে। আমরা মাড়বার থেকে ফিরে আস্‌ছি, হারামজাদী আমাদের গায়ে তীর মেরেছে, আমার ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দিয়েছে। দুটো ঘোড়াকে আট্‌কে রেখেছে। তার উপর, ভীমকে এই চোরের মার—মারুন যুবরাজ,—শূলে দিন।

উল্কা। (স্বগত) এই ত সেই।

চণ্ডসিংহ। কি করেছিল এরা?

উল্কা। আমাদের সারা বছরের আশা-ভরসা একখানি মাত্র গমক্ষেত। তারই উপর দিয়ে এরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। বারণ কল্লুম, শুন্‌লে না ; বরং আমাকে কুৎসিত গালাগালি দিলে।

ভীম। দেবো না? একশোবার গালাগালি দেবো। তোকে শূ—

চণ্ডসিংহ। চুপ্! তোমরা রাজকর্ম্মচারী, তোমরা রাজপুত, একটা নারীর হাতে মার খেয়ে আমার কাছে অভিযোগ কর্‌তে এসেছ?

তোমাদের পাঠিয়েছিলাম মায়ের সন্ধান কর্‌তে, প্রজার শস্যক্ষেত্র দ'লে চ'ষে দেবার জন্য নয়।

গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। উল্কা এসেছে, উল্কা? এই যে, দোহাই যুবরাজ, ওকে আমার হাতে দিন। আমি আগে ওর পিঠের ছাল তুলি, তারপর বিয়ে ক'রে ফেলি।

চণ্ডসিংহ। তোমার আবার কি হয়েছে?

গন্ধমাদন। সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো যুবরাজ? ছুড়ীকে বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলুম। উনুনমুখী এক চড়ে আমার গালের মাংস তুবড়ে দিয়েছে।

ভীম। মারুন যুবরাজ।

ভৈরব। পুঁতে ফেলুন।

গন্ধমাদন। ছাল ছাড়িয়ে নিন, তারপর আমি বিয়ে ক'রে ফেলি।

চণ্ডসিংহ। কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ

এদের গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আন

ভীম।
ভৈরব। } দোহাই যুবরাজ, দোহাই—

চণ্ডসিংহ। আর এই উন্মাদটাকে রাজবৈদ্যের কাছে নিয়ে যাও

ভীম। (স্বগত) গর্ভস্রাব।

ভৈরব। (স্বগত) পাষণ্ড।

গন্ধমাদন। (স্বগত) ভরাডুবি হোক্।

[ভীম, ভৈরব ও গন্ধমাদনের রক্ষিসহ প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। (উল্কার শৃঙ্খল মোচন করিয়া) ওদের চেয়ে বেশী অপরাধী আমি, আমায় ক্ষমা কর বালিকা।

উল্কা। দোষী করবেন না যুবরাজ! (নতজানু) আমি ছোট-লোকের মেয়ে।

চণ্ডসিংহ। তোমার জন্মের জন্ম ত তুমি দায়ী নও, মানুষের পরিচয় হবে তার কাজে!

উল্কা। (স্বগত) এতদিনে মানুষ পেয়েছি।

চণ্ডসিংহ। ধন্য মেবার যে, তোমার মত নারীকে সে বক্ষে ধারণ করেছে, যে মহারাণাকে পর্য্যন্ত চোখ রাঙিয়ে শাসন করে। বল নারী, কি পুরস্কার চাও তুমি, কত ঐশ্বর্য্য চাও। মহারাণাকে ব'লে আমি তোমাদের কুটির সোনায় বাঁধিয়ে দেবো।

উল্কা। না দেবতা, আমাদের কিছুই চাই না; আমরা গরীব ঐশ্বর্য্য দিয়ে আমাদের সম্ভ্রমে আঘাত করো না। তবে তোমার নিজের একটা স্মৃতিচিহ্ন যদি আমায় দাও, মাথায় করে নিয়ে যাবো।

চণ্ডসিংহ। আমি ভিখারী, আমার ত কিছুই নেই। এই তুচ্ছ একছড়া রত্নহার—তোমার বীরত্বের পুরস্কার।

রত্নহার উল্কার গলায় পরাইয়া দিলেন

উল্কা। (বিস্ময়ে) মালা পরিয়ে দিলে? তবে একটা প্রণাম নাও।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। আশ্চর্য্য এই বালিকা!

লক্ষসিংহ প্রবেশ করিলেন

লক্ষসিংহ। কি সংবাদ চণ্ড?

চণ্ডসিংহ। মাড়বার থেকে লোক ফিরে এসেছে। মা সেখানেই গিয়েছেন।

লক্ষসিংহ। এমন সুরক্ষিত রাজপুরী থেকে মেবারের রাণী মাড়বাড়ে চলে গেল, কেউ তাকে দেখ্‌লে না?

চণ্ডসিংহ। সবাই দেখেছে, কিন্তু কেউ বাধা দিতে সাহস করেনি।

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। আমি বাধা দিয়েছিলাম, তিনি গ্রাহ্যই করলেন না।

লক্ষসিংহ। তুমি তাকে বন্দী করলে না কেন?

চণ্ডসিংহ। পিতা!

লক্ষসিংহ। বড় আশা ক'রে তাকে এনেছিলে পুত্র! মনে করেছিলে—তোমার হারাণো মাকে ফিরে পাবে। আমি জানতেম, তা হবার নয়। এ নারী মাড়বারের অনন্ত লালসা অঞ্চলে বেঁধে রাণী হ'তে এসেছিল, মা হ'তে আসে নি।

চণ্ডসিংহ। না পিতা, মা হ'তেই তিনি এসেছিলেন; সে অধিকার তাকে দিলে না—

লক্ষসিংহ। কে?

নরসিংহ। কুমার বলদেব।

কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। আর রাজকুমারী—রমাবাঈ।

নরসিংহ। বিচার করুন মহারাণা।

চণ্ডসিংহ। তার পূর্ব্বে অনুমতি করুন পিতা, আমি নিজে গিয়ে মাকে পায়ে ধ'রে নিয়ে আসি।

লক্ষসিংহ। না। সে মেবারের কেউ নয়। মেবারের মাথা হেঁট করিয়ে সে যখন মাড়বারের তুচ্ছ ভূঁইয়ার কাছে আশ্রয় নিতে চ'লে গেছে, তখন মেবার আর তাকে রাণী ব'লে গ্রহণ করবে না।

চণ্ডসিংহ। পিতা!

লক্ষসিংহ। যদি কখনো নিজের ইচ্ছায় সে ফিরে আসে, তোরণদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিও, তাকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিও না।

নরসিংহ। তা হয় না মহারাণা!

লক্ষসিংহ। না হয়, তাকে দাসীমহলে আশ্রয় দিও, সে মেবারের রাণী নয়, দাসী; তার বেতন নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও।

নরসিংহ। মহারাণা, আপনি কি বলছেন? তিনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

লক্ষসিংহ। আমার বিবাহিতা স্ত্রী আমার ঘরে ব'সে আমারই পদসেবা করবে, ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করবে, আমার মাতৃহীন সন্তানদের অশ্রু মুছিয়ে দেবে, আমার বিবাহিতা স্ত্রী আমার মাথা হেঁট করিয়ে আমার বিনানুমতিতে স্বর্গেও যেতে পারে না। ভুলে যাও মন্ত্রি, এ একটা ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন।

কর্ণসিংহ। দুঃস্বপ্ন যে নয়, তার সাক্ষী চণ্ডসিংহ, তার সাক্ষী মেবারের সিংহাসন।

লক্ষসিংহ। মেবারের সিংহাসন চণ্ডসিংহের।

চণ্ডসিংহ। চণ্ডসিংহ প্রাণ গেলেও মিথ্যাবাদী হবে না।

নরসিংহ। কারণ সে রাজপুত; আপনি যাই বলুন মহারাণা, আমরা আপনাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে দেবো না। মেবারের সিংহাসন আপনার অনাগত কনিষ্ঠ পুত্রের।

লক্ষসিংহ। আমার পুত্র—মেবারের রাজকুমার উৎসবানন্দ-মুখরিত মেবারের রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হবে, মেবারের রাণার নামে পরিচয় দেবে, মাড়বারের তুচ্ছ ভূঁইয়ার নামে নয়।

কর্ণসিংহ। তবু এ সিংহাসন তার।

লক্ষসিংহ। যদি সে না আসে?

চণ্ডসিংহ। মা নিজে সিংহাসনে বসবেন।

নরসিংহ। তবু তাঁর ন্যায্য অধিকারে আপনি তাঁকে বঞ্চনা করতে পারেন না।

লক্ষসিংহ। এর চেয়ে বড় বঞ্চনা ত আমি করেছি মন্ত্রি, ওতে আ

লজ্জা নেই। সে আমার অজ্ঞাতসারে মেবারের মাথায় পদাঘাত ক'রে চ'লে গেছে, আমিও তাকে জন্মের মত ত্যাগ করলাম।

রক্ষিসহ বন্দী বলদেবের প্রবেশ

বলদেব। মহারাণার জয় হোক্।

লক্ষসিংহ। একি বলদেব, তোমাকে বন্দী করলে কে?

চণ্ডসিংহ। আমি! বিচার করুন পিতা, এই উদ্ধত বালক মায়ের অবমাননা করেছে।

নরসিংহ। শুধু তাই নয়। এই নির্ব্বোধ সিংহাসন অধিকার করতে চায়?

লক্ষসিংহ। কেন বলদেব? কি অধিকার তোমার সিংহাসনে?

বলদেব। সিংহাসন আমাদের পূর্ব্বপুরুষের, আপনার স্বোপার্জ্জিত নয়। কোন্ অধিকারে আপনি যুবরাজকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন?

লক্ষসিংহ। যুবরাজকেই জিজ্ঞাসা কর।

বলদেব। করেছি! তাঁর মহত্বের সুযোগ নিয়ে আপনি তাকে অভিষেকের পূর্ব্বক্ষণে পথের ধুলোয় নামিয়ে দিয়েছেন। আমার সে মহত্ব নেই। আপনি সর্ব্বজনবন্দিত মেবারের রাণা হ'লেও আমি বলবো, আপনি পরস্বাপহারী—

কর্ণসিংহ। কুমার, রাজসভায় এ ঔদ্ধত্য মহারাণা সহ্য করলেও আমরা করবো না।

বলদেব। তা করবে কেন বীরপুরুষ? পিতার অবিচারটা ত সহ্য করতে পারলে? কি বলবো তোমাদের? তোমরা কাপুরুষ—

কর্ণসিংহ। কুমার! (তরবারিতে হাত দিলেন)

রমাবাঈয়ের প্রবেশ

রমাবাঈ। চুপ্।

লক্ষসিংহ। রমা, তুমিও এর মধ্যে ?

রমাবাঈ। কি কর্‌বো পিতা ? আমাদের মা নেই,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডসিংহ উদাসীন, রঘুদেব উন্মাদ, রাজ্যের একমাত্র আশা-ভরসা ওই বলদেব। আপনি পিতা হ'য়ে তার হাতেও যখন ভিক্ষাপাত্র তুলে দিচ্ছেন, তখন আমাকেই এই আবর্জ্জনার মধ্যে নাম্‌তে হবে।

নরসিংহ। কি করবে তুমি রাজকন্যা ?

রমাবাঈ। চেষ্টা করবো বলদেবকে সিংহাসনে বসাতে।

নরসিংহ। তার আগে আমার একটা কথা শোন। আমি তোমাদের হিতৈষী।

রমাবাঈ। হিতৈষী ব'লেই মুখ বুজে এ অবিচার সহ্য করেছেন। চিতোর-রাজবংশের এতদিনের .অন্নের ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা যদি আপনাদের থাকতো, তাহলে চিতোরের সিংহাসনে মাড়োয়াড়ীর রাজত্বের সূত্রপাত হত না। তাহ'লে মহারাণা আমাদের সুখের সংসারে বিমাতার বোঝা চাপিয়ে দিতেন না।

চণ্ডসিংহ। তুমি তা হ'লে কি চাও রমা।

রমাবাঈ। চাই মেবারের সিংহাসন,—হয় তোমার জন্য, না হয় বলদেবের জন্য।

চণ্ডসিংহ। আমি সিংহাসন নেবো না।

লক্ষসিংহ। সিংহাসন ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে পথে ঘাটে ছড়িয়ে দিয়ে যাবো, তবু তার এক কণা আমি এই রাজপুত-কলঙ্ক রাজদ্রোহী পিতৃ-দ্রোহীকে দিয়ে যাবো না।

বলদেব। তা জানি, বিমাতা যখন গৃহে এসেছে।

লক্ষসিংহ। কর্ণসিংহ। এই পশুকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। আর রমা, তুমি তোমার নিজের গৃহে চ'লে যাও।

রমাবাঈ। যদি না যাই।

কর্ণসিংহ। তাহ'লে তোমার স্থান হবে বলদেবের পার্শ্বে।

রমাবাঈ। রমাবাঈকে আবদ্ধ ক'রে রাখবে, এমন কারাগার মেবারে তৈরী হয় নি, তার হাতে শৃঙ্খল পরাবে, এমন সেনাপতিও চিতোরের প্রাসাদে নেই।

[প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। ক্ষমা চাও বলদেব।

বলদেব। ক্ষমা? বিনাদোষে? অবিচারী রাণার কাছে? তার চেয়ে কারাবাস অনেক ভাল। [প্রস্থান

লক্ষসিংহ। দেখ্‌লে মন্ত্রি? ওই আমার কন্যা, আর এই আমার জামাতা। পর আমার আপন হয়েছে, কিন্তু আপন যারা, তারা এই লোলবক্ষে বেত্রাঘাত করতে চায়।

নরসিংহ। দুঃখ করবেন না মহারাণা!

লক্ষসিংহ। না, দুঃখের আর কি আছে নরসিংহ। সংসারের আসল রূপ ত দেখলাম। বেঁচে থাকলে আরও অনেক দেখ্‌তে হবে। তার চেয়ে আমায় বিদায় দাও ভাই।

চণ্ডসিংহ। পিতা!

লক্ষসিংহ। গয়াযুদ্ধে যাবার জন্য তুমি ত সৈন্য সাজিয়েছ বৎস। সে সৈন্য নিয়ে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

চণ্ডসিংহ। আপনি কি বলছেন পিতা? আমি বেঁচে থাকতে আপনি যাবেন যুদ্ধে?

লক্ষসিংহ। যাবো। দেখি, এখনো লক্ষসিংহের বাহু লক্ষ সিংহের বল ধরে কি না। হিন্দুর মহাতীর্থ গয়াধাম; আজ সেখানে ম্লেচ্ছের তাণ্ডবলীলা আমার এই জীবনটা দিয়েও যদি তার প্রতিকার করতে পারি, একটা মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

কর্ণসিংহ। না মহারাণা, চণ্ডসিংহকে নিয়ে আমিই যুদ্ধযাত্রা করব।

লক্ষসিংহ। বাধা দিওনা কর্ণ! এক লক্ষসিংহ গেলে হাজার লক্ষসিংহ জন্মাবে, কিন্তু চণ্ডসিংহ রাজস্থানে আর সৃষ্টি হবে না।

চণ্ডসিংহ। পিতা!

লক্ষসিংহ। তুমি পিতৃভক্ত সন্তান,—পিতার ধর্ম্মে বাধা দিও না। আমায় যেতে দাও। বিশ্বাস কর, জীবনটা বড়ই বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে! আমি ছুটতে চাই, লুটতে চাই, রণভেরীর তালে তালে নাচতে চাই।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাড়বাড় রাজপ্রাসাদ

কক্ষ

রাও রণমল ও তারাবাঈয়ের প্রবেশ

রণমল। কি বলছিলে তারা ?

তারাবাঈ। বলছিলাম মহারাজ, লোকে মেয়ের বিয়ে দেয় কি স্বামীর ঘর করবার জন্য, না—নিজের কাছে রাখবার জন্য ?

রণমল। স্বামীর ঘর করবার জন্য।

তারাবাঈ। তবে আপনি অলকাকে ঘরে পুষে রেখেছেন কেন ? বিবাহের পর মাত্র দশদিন সে স্বামীসঙ্গ পেয়েছে. এতেই কি তার নারী-জীবনের সার্থকতা ? সে দর্প ক'রে মেবার থেকে চলে এলো, আপনিও তাকে আদর ক'রে কোলে তুলে নিলেন ! আজ সাত বছর হ'য়ে গেল, যাবার নামটি নেই। সে কি চিরকাল এইখানেই থাকবে মহারাজ ?

রণমল। তাই ত দেখছি।

তারাবাঈ। আপনারও কি তাই ইচ্ছা ?

রণমল। আমার ? না, আমার ইচ্ছা ছিল— বাঃ—ভুলে গেছি !

তারাবাঈ। ভুলে গেলে ত চলবে না, এর প্রতীকার করতে হবে। মেবারের রাণী মাড়বারে কেন প'ড়ে থাকবে ?

রণমল। তা ত বটেই, মেবারের রাণী ব'লে কথা ; এ ভয়ানক অন্যায়। তা তুমি ত এ কথা আর বলনি।

তারাবাঈ। হাজারবার বলেছি ! যোধমলও কতবার তাকে সেধেছে। সে কিছুতেই যাবে না।

রণমল। যাবে কি ক'রে? জামাইকে মেয়েটার মনেই ধরে নি।

তারাবাঈ। সে কথা ত আগেই বলেছিলাম, তখন ত আমার কথা কেউ শুন্‌লে না। এখন আর সে কথা কেন মহারাজ? বিবাহ যখন হ'য়ে গেছে, ওই বৃদ্ধ স্বামীর পদসেবা ক'রেই জীবনটা তার কাটিয়ে দিতে হবে।

রণমল। আরে—সেও ত আজ সাত বছর গয়াযুদ্ধে গেছে,—এখনও ফিরে এ'ল না।

তারাবাঈ। নাই আসুন, তবু তাঁর ঘরই অলকার ঘর। দোহাই মহারাজ, তাকে পাঠিয়ে দিন, যেতে না চায়, জোর ক'রে শিবিকায় তুলে দিন। মুকুল বড় হ'য়ে উঠেছে, তাকে তার নিজের ঘরে যেতে দিন। মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা এমনি করে পরান্নভোজী হয়ে থাকতে পারে না।

রণমল। অ্যাঁ, মুকুল চ'লে যাবে? তাই ত!

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। দাদু!—

রণমল। কি ভাই? চোখে জল কেন?

মুকুল। মা আমায় মেরেছে।

তারাবাঈ। কেন?

মুকুল। বাবাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলুম ব'লে। বল্‌লে, ম'রে গেলে মুখাগ্নি কর্‌তে যাবি। হ্যাঁ দিদি, কবে যাব আমরা বাবার কাছে? সবাই বাবার কোলে উঠ্‌তে পায়, আমি কি পাবো না?

তারাবাঈ। পাবে বই কি গোপাল! তোমার জন্যেই তারাও যে পথের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। তুমি যে সবার মুকুটমণি, চিতোরের ভবিষ্যৎ তোমার মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে আছে। সোনার চতুর্দোলায় চ'ড়ে তুমি নিজের রাজ্যে চলে যাবে, সমগ্র মেবার জয়ধ্বনি ক'রে উঠবে; বন্দিনীরা

গাইবে গান, পুরনারীরা বাজাবে শঙ্খ, মাথায় রাজচ্ছত্র ধর্‌বে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—চণ্ডদেব।

মুকুল। তবে আজই আমাদের পাঠিয়ে দাও দাদু! বাবার জন্যে মনটা বড় কাঁদছে। আমার মনে হ'চ্ছে, বাবাকে আমি দেখতে পাবো না।

রণমল। দাঁড়া, তোর মাকে ব'লে দেখি।

মুকুল। মা থাক্‌না দাদু; আমি একাই যাবো। শুনেছি আমার দাদার নামে চোর ডাকাতও ভয়ে পিছিয়ে যায়। আমি দাদার নাম নিয়ে ছুটতে ছুটতে যাবো।

তারাবাঈ। শুন্‌ছেন মহারাজ? এর পরেও আপনি এদের এখানে রাখতে চান? না—না, আজই এদের চিতোরে পাঠিয়ে দিন।

রণমল। আরে পাঠাতে চাইলেই যাবে কেন?

তারাবাঈ। স্বেচ্ছায় না যায়, জোর ক'রে পাঠিয়ে দিন।

অলকার প্রবেশ

অলকা। আমাকে নয়,—আমার মৃতদেহটাকে।

তারাবাঈ। কেন বল ত? নিজের ঘরে যাবে না?

অলকা। আমার ঘর নেই। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছে, সেই দিনেই আমি জেনেছি, আমি নিরাশ্রয়া—বিধবা।

তারাবাঈ। রাক্ষসি, সর্ব্বনাশি! রাজপুতের মেয়ে হ'য়ে এমন কথা তোর মুখে এলো? যে দেশের মেয়েগুলো স্বামীর চিতায় হাস্‌তে হাস্‌তে পুড়ে মরে, সেই দেশের মেয়ে হ'য়ে তুই স্বামীকে বৃদ্ধ ব'লে দুপায়ে মাড়িয়ে যাবি? ওরে, কেন আমি তোকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম? কেন নুন খাইয়ে মারি নি?

অলকা। পার ত সে ভুল আজ সংশোধন কর।

রণমল। না মা, কথা শোন্‌, তুই চিতোরেই ফিরে যা। এ যেন কেমন বে-খাপ্পা লাগ্‌ছে।

অলকা। বাবা, আমি কি তোমার এতই গলগ্রহ ?

রণমল। ওরে না—মা, সে কথা নয়! তবে কি জানিস মা, এ যেন কেমন কেমন লাগছে। ছেলেটাও বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।

অলকা। মুকুল!

মুকুল। চল মা বাবার কাছে। আমাদের ঘরবাড়ী থাকতে কেন তুমি বাপের বাড়ীতে পড়ে আছ মা? সবাই আমাকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি কিছুই বলতে পারি নে। চল্ মা, চল্।

অলকা। কেন? এখানে ভাল লাগছে না?

মুকুল। না। এ দেশের ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারীগুলোকে দেখ্‌লে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। সবার চেয়ে বেশী ভয় করে—তোমার ভাইকে।

রণমল। শুন্‌ছো তারা? শালা মেবারের রাণা কিনা, আমাদের চোখেই লাগছে না—হে-হে-হে। তা দেখ মহারাণা, তোমাকে একটা কথা বলি। যাঃ—ভুলে গেছি।

মুকুল। মা! (কাপড় ধরিয়া টানিল)

অলকা। দূর হ' অকৃতজ্ঞ। (চপেটাঘাত)

রণমল। আহা, মারছ কেন?

তারাবাঈ। রাক্ষসি, কালনাগিনি, তুই মুখে রক্ত উঠে মর। তুই রাজস্থানের, রাজপুতজাতির কলঙ্ক, সমগ্র মাড়বারের কলঙ্ক। কাঁদিস নি দাদু, আমি তোকে মেবারে পাঠিয়ে দেবো। আসুক যোধমল।

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। পিতা। মেবার থেকে মুকুলকে নিতে লোক এসেছে।

মুকুল। কই মামা কে এসেছে? তারা কই?

যোধমল। আসছে। পিতা, আর এদের এখানে রাখা চলে না। আমার ইচ্ছা, আজই এরা চলে যাক।

রণমল। আজই? অ্যাঁ, আজই চ'লে যাবে? ও তারা—

তারাবাঈ। দ্বিধা কেন মহারাজ? মেয়ে চিরকালই পর। যেতেই যখন হবে, সসম্মানে আজই চলে যাক।

রণমল। তা—তা, যাওয়াই ত উচিত। ওমা অলকা, তুমি তবে আজই যাও।

অলকা। যেতে হয়, জন্মের মতই যাবো, আর ফিরে আসব না।

তারাবাঈ। না-ই বা এলে অলকা! তুমি চিতোরের রাণী, চিতোরই তোমার চিরদিনের আশ্রয়।

যোধমল। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। অবিলম্বে সেখানে না গেলে চণ্ড হয় ত ষড়যন্ত্র ক'রে সিংহাসনে চেপে বসবে।

তারাবাঈ। ষড়যন্ত্র তুমি করতে পারো, চণ্ডদেব তা পারে না।

অলকা। বাবা, সত্যই কি আমাকে চিতোরে যেতে হবে?

যোধমল। নিশ্চয়! আর কি এখানে থাকলে চলে? আমি যাত্রার আয়োজন ক'চ্ছি?

অলকা। আয়োজনের প্রয়োজন নেই দাদা। তোমাদের দেওয়া এই আভরণ ফেলে রেখে এখনি আমি চলে যাবো। আয় মুকুল।

রণমল। ও মা অলকা—তুই কি বলছিস?

অলকা। বাবা, মা যার নেই, কেউ তার নেই। আমার কেউ নেই ব'লেই তোমরা এমনি ক'রে হাত পা বেঁধে আমায় জলন্ত চিতায় ফেলে দিয়েছ। সর্ব্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা নিয়ে তোমাদের কাছেই ফিরে এসেছিলাম। তখন বুঝতে পারি নি, যে ঘাতক ছুরি বসিয়ে দেয়, তার কাছে প্রলেপ চাইলে কোন ফল হয় না।

যোধমল। এ তোর অন্যায় কথা অলকা! আমরা তোর মঙ্গলই করছি, আর সেও তোর ইচ্ছা অনুসারে। আমাদেরই দয়ায় তুই আজ মেবারের

মহারাণী। রাজস্থানে এত বড় ভাগ্য কার? সমস্ত নারীজাতি আজ তোকে হিংসা ক'চ্ছে।

অলকা। আর আমি হিংসা ক'চ্ছি একটা ভিখারিণীকে পর্য্যন্ত! দাদা ঐশ্বর্য্য দেহের শোভা বর্দ্ধন করতে পারে, প্রাণের ক্ষুধা মেটাতে পারে না।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। যোধমল, তোমার চোখে মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি খেলা ক'চ্ছে, দেখছি। অলকার বিবাহের দিন তোমার এই মূর্ত্তিই দেখেছিলাম। কি হয়েছে বল ত? মেবারের কোন অমঙ্গল হয়নি ত?

রণমল। কি বলছ তারা?

তারাবাঈ। ঠিকই বলছি মহারাজ! বল কুমার, মহারাণা কোথায়?

রঘুদেবের প্রবেশ

রঘুদেব। পরপারে—

[যোধমলের প্রস্থান

রণমল। অঁ্যা! মহারাণা নেই? অলকা বিধবা! মুকুল পিতৃহীন! ও তারা, ওরে যোধমল আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমার কচি মেয়ে— এখনো সংসার চেনে নি, এখনো স্বামীর ঘর করে নি, নিয়তি তার বুকে বাজ হান্‌লে?

তারাবাঈ। মহারাজ!

রঘুদেব। একি শোকের কথা দাদামশায়? হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধামের জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন, অশ্রুজল ফেলে তার বীরত্বের অবমাননা করবেন না মহারাজ! আমরা পুত্র, তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমরা যদি হাসিমুখে সইতে পারি, আপনি কেন পারবেন না মহারাজ?

রণমল। ওরে, এ মৃত্যু যে শুধু তার নয়, আমার চোখের উপর সে

মৃত্যু আর একটা ছবি নিয়ে অহরহঃ জেগে থাক্‌বে। ওরে তারা, এতদিনে বুড়ো হই নি, আজ বুঝি জরা এলো।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তারাবাঈ শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন

তারাবাঈ। মহারাজ! উঠুন মহারাজ। ছিঃ ছিঃ—রাও রণমলের এ অস্থিরতা সাজে না।

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। দাদু! দাদু!—(রঘুদেবকে দেখিয়া) তুমি কে?

রঘুদেব। আমি ভাই, আমি দাদা, আমি তোমার রাজভক্ত প্রজা। এস, আমার বুকে এস মাণিক। (কোলে তুলিয়া লইলেন) আঃ—একি শান্তি, একি মদিরতা তোমার স্পর্শে!

মুকুল। দাদা,—

রঘুদেব। এতদিন কেন আমাদের ভুলে ছিলে ভাই? আমরা যে ছ'বছর তোমার আশা পথ চেয়ে ব'সে আছি। তোমার সিংহাসন শূন্য প'ড়ে আছে, তোমার প্রজারা তোমায় এগিয়ে নিতে আসছে। চল ভাই, নিজের ঘরে চল। মাও আস্‌ছেন, আমরা এখনি যাত্রা করবো।

বিধবার বেশে অলকার প্রবেশ

অলকা। চল রঘুদেব, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

রঘু। }
মুকুল। } মা!

তারাবাঈ। ওঃ—অলকা—অলকা,—

রঘুদেব। মা, পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনেও আমি কাঁদি নি। কিন্তু তোমায় এই মূর্ত্তি দেখে আমার চোখের জল বাধা মানছে না! মা, এই সাত বছর আমি তোমার যে মূর্ত্তি ধ্যান করেছি, সে মূর্ত্তি আর একবার আমায় দেখাও, তারপর আমায় জন্মের মত অন্ধ ক'রে দাও। ওঃ—

মুকুল। মা, তুমি বিধবা সেজেছ কেন? তবে কি বাবা নেই? আমার জীবনে আমি বাবাকে দেখ্‌তে পাবো না?

গীতকণ্ঠে বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

হায়, হ'য়ে গেছে দেখা শেষ।
দুঃখ আশার পরপারে তারে টেনে নেছে পরমেশ।
সে নয়নে আর জ্বলিবে না আলো, শ্মশানে হয়েছে ছাই,
সারা দেশ জুড়ে আকাশে বাতাসে শুধু বাজে নাই নাই,
সে দুটী নয়ন তোমারে স্মরিয়া,
মুদিয়াছে হায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আঁখিনীরে হায় সাগর বহালে পাবি না রে সাড়া লেশ

মুকুল। বাবা—বাবা—

রঘুদেব। আমরা থাকৃতে তুমি কেন কাঁদবে ভাই? যত অশ্রুজল আমাদের জন্য সঞ্চিত থাক্, তুমি শুধু চাঁদের হাসি ঢেলে মেবারের রাজপ্রাসাদ আলো করবে চল। (কোলে তুলিয়া লইল)

অলকা। বাবা, ওঠ বাবা, আমরা যাচ্ছি।

রণমল। যাচ্ছ? অ্যাঁ! ওরে তারা, এ কার মূর্ত্তি! এই কি আমার অলকা?

অলকা। কেন অস্থির হ'চ্ছো বাবা? এত জানাই ছিল।

রণমল। জানাই ছিল! হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্ নিয়তি বাজ হানে নি, হেনেছি আমি।

মুকুল। দাদু, আসি তবে? (প্রণাম)

রণমল। চ'লে যাবি? এতদিনের দেনা পাওনা একদিনে মিটিয়ে চলে যাবি? বুকে বাজ্বে না রে নিষ্ঠুর? কত খেলা খেলেছি, কত আশার সৌধ গড়েছি, সে কি সব মিছে? আর আসবিনে দাদু? রাজা হ'য়ে খেলার সাথীকে ভুলে যাবি? তবে যা চ'লে যা; মেয়েই যখন পর, তুই ত তার চেয়েও পর।

অলকা পিতাকে প্রণাম করিলেন

না, আমি যেতে দেবো না। তোর সবই যখন ফুরিয়েছে, তখন রাজমাতা হবার জন্যে তোকে আমি যেতে দেবো না।

তারাবাঈ। মহারাজ, আপনি কি পাগল হয়েছেন? মুকুলের সিংহাসনে তার প্রজারা তাকে আহ্বান ক'চ্ছে, আপনি তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বেন?

রণমল। নিয়ে যাক্ ওরা মুকুলকে। ওদের ছেলে ওরা নিয়ে যাক্, আমার মেয়ে আমার কাছেই থাক্‌বে।

অলকা। না বাবা, রঘুদেব আমাকে নিতে এসেছে; আমি যাবো।

রণমল। যাবি? আচ্ছা, যা ছেলের বিয়ে দিয়ে আবার আসিস্ মা।

মুকুল। দিদি!

তারাবাই। যাও ভাই, রাজরাজেশ্বর হও, চণ্ডদেবের ভাই ব'লে যেন পরিচয় দিতে পার। মনে রেখো· মুকুল, তুমি রাজপুত, তুমি চণ্ডদেবের ভাই,—ক্ষুদ্র স্বার্থ, হীন সঙ্কীর্ণতা তোমার জন্য নয়। তোমাকে যে সিংহাসন দিয়েছে, তোমার জীবনটা তারই পায়ে উৎসর্গ ক'রো। মনে রেখো তুমি মেবারের ছেলে,—মাড়বারের নও।

অগ্রে রঘুদেবের কোলে মুকুল, তারপর বেহাগ, তারপর অলকার প্রস্থানোদ্যোগ; রণমল উন্মাদের মত আসিয়া অলকার হাতখানি ধরিলেন, তারাবাঈ তাঁহার হাত ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন

রণমল। আর একদিন,—ওরে আর একটা দিন।

বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

ও গিরিবর!

তিনদিন তরে এসেছিল উমা, চলেছে আপন ঘর;
পাগল সোয়ামী অভিমানে কেঁদে করেছে গরল পান,
কৈলাস ভরা শুধু হাহাকার তমোময় দিনমান;

নন্দী ভৃঙ্গী কাঁদিয়া আকুল,
ঝর ঝর ঝরে অশোক বকুল,
উমাহারা গেহ প্রাণহীন দেহ, জনশূন্য সরোবর।

[রণমলের হাত ছাড়াইয়া অলকাকে লইয়া গেল, রণমল ও তারা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

তারাবাঈ। মহারাজ, আপনি রাজপুত।

রণমল। কিন্তু আমি পিতা।

তারাবাঈ। শুধু পিতা নন, রাজা।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চক্রপাণির গৃহ

চক্রপাণি

চক্রপাণি। একেই বলে বরাত। একদিনে বড়লোক, যাকে বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। কাজটা একবার হাঁসিল কর্‌তে পার্‌লে হয়——একদম রাজা। ইস্, ভীষণ জলঝড় হ'চ্ছে, গাছপালাগুলো মড়্ মড়্ করে ভেঙ্গে পড়ছে। আর কি ঘুরঘুটি অন্ধকার! ভগবানও ঠিক তালে আছে দেখ্‌ছি।

জ্বালামুখীর প্রবেশ

জ্বালামুখী। ওরে মিন্‌সে বাড়ীর ভেতর এত কালো কালো মানুষ কোত্থেকে এসে ঢুক্‌লো? আনাচ কানাচ ভ'রে গেল যে! ওমা, একে এই অন্ধকার রাত, জলঝড় হ'চ্ছে, তার উপর এই দৈত্যদানাগুলো—

চক্রপাণি। আরে চুপ্!

জ্বালামুখী। মর্ মিন্‌সে, বেরিয়ে দেখ না! আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

চক্রপাণি। আরে চুপ্!

জ্বালামুখী। কেন? ওরা কারা?

চক্রপাণি। ওরা রাণার লোক।

জ্বালামুখী। রাণা কি?

চক্রপাণি। রাণা হ'চ্ছে রাণীর পুংলিঙ্গ। দামড়ী মাগী. কথাও বোঝে না। রাণার ছোট ছেলেটাকে সবাই আন্‌তে গেছে না? সেই ফাঁকে বলদেবজী রাণা হ'য়ে বসেছে। বুঝেছিস্?

জ্বালামুখী। ছাই বুঝেছি।

চক্রপাণি। দুর মাগী, ষাঁড়ের গোবর। শোন্ বলি! তারা আমাদের দোর দিয়েই যাবে ত? ঠিক সেই সময় এরা বেরিয়ে সব তচনচ ক'রে দেবে।

জ্বালামুখী। ঘোড়ার ডিম কর্‌বে। চণ্ডদেব সঙ্গে আছে না?

চক্রপাণি। আরে সে ত আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেছে। যারা আছে, সব ভ্যাড়ার পাল, এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টিতে তারা কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

জ্বালামুখী। ছেলেটাকে কি কর্‌বে?

চক্রপাণি। গন্ধমাদন তকে তকে আছে; ছেলেটাকে এইখানে নিয়ে আস্‌বে।

জ্বালামুখী। এখানে আন্‌বে? সত্যি? আমি পুষবো।

চক্রপাণি। ওঃ—মাগীর রস দেখ না, রাজার ছেলে পুষবে!

জ্বালামুখী। পুষবোই ত! নিজের পেটে যখন একটা হ'লো না—

চক্রপাণি। হ'য়ে যাবে, হ'য়ে যাবে, সবুর কর্ না।

জ্বালামুখী। যাও—যাও, রাজপুত্র ত হবে না?

চক্রপাণি। হবে, তোর পেটে রাজপুত্রই হবে।

জ্বালামুখী। দূর মিন্‌সে।

চক্রপাণি। দুর মাগী। পরের ছেলে পুষে কি হবে? তুই আমাকে পোষ না। ছেলেটাকে এখানে এনে (ছুরি দেখাইয়া) এই—

জ্বালামুখী। মারবে নাকি?

চক্রপাণি। আরে চুপ্!

জ্বালামুখী। শূলে দেবে যে?

চক্রপাণি। আরে চুপ্! কাজ হাসিল করতে পারলে একেবারে রাজা ক'রে দেবে। কুঁড়েঘর আর থাকবে না, আর লাঙল নিয়ে মাঠে যেতে হবে না, দুঃখু-ধান্দা ক'রে খেতে হবে না। একেবারে আমি হবো রাজা, আর তুই হবি রাণী—হিঃ-হিঃ-হিঃ।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা। দাদা!

চক্রপাণি। আরে তুই কোত্থেকে এলি? এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি? আমি যে তোকে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক হ'য়ে গেছি।

জ্বালামুখী। বেরো কালামুখি, বেরো। কুলঢলানী, সাত বছর কুলের ধ্বজা উড়িয়ে আবার ভাইয়ের সঙ্গে পীরিত করতে এয়েছে। বেরো, আমি গোবর-ছড়া দিই।

উল্কা। চুপ। দাদা,—

চক্রপাণি। কোথায় ছিলি তুই এ্যাদ্দিন? জবাব নেই যে? কার কাছে ছিলি?

জ্বালামুখী। বুঝতে পাচ্ছো না? কোন পীরিতের নাগরের কাছে ছিল। ওমা, কপালে সিঁদুরও দিয়েছে, গলায় হারও পরিয়েছে। মরণ আর কি!

চক্রপাণি। এ হার তোকে কে দিলে—অ্যাঁ?

উল্কা। বল্‌বো না।

চক্রপাণি। বল্‌বি নে ? হতচ্ছাড়ি, উনুনমুখি, তোকে আমি আজ—আরে একটা লাঠি-সোটা আন্ না ছাই।

জ্বালামুখী। দাঁড়া তোর ছেরাদ্দ ক'চ্ছি—

প্রস্থানোদ্যত

উল্কা। চুপ্, খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্, নইলে গলা টিপে মারবো।

জ্বালামুখী। ওগো, শুনছো ? হারামজাদীকে তাড়াও না। তুমিও কাঁপছো যে ?

চক্রপাণি। কাঁপ্‌ছি রাগে।

উল্কা। এসব কি দাদা ? তোমার ঘরে এত সৈন্যসামন্ত কিসের ?

চক্রপাণি। সৈন্যসামন্ত ! বারে—আমি এসব—তা আমি—বল্ না মাগি।

জ্বালামুখী। বল্‌বো আবার কি ? ওরা ত কুমারকে এগিয়ে নিতে এসেছে।

উল্কা। রাস্তায় না গিয়ে এখানে কেন ?

চক্রপাণি। তা—তা—এই তামাক খেতে এসেছে।

উল্কা। মিথ্যাকথা ! ওরা বলদেবজীর লোক, ওরা রাজদ্রোহী।

চক্রপাণি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওরা রাজ—

জ্বালামুখী। দূর মিন্‌সে।

চক্রপাণি। ওরা আমার—ওরা হলো গিয়ে—

কাসিয়া জ্বালামুখীকে উস্কাইতে লাগিল

জ্বালামুখী। তোকে বাঁধতে এসেছে।

চক্রপাণি। পালা, শীগ্‌গির পালা।

উল্কা। দাদা, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমিও আজ রাজদ্রোহী, তুমিও বলদেবজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছ। মেবারের রাণা আজ মেবারে আস্‌ছেন,

রাজদ্রোহী বলদেব চারিদিকে ছলনার জাল পেতে ব'সে আছে। সে চায় মেবারের সিংহাসন। কিন্তু তুমি এর মধ্যে কেন দাদা?

চক্রপাণি। আমায় তারা রাজা করবে।

উল্কা। রাজা হ'য়ে কি সুখ ভাই? চোখের উপর দেখছো ত রাজত্বের জ্বালা। এর চেয়ে তোমার কুঁড়েঘরের এই রাজত্ব অনেক সুখের। দোহাই দাদা, তুমি ক্ষীণজীবি চাষা, তবু তুমি মানুষ; তোমার শাকান্নে বিষ নাই. তোমার পেছনে শত্রু নেই, তোমার নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন নেই। এমন সুখের দারিদ্র্য ছেড়ে—ঐশ্বর্য্যের পেছনে ছুটে যেয়ো না। এ তোমার পিতৃপুরুষের দেওয়া দারিদ্র্য, তোমার গৌরব, তোমার রাজ-মুকুট।

জ্বালামুখী। কেন ভাই তুই বাগ্‌ড়া দিচ্ছিস্? আমি রাণী হবো, উনি রাজা হবে, আর তুই হবি রাজার বোন্!

চক্রপাণি। হিঃ-হিঃ-হিঃ, তোর আনন্দ হ'চ্ছে না?

উল্কা। না। আমরা রাজভক্ত প্রজা, চিরদিন প্রজা হ'য়েই থাকবো। ফেরো দাদা, ফেরো এ পথে সুখ নেই। এস, ওদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিই, তারপর রাজপথে দাঁড়িয়ে দুই ভাইবোনে উচ্চৈঃস্বরে বলি,—আমরা বলদেবের প্রজা নই, আমাদের রাজা মহারাণা—মুকুলজী।

গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। ওহে চক্রপাণি, তারা এলো বলে, শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির।

উল্কা। দাঁড়াও।

গন্ধমাদন। অ্যাঁ, তুমি! হেঃ-হেঃ-হেঃ! তবে এ্যাদ্দিনে মনে পড়েছে? এবার আমায় বিয়ে করবে বল?

উল্কা। তার আগে তোর মাথাটা ছিড়ে ফেল্‌বো।

গন্ধমাদন। কেন রাগ কচ্ছিস্ মাইরী? তোর জন্যে আমার চোখের

জলে বালিশ ভিজে যায়। এই সাত বচ্ছর তোকে খুঁজে খুঁজে পায়ের তলা ছ্যাঁদা হ'য়ে গেছে। আয় না ভাই আমার ঘরে—

গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল

উল্কা। সরে যা। (ধাক্কা)

গন্ধমাদন। তোকে আমি শূলে দেবো।

উল্কা। আয়, দেখি কে কাকে শূলে দেয়।

কান ধরিয়া টানিল

গন্ধমাদন। এই, এই, ও চক্রপাণি,—

চক্রপাণি। ছেড়ে দে বল্‌ছি, ছেড়ে দে।

গন্ধমাদনের হাত ধরিয়া আকর্ষণ

জ্বালামুখী। ওগো, তোমরা দেখে যাও গো, আবাগী ঠাকুর-জামাইকে—

উল্কা। যুবরাজের এতখানি ত্যাগ এমনি ক'রে সবাই নিষ্ফল করবে? আমি তা হ'তে দেবো না। আমি এখুনি এ বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মার্‌বো। বল, এ দেশের রাণা কে?

সকলে। মুকুলজী।

উল্কা। তবে বেরিয়ে যাও; আমি রাজদ্রোহীদের পুড়িয়ে মার্‌বো।

[প্রস্থান

জ্বালামুখী। শীগ্‌গির এস,—আবাগীকে বেঁধে ফেল; নইলে সবার হাতে দড়ি পড়্‌বে।

[চক্রপাণিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

গন্ধমাদন। দেখ্‌ছো, কানটাকে টেনে লম্বা ক'রে দিয়েছে। শালীকে একবার বিয়ে করতে পার্‌লে হয়—হুঃ।

[প্রস্থান

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খনাদ

নেপথ্যে। জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়, জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়।

নেপথ্যে। হ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা।

অলকা। (নেপথ্যে) মুকুল, মুকুল!

মুকুল। (নেপথ্যে) মা!—

মুকুলকে লইয়া চক্রপাণি, জ্বালামুখী ও গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। নিকেশ কর, এখনি নিকেশ কর। গর্ত্তটা ঠিক আছে ত? এখনি পুঁতে ফেল্‌তে হবে। আঃ' দেরী ক'চ্ছ কেন?

চক্রপাণি। হাতটা কাঁপছে যে।

গন্ধমাদন। শীগ্‌গির! উল্কাকে বেঁধে রেখেছ ত?

চক্রপাণি। সে আর দেখতে হবে না। কিন্তু—হাতটা বড্ড কাঁপছে। ও গিন্নি, তুমিই মার না। (ছুরী জ্বালামুখীর হাতে গুজিয়া দিল) মর্ মাগী, হাঁ করে দেখছিস্ কি?

জ্বালামুখী। দেখছি,—বড় সুন্দর।

মুকুল। হ্যাঁগা, আমায় এখানে আন্‌লে কেন?

গন্ধমাদন। সিংহাসনে বসাবো বলে, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নকুল। আমার মা কই, দাদা কই?

গন্ধমাদন। দাদা? ওই চণ্ডসিংহ? তাকেও এতক্ষণ যমের বাড়ী পাঠিয়েছে।

মুকুল। কি, আমার দাদাকে তোমরা মেরে ফেলেছ? তবে আমিও তোমাদের বাঁচতে দেবো না। আমি রাণা হয়ে তোমাদের সবাইকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

গন্ধমাদন। রাণা হবি রে ছোড়া, রাণা হবি? (চড় মারিল)

জ্বালামুখী। আ-হা,-হা মরবেই ত,—কেন আর কষ্ট দিচ্ছ?

চক্রপাণি। ওঃ—মাগীর যে প্রেম উথলে উঠলো। মার ছুরি।

মুকুল। আমাকে ছুরি মারবে? কেন? আমি ত তোমাদের কিছু

করিনি। আমাকে ছেড়ে দাও ; আমি মার কাছে চ'লে যাই ; মার জন্য আমার মনটা বড় কাঁদছে। আমায় মেরো না, আমি রাণা হবো না, তোমাদের কাউকে মার্‌বো না।

জ্বালামুখী। হ্যাঁগা, না মার্‌লে হয় না?

চক্রপাণি। আরো না না, এখনি কি আর ফির্‌লে চলে? মার্ শীগ্‌গির, পুঁতে ফেলি। ভাবছিস্ কি? রাণী হবে, রাণী। সোনা, গয়না, কাপড় চোপড়, রাজ্যিপাট, দাসী চাকর,—

জ্বালামুখী। থাক্, থাক্, আমি মারছি। ছুরি উঠাইল

মুকুল। মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরো না। আমি মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। [তোমাকে দেখে আমার মার কথা মনে হচ্ছে। মা! মা!

জ্বালামুখী। (ছুরী ফেলিয়া দিল) তবে এস আমার বুকে।

চক্রপাণি। (বাধা দিয়া) এই, মেরে ফেল্‌বো।

জ্বালামুখী। মার, ছুরিটা আমার বুকে মার। তবু ওকে মেরো না!

গন্ধমাদন। শূলে দেবে যে!

জ্বালামুখী। দিক্, তবু ও হাসিমুখে মার কাছে চ'লে যাক্।

চক্রপাণি। আরে—ও যে শত্রু।

জ্বালামুখী। না—না, ও ছেলে। ওর জাত নেই, গোত্র নেই, শত্রু নেই, মিত্র নেই, ও শুধু মায়ের ছেলে।

চক্রপাণি। বেরো হারামজাদি, বেরো!

গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল

মুকুল। থাক্ থাক্, আমাকে মার, আর আমি কিছুই বল্‌বো না।

চক্রপাণি। তবে চোখ বুজে থাক, এক মুহূর্ত্তে শাস্তি, আমিও একদিনে রাজা।

ছুরিকা মারিবার উদ্যোগ

উল্কার বেগে উল্কার প্রবেশ

উল্কা। (ছুরি কাড়িয়া লইয়া মুকুলকে বুকে তুলিয়া লইল) খবরদার! এক পাও এগিও না। তাহ'লে এই ছুরি তোমাদেরই বুকে বিঁধিয়ে দেবো! মৃত্যুর জন্য নিজেরা প্রস্তুত হও শয়তানের দল। মহারাণা! চোখ মেল, কোন ভয় নেই। জয় রাণা মুকুলজীর জয়, জয় রাণা মুকুলজীর জয়।

[প্রস্থান

চক্রপাণি। }
গন্ধমাদন। } মার্—মার্—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর রাজসভা

বলদেব সিংহাসনে আসীন। ভীম ও ভৈরবের প্রবেশ

ভীম। }
ভৈরব। } মহারাণার জয় হোক।

বলদেব। কাজ শেষ ভীম?

ভীম। হাঁ। মহারাণা! সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমি শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছি। ছেলেটাকেও গন্ধমাদন হত্যা করতে নিয়ে গেছে। চিতোরের প্রাসাদে তাকে আর প্রবেশ করতে হবে না।

বলদেব। তুমি কি করেছ ভৈরব?

ভৈরব। যুবরাজকে ছল ক'রে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছি। তাঁকেও আর জীবন্ত অবস্থায় প্রাসাদে ফিরে আসতে হবে না।

বলদেব। উত্তম, নগরতোরণ অবরুদ্ধ ?

ভীম। হ্যাঁ মহারাণা! একটা পিপীলিকাও বিনানুমতিতে নগরে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না।

বলদেব। আচ্ছা, এইবার নিয়ে এসো মন্ত্রী আর সেনাপতিকে।

ভীম।
ভৈরব। } জয় মহারাণা বলদেবজীর জয়।

গীতকণ্ঠে রঙ্গিনীগণের প্রবেশ

রঙ্গিনীগণ। গীত।

তোমায় গড় করি হে, ও আমাদের নকল রাণা!
মরার তরে উঠ্‌লো পাখা, চাপ্‌লো তোমার ঘাড়ে দানা।
ভাব্‌ছি তোমায় হৃদয়-পুরে
রাখ্‌বো কোথায় গর্ত্ত খুঁড়ে
গলায় দেবো মাতুলী, ছোঁয়না যেন দত্যি-দানা।
পিঠে তুমি বাঁধো কুলো,
কানে ঠেসে দাও না তুলো,
কেঁদে বঁধু কুল পাবে না, যম যখনি দেবে হানা।

ভৈরব। কি বল্লি? এক কোপে মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো, জানিস ?

বলদেব। এত স্পর্দ্ধা তোমাদেরও ?

ভীম। মহারাণার অমর্য্যাদা ?

রঙ্গিনীগণ। মহারাণা মুকুলজী।

বলদেব। আর আমি ?

১ম রঙ্গিনী। দণ্ডিত রাজদ্রোহী।

বলদেব। ভীম! ভৈরব!

ভীম। যাচ্ছি মহারাণা, আজই এদের রক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত হবে।

ভৈরব। চল্‌ ছুঁড়িরা, যমের বাড়ী দেখ্‌বি চল্‌।

১ম রঙ্গিনী। চল, অনেকদিন দেখিনি।

[রঙ্গিনীগণসহ ভীম ও ভৈরবের প্রস্থান

বলদেব। সবাই আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে? কেন? আমি কি রাণার ছেলে নই? মুকুলের চেয়ে সিংহাসনের দাবী আমার কি বেশী নয়?

শৃঙ্খলিত নরসিংহ ও কর্ণসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। }
কর্ণসিংহ। } না।

বলদেব। কেন? কোন অপরাধে?

কর্ণসিংহ। জিজ্ঞাসা কর তোমার বিবেককে।

নরসিংহ। বিবেক কি ওর আছে—কর্ণসেন? ও খড়মাটীর পুতুল, ওর মধ্যে প্রাণ নেই। তা যদি থাকতো, চিতোরের সিংহাসন নিয়ে এমনি ক'রে ছিনিমিনি খেলতো না, স্বর্গগত পিতার প্রতিশ্রুতি পুত্র হ'য়ে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতো না, আর চণ্ডদেবের এই আত্মত্যাগ ভাই হ'য়ে নিষ্ফল ক'র্তে চাইতো না।

বলদেব। আমি বক্তৃতা শুনতে চাই না। বল, চিতোরের রাণা কে?

নরসিংহ। }
কর্ণসিংহ। } মহারাণা মুকুলজী।

রমার প্রবেশ

রমা। মাথায় বাজ পড়বে।

কর্ণসিংহ। পড়ুক্, তবু এ রাজপুত-কলঙ্ককে আমরা রাণা ব'লে স্বীকার করবো না।

নরসিংহ। বরং যদি পারি, যদি দিন পাই, এই পলাতক রাজ-দ্রোহীকে মশানে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে হত্যা কর্‌বো।

রমা। তাতে তোমাদের লাভ?

কর্ণসিংহ। লাভালাভের বিচার ক'চ্ছো তুমি—চণ্ডদেবের ভগিনী? যে চণ্ডদেব একটা মুখের কথায় এতবড় একটা সাম্রাজ্য ধূলিমুষ্টির মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারই মায়ের গর্ভে তোমার জন্ম নয়?

রমা। আর তোমার জন্ম নয় রাজপুতের ঘরে—যে রাজপুত দেশের জন্য সব বিসর্জ্জন দিতে পারে? কোন্ ন্যায়ধর্ম্মের অনুরোধে নিজের দেশে মাড়োয়ারী রাজত্বের সূত্রপাত করতে চাও,—শুনি?

নরসিংহ। তুমি উন্মাদ। মেবার বীরশূন্য হ'তে পারে, কিন্তু চণ্ডদেব বেঁচে থাকতে মেবার মেবারেরই থাকবে।

রমা। চণ্ডদেব ত অমর হ'য়ে আসে নি।

বলদেব। শুনুন সচিবগণ,—ভগবান্ একলিঙ্গদেব সাক্ষী, সিংহাসনের লোভ আমার একটুও নেই। চণ্ডদেব বা রঘুদেব যদি এসে এই সিংহাসনে বসতে চান, আমি এই মুহূর্ত্তে নেমে যাবো। কিন্তু পিতার অবিচার, পিতার বার্দ্ধক্যের অশোভন বিলাসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ এই মুকুলকে আমি সিংহাসনে বসতে দেবো না।

কর্ণসিংহ। আমরা তাকেই চাই।

রমা। তা হ'লে পরলোকে যেতে হবে।

নরসিংহ। কারণ?

রমা। কারণ—সে এতক্ষণ পরলোকে।

কর্ণসিংহ। তবে কি তোমরা ছলে কৌশলে তাকে হত্যা করেছ? রমা, তুমি করেছ কি? এক নিষ্পাপ শিশু, বিধবা মহারাণীর একমাত্র সম্বল —লক্ষ লক্ষ প্রজার আকাঙ্ক্ষার ধন,—তাকে গুপ্তহত্যা করিয়েছ—তুচ্ছ একটা সিংহাসনের জন্য?

নরসিংহ। আমার হাতের বাঁধনটা কেউ একবার খুলে দিতে পারে? একবার—এক মুহূর্ত্ত শুধু মুক্তি চাই। তারপর অনন্তকাল বন্দী হয়ে থাকবো। (শৃঙ্খল কামড়াইয়া মুখ রক্তাক্ত করিল) ওরে প্রাসাদে কি কেউ

নেই রাজভক্ত প্রজা? প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেল্। পাথর চাপা দে এই রাজদ্রোহীর দলকে। না, আমি এই মুষ্ট্যাঘাতেই তোমাকে চূর্ণ কর্‌বো।

ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন। ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। খবরদার!

বাধা দান

নরসিংহ। মহারাণা লক্ষসিংহ, তোমার এই পুত্র!

বলদেব। আপনি কি কর্‌বেন সেনাপতি?

কর্ণসিংহ। সিংহাসন শুদ্ধ তোমাকে পুঁতে ফেল্‌বো।

পদাঘাত করিতে অগ্রসর, ভীমের প্রবেশ

ভীম। সাবধান।

বাধা দান

কর্ণসিংহ। চণ্ডদেব—তুমি কত দূরে।

বলদেব। বশ্যতা স্বীকার করবে না?

উভয়ে। না।

ভীম ও ভৈরব। যমালয়ে যেতে হবে!

উভয়ে। যাবো।

রমা। হত্যা কর বলদেব, এখনি হত্যা কর।

বলদেব। দিদি!

রমা। আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছো কি? রাজপুতের মেয়ে আমি, স্বামীর চেয়ে আমার কর্ত্তব্য বড়। আর এ এমন স্বামী যে বিবাহের পর হতে আজ পর্য্যন্ত আমাকে স্পর্শও করে নি! কর হত্যা, আমি একটা নিঃশ্বাসও ফেলবো না! দেরী করো না নির্ব্বোধ! মুহূর্ত্তে সব পণ্ড হ'তে পারে। মনে রেখো, চণ্ডদেবের চেয়েও এরা তোমার বড় শত্রু। এই মুহূর্ত্তে শত্রু নিপাত কর।

বলদেব। কিন্তু—না কিসের মমতা? যে স্বামী তোমাকে আজ

পর্য্যন্ত স্ত্রীর অধিকার দিলে না, সে তোমার কেউ নয়। এদের উভয়েরই শাস্তি—

রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। মহারাণা, নগরতোরণ ভেঙ্গে ফেলেছে, প্রাচীর উড়িয়ে দিয়েছে। পালান—পালান, যুবরাজ আসছেন।

[প্রস্থান

ভীম, ভৈরব, বলদেব ও রমা। } অ্যাঁ!

ভৈরব। ও ভীম!

ভীম। তাই ত রে ভৈরব!

রমা। কে আছিস্? প্রাসাদের ফটক বন্ধ ক'রে দে। না, আমিই যাচ্ছি, গুলি ক'রে মারবো।

[প্রস্থান

বলদেব। এই কর হত্যা।

মন্ত্রী ও সেনাপতিকে দেখাইয়া দিলেন, ভীম ও ভৈরব তরবারি উঠাইল,
উন্মুক্ত তরবারি হস্তে চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। বলদেব! বলদেব!—

ভীম ও ভৈরবের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল

কে? ভীম? ভৈরব? তোমরাই বুঝি এই রাজদ্রোহীর প্রধান সহচর? তোমরাই বুঝি কৌশলে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে? আমার গায়ে যারা শরক্ষেপ করেছিল, তারা তোমাদেরই অনুচর, নয়? অকৃতজ্ঞ, পশু, বহুদিন আমরা তোমাদের মুখের আহার জুগিয়েছি, তার বুঝি এই প্রতিদান? দাঁড়াও সোজা হ'য়ে, এই এক আঘাতে দুজনের শিরশ্ছেদ করবো।

ভৈরব। ক্ষমা—যুবরাজ, ক্ষমা!

নতজানু

ভীম। দোহাই যুবরাজ, আমরা ম'লে দু-দুটো পরিবার উচ্ছন্ন যাবে, আর কখনো এমন কাজ করবো না।

নতজানু

চণ্ডসিংহ। এই দ্বিতীয়বার। যাও, যদি মানুষ হও আমার মর্য্যাদা রেখো।

[ভীম ও ভৈরবের প্রস্থান

নরসিংহ। চণ্ডদেব!

চণ্ডসিংহ। একি! আপনারা বন্দী?

শৃঙ্খল মোচন

বলদেব। আমার বন্দীকে তুমি মুক্তি দেবার কে?

চণ্ডসিংহ। আমি মুক্তি দেবার কে? আমি বিচারক, তুমি বন্দী; আমি খড়্গ তুল্‌বো, তুমি গলা বাড়িয়ে দেবে। বল, মুকুল কোথায়?

বলদেব। জানি না।

কর্ণসিংহ। মিথ্যা কথা।

বলদেব। সেনাপতি!

নরসিংহ। আগে নেমে এসো সিংহাসন থেকে।

বলদেব। চুপ!

চণ্ডসিংহ। কোথায় রেখেছ মুকুলকে? বল, বল—শীঘ্র বল, কোথায় সে মেবারের রাজরাজেশ্বর?

বলদেব। মেবারের রাজরাজেশ্বর—আমি।

কর্ণসিংহ। তুমি রসাতলে যাও। মুকুল কোথায়?

বলদেব। বল্‌বো না।

চণ্ডসিংহ। শোন বালক, আমি এখানে ভাই হয়ে আসি নি; আমি মরিয়া হ'য়ে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বিচার করতে এসেছি। আমি এই দীর্ঘ ছয় বৎসর ধ'রে কল্পনার তুলিকায় মেবারের মহারাণাকে রূপ দিয়ে আস্‌ছি। আজ সে মূর্ত্তি ধ'রে আমার স্বপ্ন সফল করতে এসেছে।

আমি তাকে চাই মেবারের সিংহাসনে, আমি তাকে চাই মেবারের অগণিত প্রজার হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে। এ জীবনের সবটুকু নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে আমি একটা রাণা তৈরী করে যাবো। আমার সাধনা নিষ্ফল কর্‌তে চেয়ো না বালক,—পার্‌বে না। বল্, কোথায় রেখেছ তাকে।

বলদেব। যমালয়ে।

চণ্ডসিংহ। না—না, আমার এতদিনের স্বপ্ন নিষ্ফল করে সে চ'লে যেতে পারে না। সে বেঁচে আছে, আমার জন্য তাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে। যদি তোমার হাতে তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে, আমি শপথ কচ্ছি,—এইখানে ওই সিংহাসনের নিচে আমি তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবো।

বলদেব। কারণ—আমি ভাই।

চণ্ডসিংহ। তুমি ভাই, সেও ভাই। ভায়ের মত আদর করে তাকে বুকে ক'রে আমার কাছে এনে দাও, চিতোরের দুর্নিবার বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা কর। তাকে এনে আমি সিংহাসনে বসাই, পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি, তুমি যদি তার বশ্যতা স্বীকার কর, সবার সমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি, তোমার জন্য আমি একটা নূতন রাজ্য তৈরী করবো, প্রয়োজন হয়, হিমালয়ের পাথর কেটে নগর বসাবো।

বলদেব। তুমি উন্মাদ, তুমি ভণ্ড।

নরসিংহ ও কর্ণসিংহের পতিত তরবারি কুড়াইয়া আক্রমণোদ্যোগ ; মুকুলকে বুকে লইয়া আহত উল্কার প্রবেশ

উল্কা। যুবরাজ! যুবরাজ! এই নাও তোমাদের মহারাণা।

চণ্ডসিংহ। কে তুমি? আমাদের মহারাণা—তাই ত! তুমি ত সেই আহেরিয়ার মেয়ে! তুমি কেমন করে ওকে নিয়ে এলে? এই কি মুকুল? এই কি আমাদের রাজরাজেশ্বর?

নরসিংহ। তোমাকে আহত দেখ্‌ছি।

কর্ণসিংহ। বিশ্রাম কর বালিকা।

উল্কা। না—না, আমি যাই—আমি যাই।

প্রস্থানোদ্যোত

চণ্ডসিংহ। শোন বালিকা, শোন।

উল্কা। (ফিরিয়া চণ্ডকে প্রণাম করিল) আজ নয়, আর একদিন আসবো।

[প্রস্থান

মুকুল। তুমি কি আমার দাদা?

চণ্ডসিংহ। আমি দাদা, আমি প্রজা, আমি বন্ধু, আমি তোর খেলার সাথী। (কোলে তুলিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন) ওরে আমার সাধনার কৌস্তুভ রত্ন, মেবারের মুকুটমণি, লক্ষ প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। এতদিন কেন আসিস্‌ নি? আমি যে এই ছয় বৎসর তোরই ধ্যানে কাটিয়েছি ভাই, কর্ণসেন, মন্ত্রিমশায়, এই আমাদের রাণা; আপনারা অভিবাদন করুন।

কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। কর্ণসিংহ ও নরসিংহ জয়ধ্বনি দিয়া অভিবাদন করিলেন

ওরে মেবারের প্রজাগণ, ছুটে আয়, তোদের রাণা এসেছে। বলদেব; এখনো তুই সিংহাসনে ব'সে আছিস্‌? আমি তোর সব অপরাধ মার্জ্জনা করবো, নেমে আয়—রাণাকে অভিবাদন কর।

বলদেব। অভিবাদন করবো? পারি ত হত্যা করবো?

মুকুল। তুমি কি আমার ছোড়দা? আমার ওপর রাগ করেছ।

পদধারণ

বলদেব। সরে যা।

পা দিয়া ঠেলিয়া দিল

কর্ণসিংহ। বলদেব!

তরবারি নিষ্কাসন

নরসিংহ। তবে তোমার মৃত্যুই বিধিলিপি।

তরবারি নিষ্কাসন

চণ্ডসিংহ। থাক্।

মুকুল। দাদা আমি রাণা হবো না, আমায় মার কাছে নিয়ে চল।

চণ্ডসিংহ! চল ভাই! (কোলে তুলিয়া লইলেন) বলদেব, সিংহাসনের বড় মোহ, নয়? বেশ, তাই হবে তুমি ঐ সিংহাসনে বসে প্রজাহীন রাজ্যে রাজত্ব কর। কর্ণসেন, সভাগৃহ অবরুদ্ধ কর। আজ হ'তে এই দরবার কক্ষ হবে—নির্ব্বাক কারাগার; হতভাগ্য এইখানে সিংহাসনে বসে ইট পাথর নিয়ে রাজত্ব করুক। মন্ত্রিমশায়, নূতন রাজার জন্ম নূতন সিংহাসন, নূতন রাজসভা প্রস্তুত হোক্।

[প্রস্থান

কর্ণসিংহ। মন্ত্রিমশায়, আপনি যাকে উন্মাদ বলেন. এই সেই চণ্ডদেব!

[প্রস্থান

নরসিংহ। আশ্চর্য্য।

[প্রস্থান

বলদেব। এ চক্রান্তও নিষ্ফল! ধিক এ জীবনে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মাড়য়াড় রাজপ্রাসাদ

রাও রণমল

রণমল। যেখানকার যা, সব তেমনি আছে, শুধু সেই মানুষটা নেই। আকাশে তেমনি সূর্য্য ওঠে, বাতাস তেমনি ক'রে ফুলের গন্ধ ব'য়ে আনে, পূর্ণিমার রাতে তেমনি শুভ্র জ্যোৎস্না প্রাসাদটাকে স্নান করিয়ে দেয়—তবু একজনের অভাবে সব নিষ্ফল।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। মহারাজ।

রণমল। দাদুর কোন খবর পেয়েছ তারা?

তারাবাঈ। আর কি কোন কথা নেই মহারাজ? যান রাজসভায়, অমাত্যগণ আপনার অপেক্ষা কচ্ছেন।

রণমল। তাদের যেতে বল না। আজ আর রাজসভা হবে না। আমি ভয়ানক অসুস্থ।

তারাবাঈ। মহারাজ, মুকলের জন্য ভেবে ভেবে আপনি কি পাগল হবেন?

রণমল। এই দেখ—আমি ভাবছি অন্য কথা, তুমি অমনি মুকুলকে টেনে আন্‌লে, আমি কেন তার কথা ভাববো? সে আমার কে? পরের ছেলে—পরের ছেলে। রাণা হয়ে এই গরীব দাদামশাইকে হয়ত ভুলেই গেছে।

তারাবাঈ। খুবই সম্ভব।

রণমল। আরে না—না, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না; সে কি আমায় ভুলতে পারে? সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে আমার জন্য কাঁদে!

তারাবাঈ। কাঁদবে কেন? সেখানে তার অসংখ্য পরিজন আছে।

রণমল। আরে যাও—যাও, মেয়ে মানুষের ভারী বুদ্ধি। পরিজন ত খুব, তারা হয়ত তাকে দেখতেই পারে না।

তারাবাঈ। আমারও মনে হয়, চণ্ড আর রঘুদেব ছাড়া কেউ তাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না, দেখতে পারে না।

রণমল। তোমার মুখে বাজ পড়ুক। "প্রীতির চোখে দেখে না।" কেন দেখবে না? সে হ'চ্ছে রাণা; আর সবাই তার প্রজা, তাকে ভালবাসতেই হবে। আর সে মুখখানা দেখ্‌লে কেউ কি ভাল না বেসে পারে?

তারাবাঈ। সবাই ত আপনার চোখ নিয়ে দেখে না।

রণমল। তা বটে। শালা আমার চোখে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রাজপথে অসংখ্য লোক দেখতে পাই, কিন্তু তেমন একখানি মুখ কারও দেখলাম না। সব কুৎসিত—সব কুৎসিত। ওঃ—শালা কি নিষ্ঠুর; একবার ফিরেও চাইলে না! হন্-হন্ ক'রে চ'লে গেল।

তারাবাঈ। তবে আপনি কেন তার জন্যে হাহাকার করে মর্‌ছেন?

রণমল। আরে, ওর দোষ নেই। কি জান তারা? ওর মা-টাই নিষ্ঠুর।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। মহারাজের জয় হোক্।

রণমল। কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

ভীম। চিতোর থেকে।

রণমল। চিতোর থেকে? আমার মুকুলের রাজ্য থেকে? এসো, এসো, ও তারা, দেখছো, মুকুল তার রাজ্যে গিয়ে দাদুকে প্রণাম জানিয়েছে। তবে সে আমায় ভোলে নি—হাঃ-হাঃ-হাঃ। চিঠিপত্র কিছু লিখেছে?

ভীম। না মহারাজ!

রণমল। লিখেছে—লিখেছে, তুমি মনে করে দেখ। হ্যাঁ হে, দাদুকে আমার রাণা হ'য়ে কেমন মানিয়েছে বল ত? লোকে দেখে ধন্য ধন্য ক'চ্ছে না? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। আমি একবার দেখবো সেই ফুলের মত কচি হাতে সে কেমন ক'রে রাজদণ্ড ধরেছে। ও তারা, যাও না, তৈরি হ'য়ে নাও; দেখে আসি চিতোরের রাণাটাকে।

তারাবাঈ। চিতোরে যাবেন কি মহারাজ? আপনি রাজা, বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাবেন?

রণমল। যেতে নেই বুঝি? তাও ত বটে। ওহে, তুমি বল গে মাড়বারের রাজার উপযুক্ত নিমন্ত্রণ চাই।

ভীম। আমি নিমন্ত্রণ করতে আসি নি মহারাজ! এসেছি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে।

রণমল। আরে যাও যাও, আমি কোন কথা শুনবো না। আমি নিমন্ত্রণ চাই। ওঃ, ভারী ত রাণা, তাকে দেখবার জন্যে আমার—

তারাবাঈ। চুপ্ করুন না। কি দুঃসংবাদ তোমার? তারা নিরাপদে প্রাসাদে পৌঁচেছে ত?

ভীম। না দেবি! নগরের উপকণ্ঠে শত্রুর দল শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে কুমারকে নিয়ে গেছে।

রণমল। অ্যাঁ!

ভীম। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, কুমারকে তারা হত্যা করেছে।

রণমল। কি? কি? হত্যা? মুকুলকে?

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। কে হত্যা করেছে?

ভীম। যুবরাজ চণ্ডদেব।

যোধমল। চণ্ডদেব, চণ্ডদেব,—প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, সে ভেবেছে মুকুলকে হত্যা কল্লেই সিংহাসনটা তার হস্তগত হবে। সে জানে না এখনো মাড়বারে যোধমল বেঁচে আছে। রক্তে ভাসিয়ে দেবে সে মেবারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লী উপড়ে এনে পাহাড় চাপা দেবে, সেই ভণ্ড চণ্ডদেবকে।

রণমল। তারা, দেখ ত তারা, পৃথিবীটা সরে যাচ্ছে না কি? আমায় শক্ত ক'রে ধর, মাথাটা দেহ ছেড়ে পালাতে চায়। ও'রে, কেন আমি তাকে যেতে দিলুম? সে চিরদিন আমার ঘরে রাজত্ব করত। হা মুকুল! হা মুকুল!

কপালে করাঘাত

তারাবাঈ। মহারাজ, কেন বিচলিত হচ্ছেন? স্থির হন।

যোধমল। পিতা, আমায় অনুমতি দিন; আমি এখনি মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। দেখি, কত বড় বীর এই চণ্ডদেব।

তারাবাঈ। সমস্ত রাজস্থান যার বীরত্ব দেখে মাথা নত করেছে, সমগ্র পৃথিবী যার পরিচয় পেয়ে যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তুমি আর তাকে কি দেখবে বালক? সাবধান, তার সঙ্গে শত্রুতার কল্পনা স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না।

রণমল। কি বল্‌ছো তুমি তারা?

তারাবাঈ। বল্‌ছি এই,—সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হবে, তবু চণ্ডদেব বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মুকুলকে সে হত্যা করতে পারে না।

ভীম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

তারাবাঈ। তুমি মিথ্যাবাদী।

ভীম। মিথ্যা ব'লে আমার লাভ?

তারাবাঈ। লাভ কি, তা তুমিই জান। বোধ হয় চণ্ড তোমায় কোন কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন, তাই তার প্রতিশোধ নিতে এসেছ। মহারাজ!

রণমল। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। যা হয়, তোমরা কর। হাঁ মুকুল! হাঁ মুকুল!

[প্রস্থান

যোধমল। তুমি কি তবে বলতে চাও, মুকুল নিহত নয়?

তারাবাঈ। হ'তে পারে, কিন্তু সে চণ্ডদেবের হাতে নয়, অন্য কোন শত্রুর হাতে। হয় ত এই পাষণ্ডই তাকে হত্যা করেছে। একে বন্দী ক'রে মেবারে পাঠিয়ে দাও। ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হয়, চণ্ডই নেবেন,—তোমার কথা কইবার কোন প্রয়োজন নাই।

যোধমল। প্রয়োজন নেই? মরণপথযাত্রী বৃদ্ধের হস্তে লোকলজ্জা-

ভুতা ভগ্নিকে সম্প্রদান করেছিলাম কি এই মরুদেশের তপ্ত বায়ু উপভোগ কর্‌বার জন্য ? চণ্ডদেব বসবে মেবারের সিংহাসনে আর আমরা দূর থেকে তার গুণগান কর্‌বো ? তা নয়, মেবার আমাদের—আমরাই মেবারকে শাসন কর্‌তে চাই।

তারাবাঈ। তা জানি কুমার! মুকুলের জন্য তোমার শোক হয় নি, শোক হয়েছে মেবারের সিংহাসনের জন্য। কিন্তু তুমি ঠিক জেনো, চণ্ডদেব প্রাণ গেলেও সিংহাসনে বস্‌বে না। তা যদি হ'তো, এই সাত বছর সে প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্যশাসন কর্‌তো না, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুকুলকে আদর করে নিয়ে যেতো না।

যোধমল। সে তার ছলনা।

তারাবাঈ। ছলনা তুমি জান, চণ্ডদেব জানে না।

যোধমল। যাও—যাও, যোধমল রাজকার্য্যে স্ত্রীবুদ্ধি গ্রহণ করে না। আমি আজই মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

ভীম। আসুন কুমার! আমি মেবারের রাজভক্ত প্রজা। সমগ্র মেবারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। এই ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক চণ্ডসিংহকে আকণ্ঠ প্রোথিত করে বিষাক্ত সর্প দিয়ে দংশন করাতে হবে। আসুন, মেবারের সিংহাসনে আমরা আপনাকেই বরণ ক'চ্ছি।

[প্রস্থান

যোধমল। উত্তম, অগ্রসর হও ; আমি আজই যাত্রা কর্‌বো।

তারাবাঈ। তার আগে আমি যাবো। যুবরাজকে আর রাণীকে গিয়ে বল্‌বো,—মাড়বারের একটা পিপীলিকাও যেন মেবারে প্রবেশ কর্‌তে না পায়।

রঘুদেবের প্রবেশ

রঘুদেব। দাদামশায়, দাদামশায়,—

যোধমল। কে? রঘুদেব নয়? কোথায় চলেছ?

রঘুদেব। এখানেই এসেছি মাতুল! জানি, সে এখানে আসতে পারে না। তবু মন বোঝে না। মুকুলকে হারিয়ে ফেলেছি মাতুল! সুরক্ষিত শিবিকা থেকে কে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ নিশিদিন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, কোথাও তার সন্ধান পাই নি। তাই মাড়বারে ছুটে এসেছি, শুধু এই একটা কথা শুনতে বাকী। মাতুল! শীঘ্র বল, মুকুল কি এখানে এসেছে?

তারাবাঈ। না।

রঘুদেব। আশার শেষ, সব আশার শেষ।

যোধমল। ওসব অভিনয় আমি অনেক দেখছি, রঘুদেব!

রঘুদেব। অভিনয়!

যোধমল। হ্যাঁ অভিনয়। তুমি কি মনে করেছ, আমরা এতই শিশু যে তোমাদের এ ছলনায় ভুলে যাবো? দু'ফোটা চোখের জল, দুটো দীর্ঘ নিঃশ্বাসে স্ত্রীলোক গ'লে যেতে পারে, কিন্তু যোধমল গল্‌বে না। আমি এ শাঠ্যের এ বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশোধ নেবো।

রঘুদেব। বিশ্বাসঘাতকতা! কে বিশ্বাসঘাতক?

যোধমল। তোমার ভাই—চণ্ড।

রঘুদেব। চণ্ডদেব বিশ্বাসঘাতক? বনের পশুপাখী যার নামে মাথা নত করে, যার গুণগানে সমগ্র রাজস্থান মুখরিত, যার গৌরবে সমস্ত রাজপুতজাতি গৌরবান্বিত, সেই চণ্ডদেব বিশ্বাসঘাতক!

যোধমল। শুধু তাই নয়, সে হত্যাকারী। সিংহাসনের জন্য সে মুকুলকে হত্যা করেছে।

তারাবাঈ। মিথ্যাকথা।

রঘুদেব। কি বল্‌বো? তুমি আমার মায়ের সহোদর, পরমাত্মীয়।

একথা আর কেউ যদি উচ্চারণ করতো, তার জিভটা আমি টেনে উপড়ে ফেলে দিতুম।

যোধমল। রঘুদেব!

রঘুদেব। যাও, যাও, নিকৃষ্ট অর্থপিশাচ মাড়োয়ারী তোমরা, ঐশ্বর্য্যের পায়ে জীবনটা বিকিয়ে দিয়েছ, কি বুঝবে তোমরা চণ্ডদেবের মহিমা? চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবু তার মধ্যে কলঙ্ক নেই।

যোধমল। তুমি বুঝি তার প্রধান সহচর?

রঘুদেব। সহচর কেন? আমি তার চরণের রেণু। ধর্ম্ম চিনি না, মোক্ষ চিনি না, ভগবানকেও চিনি না, আমি চিনি শুধু আমার দাদাকে! তিনি যদি নরকে যান, জানবো—তারই নাম স্বর্গ।

তারাবাঈ। বেঁচে থাক বাবা রামের লক্ষ্মণ, তোমার নাম মেবারের জপ হোক। যোধমল আরও কি তুমি দেখতে চাও?

যোধমল। হ্যাঁ চাই, রামের লক্ষ্মণকে দেখেছি, এবার রামটাকে দেখবো!

তারাবাঈ। দেখে কি করবে?

যোধমল। বন্দী করবো।

রঘুদেব। তুমি উন্মাদ!

যোধমল। তার শিরশ্ছেদ করবো।

রঘুদেব। তুমি নির্ব্বোধ।

যোধমল। সমগ্র মেবারের উপর প্রতিশোধ নেবো।

রঘুদেব। তার পূর্ব্বে মেবার তোমাদের গোটা মাড়বারকে ছিন্নভিন্ন করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেবে।

প্রস্থানোদ্যত

যোধমল। কে আছিস? বন্দী কর এই উন্মাদকে।

রঘুদেব। মেবারের রাজপুত মরতে জানে, বন্দী হ'তে জানে না।

[প্রস্থান

যোধমল। হত্যা করবো।

তারাবাঈ। খবরদার যুবক! আগুনে ঝাঁপ দিও না, জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

যোধমল। কি কর্‌বো? কোন্ পথে যাবো? মেবারের সিংহাসন আমার চাই।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গীতকণ্ঠে পূরবীর প্রবেশ

পূরবী। গীত।

ওই নীল আকাশের গায়।
গিয়াছ চলিয়া আমারে ফেলিয়া কূলহীন দরিয়ায়।
আর কি মা মোরে নাহি বাস ভালো,
নিভায়ে দিয়েছ দু'চোখের আলো,
মুছায়ে অশ্রু কোলে তুলে নাও আবার তনয়ে করুণায়।
ধর হাত মাগো, নাও কোলে তুলে,
ভাসিতেছি আমি পড়িয়া অকূলে,
অপরাধ যদি করে থাকি ভুলে,
ঠেলিয়া দিও না পায়।

মুকুল আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল

পূরবী। আত্রেয়ী, অর্পণা, লক্ষ্মী—

মুকুল। (হাসিয়া) হ'লো না, হ'লো না। আমি রে—আমি।

পূরবী। মহারাণা?

মুকুল। বা-রে, তুমি আমায় মহারাণা বল্‌ছো কেন?

পূরবী। সবাই তো বলে।

মুকুল। তা ব'লে তুমিও বলবে? বা রে মেয়ে। আর একবার বললে মারবো এক ঘুসো। দেখ দেখি, কি জ্বালাতন। কেউ যেন আমার আপনার লোক নেই, সবাই আমার প্রজা। খালি নমস্কার, খালি নমস্কার; আমি চাই না অমন রাণাগিরি।

পূরবী। সত্যি মুকুল, তুমি রাণা হ'য়ো না। রাণা হ'লে আমি আর তোমাকে ভালবাসতে পারব না। আমি রাণা দেখতে পারি নে; আমার বড্ড ভয় হয়।

মুকুল। তবে এই কাণমলা, এই নাকমলা; আর আমি রাজসভায় যাচ্ছি না। চল, চুপি চুপি বাগানে গিয়ে কাঁচা পেয়ারা খাই গে।

পূরবী। চল। এই যা, দাদা আসছে যে।

মুকুল। লুকোও, শীগ্‌গির লুকোও।

উভয়ে লুকাইয়া রহিল। চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্য-শাসন ক'চ্ছি। মেবারের বুকে একটা নীরব শান্তি বিরাজ ক'চ্ছে। তবু কি যেন একটা বাধা, কোথায় যেন একটা কণ্টকের আভাস মনের মধ্যে বিজলীর মত খেলে যায়। জানি না সে কি, বুঝি না কে আছে আমার সাধনার অন্তরায়। হতভাগ্য বলদেব কারারুদ্ধ, এতদিনে নির্জীব হ'য়ে পড়েছে। রমা অভিমানে মেবার ছেড়ে চলে গেছে। তবে—

মুকুল ও পূরবীর নাক ডাকিল

চণ্ডসিংহ। কে?

পুনরায় মুকুল ও পূরবীর নাক ডাকিল

থাক্—থাক্, আমি বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই এ ভূতের ক্রিয়া।

উভয়ে হাসিতে হাসিতে কাছে আসিল, চণ্ড তাহাদের দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন ও চুম্বন করিলেন

শৈশবের এই সব লুকোচুরী, এই হাস্য-কৌতুকের খেলা পরিণত বয়সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে? যদি প্রেমেই এর পরিণতি হয়, মন্দ কি? রাজার মুকুটে যে রত্ন স্থান পায়, তা'র জন্ম ত খনির তিমিরগর্ভে।

মুকুল। দাদা, তুমি কাকে বেশী ভালবাস?

পূরবী। আমাকে।

মুকুল। না, আমাকে।

পূরবী। হুঁ—তুমি ত রাণা।

মুকুল। তুমি ত মেয়েমানুষ।

পূরবী। দাদা, বল না।

চণ্ডসিংহ। দুজনের মধ্যে তলোয়ার খেলায় যে জয়ী হবে, তাকে বেশী ভালবাসি।

মুকুল। এসো, তলোয়ার নিয়ে আসি।

হাত ধরিয়া আকর্ষণ

পূরবী। চল, দেখাচ্ছি মজা।

প্রস্থানোদ্যত; অলকার প্রবেশ

অলকা। মুকুল, আবার খেলা পূরবীর সঙ্গে? তুমি রাণা, যাকে তাকে স্পর্শ করাও তোমার চলবে না।

মুকুল ও পূরবী ভয়ে ভয়ে বিচ্ছিন্ন হইল

চণ্ডসিংহ। এ কি বল্‌ছো তুমি মা?

অলকা। ঠিকই বল্‌ছি। যাও মুকুল আমার কক্ষে, আমি আস্‌ছি মনে থাকে যেন তুমি-রাণা।

মুকুল। আমি রাণা হবো না, কিছুতেই মা। আমি এখুনি সব খুলে

ফেল্‌বো। ভারি আবদার! দাদা রাণা হ'তে পার্‌লে না, আমাকে জোর ক'রে রাণা করিয়ে দিলে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

পূরবী। দাদা, আমি তবে যাই।

[পূরবীর প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। পূরবী!

প্রস্থানোদ্যোত

অলকা। দাঁড়াও।

চণ্ডসিংহ। মা, তুমি বোধ হয় অসুস্থ। অন্য কোন সময় আমায় স্মরণ করলেই আমি এসে তোমার কথা শুন্‌বো।

অলকা। না, এখনি শুন্‌তে হবে। চণ্ডসিংহ, আমার পিতা আর ভ্রাতা আমাদের দেখ্‌বার জন্য মেবারের প্রান্তে এসে পৌঁচেছেন, তাঁদের আস্‌তে দেওয়া হয় নি কেন?

চণ্ডসিংহ। তাঁদের আস্‌তে বাধা নেই; কিন্তু তাঁদের দশ হাজার অনুচরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অলকা। কেন? শুন্‌তে পাবো কি?

চণ্ডসিংহ। না মা, সে রাজনীতির কুটিল আবর্জ্জনায় তোমাকে আমি নাম্‌তে দেবো না।

অলকা। মুকুলের রাজ্যাভিষেকে কোন উৎসব করা হয় নি কেন?

চণ্ডসিংহ। সেখানেও রাজনীতি মা?

অলকা। হোক্‌, রাজার মেয়ে আমি, রাজনীতিই শুন্‌বো।

চণ্ডসিংহ। চণ্ডসিংহের রাজনীতি মেবারের দু'টি লোক্‌ ছাড়া আর কেউ শুন্‌তে পায় না।

অলকা। কে তারা?

চণ্ডসিংহ। মন্ত্রী নরসিংহ, আর সেনাপতি কর্ণসেন।

অলকা। তা আমি আগেই অনুমান করেছি। তারপর, আমি বলদেবের হত্যার আদেশ দিয়েছিলাম, সে আদেশ পালিত হয় নি কেন?

চণ্ডসিংহ। মায়ের আদেশ নয় ব'লে। রাণার নামে দীর্ঘকাল আমি এই রাজ্যটা শাসন ক'রে আসছি, এর মধ্যে কোনদিন কোন কারণে কারও প্রাণদণ্ড হয় নি। মা, ম'রে গেলে ত সব ফুরিয়েই গেল, শাস্তি হবে কার? অপরাধের বোঝা নিয়ে পাপী যদি ম'রেই যায়, রাজ্যের তাতে কোন লাভ নেই; তার অন্তরের মানুষটাকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই ত শাস্তির উদ্দেশ্য সফল মা! ভাই বলে নয়, শুধু এইজন্যই তার মৃত্যুদণ্ড আমি দিতে পারি নি, চণ্ডসিংহ অপরাধীর কাঁধের উপর তরবারি 'তোলে' কিন্তু 'ফেলে না'?

অলকা। তাই ব'লে এই পশুত্ব—

চণ্ডসিংহ। পশু ব'লেই ত ক্ষমার প্রয়োজন। মানুষ ত দেবতা নয়, তা যদি হতো, শাস্তির কোন প্রয়োজন হতো না। ভুলে যাও মা, তার গুরুতর অপরাধ। সে তোমার অবোধ সন্তান, তোমার মুকুলের চেয়েও শিশু। মুকুল সেদিনও তোমার গায়ে পদাঘাত করেছে, তবু তুমি তাকে আদর ক'রে কোলে তুলে নিয়েছ। অমনি ক'রে আমাদেরও কোলে তুলে নাও; আমরা অবোধ—আমরা তোমার শিশুসন্তান, আদর ক'রে, শাসন ক'রে, স্নেহের স্পর্শ দিয়ে আমাদের মানুষ কর মা।

অলকা। স্নেহের স্পর্শ! আমি মেবারে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমার যাত্রাপথে অভিশাপের গরল ছড়িয়ে দিয়েছ, আর আমি দেবো তোমাদের স্নেহ! তোমার অসার আত্মত্যাগের অনলজ্বালায় আমার জীবনটা মরুভূমি হ'য়ে গেল, তোমার স্বার্থময় মহত্বের পাষাণচাপে আমার সারা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি হ'য়ে গেল, নিজের গৌরব বাড়াবার জন্য একটা সংসার—একটা জ্ঞানহীনা বালিকার জীবন নিয়ে তুমি নির্ম্মম ঘাতকের মত ছিনিমিনি খেলেছ—

চণ্ডসিংহ। মা! মা!—চুপ কর মা, ওকথা শোনাও আমার পাপ। আমি তোমার সন্তান।

অলকা। সন্তান!...হ্যাঁ, তাই বল্‌তে এসেছি। আমি যখন রাণী হ'য়ে এসেছি, রাণীই হবো। শোন, মুকুলের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র কার?

চণ্ডসিংহ। যারই হ'ক, তার বিচার করবো।

অলকা। আর তোমার বিচার কর্‌বে কে?

কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। যুবরাজের বিচার!

অলকা। তোমাদেরও; তোমার আর মন্ত্রীর।

কর্ণসিংহ। ক্ষমা করবেন মহারাণি, আমাদের অপরাধ?

অলকা। অপরাধ,—তোমরা চণ্ডসিংহকে সাহায্য করেছ। আর চণ্ডসিংহ সিংহাসনের জন্য শিশু রাণাকে হত্যা ক'রতে উদ্যত হয়েছিল। তারপর সুযোগ না পেয়ে একটু অভিনয় ক'রেছে মাত্র।

কর্ণসিংহ। অভিনয়ের ত কোন প্রয়োজন ছিল না মহারাণি! যুবরাজের সম্মতি পেলে মেবার তাকে মাথায় ক'রে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিত। দুর্ভাগ্য মেবারের যে, আপনি তার রাজমাতা, তার চেয়েও দুর্ভাগ্য, আপনি যে এমন একটা ত্যাগী সন্তানকে চিন্‌তে পারলেন না।

অলকা। শোন সেনাপতি, আমি আদেশ ক'চ্ছি, আমার কক্ষে আজ বিচারসভা বসবে। আমি এ ষড়যন্ত্রের বিচার করবো।

কর্ণ সিংহ। আপনি বিচার করবার কে?

অলকা। আমি রাজমাতা।

কর্ণসিংহ। রাজা ত নন্।

অলকা। বেশ, রাজাই বিচার করবেন।

কর্ণসিংহ। সে ব্যবস্থা প্রয়োজন হ'লে রাজপ্রতিনিধিই করবেন; আপনার কাজ রাজ অন্তঃপুরে।

অলকা। চণ্ডসিংহকে রাজপ্রতিনিধি করেছে কে ?

কর্ণসিংহ। স্বয়ং মহারাণা লক্ষসিংহ।

চণ্ডসিংহ। যাও কর্ণসেন, মায়ের অমর্য্যাদা ক'রো না। মা, তুমি অসুস্থ, বিশ্রাম করগে। কেন দুশ্চিন্তায় শরীর ক্ষয় ক'চ্ছো মা ? আমার মুখের দিকে একটীবার মায়ের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখ,—সত্যই আমি অবিশ্বাসী নই, মুকুল তোমার ছেলে, কিন্তু আমার ভাই, আমার সর্ব্বস্ব। তাকে হত্যা করবো আমি !

অলকা। হ্যাঁ, তোমার অনুচরেরাই সাক্ষ্য দিয়েছে ! শুন্‌তে চাও ?

কর্ণসিংহ। চাই ! দেখি তাদের কাঁধে ক'টা মাথা !

চণ্ডসিংহ। থাক্‌ কর্ণসেন। এ কুৎসিত কথা নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। একথা শুন্‌লে মেবারের প্রজাগণ হয় ত মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে ; শাস্তি হয়—আমার হোক্‌, তবু মায়ের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাক্‌। তুমি ঠিকই বলেছ মা, আমি বিশ্বাসঘাতক ; তুমি অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে আমাদের মা হ'তে এসেছিলে, আমি বুদ্ধির দোষে তোমার মধ্যে বিমাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রেছি, তুমি শাসন করেছ, আমি তার মধ্যে বিমাতার রক্তচক্ষু দেখ্‌তে পেয়েছি। তোমার মনের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছি আমি, তোমার কোন অপরাধ নেই।

কর্ণসিংহ। অপরাধ নেই ?

চণ্ডসিংহ। না, সব দোষ আমার।

অলকা। তবে বল, এ রাজ্যের রাণা কে ?

চণ্ডসিংহ। মহারাণা মুকুলজী।

অলকা। আমি তার মা ! রাণার প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্যশাসন কর্‌বো আমি !

চণ্ডসিংহ। পার্‌বে মা রাজ্যশাসন কর্‌তে ? পার্‌বে মেবারের অগণিত প্রজার মা হ'য়ে তাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ কর্‌তে ? আমার জাগরণের

চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন ছিল, মুকুলকে আমি একটা রাণার মত রাণা তৈরী কর্‌বো। তুমি আমার সে স্বপ্ন সফল কর্‌তে পার্‌বে?

অলকা। পার্‌বো—পার্‌বো।

চণ্ডসিংহ। তবে আমি আজ হ'তে সানন্দে তোমায় রাজপ্রতিনিধি ব'লে বরণ ক'চ্ছি।

অলকা। তা হ'লে শোন চণ্ডসিংহ, রাজপ্রতিনিধির প্রথম আদেশ—এ রাজ্যে তোমার স্থান আর হবে না, আমি তোমায় নির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

চণ্ডসিংহ। }
কর্ণসিংহ। } নির্ব্বাসন!

রঘুদেবের প্রবেশ

রঘুদেব। কার নির্ব্বাসন?

অলকা। চণ্ডসিংহের।

রঘুদেব। কোন অপরাধে মা?

অলকা। ষড়যন্ত্রের অপরাধে।

রঘুদেব। কিসের ষড়যন্ত্র?

অলকা। মুকুলের হত্যার।

রঘুদেব। এখানেও সেই কথা? মা! ভুলে যাও তুমি মাড়বারের রাজকন্যা; তুমি মেবারের রাজমাতা। এই হীন সংকীর্ণতা তোমার সাজে না। মাড়বারের অর্থপিশাচ যোধমলের ছবি দেখে মেবারের বিচার কর্‌তে যেয়ো না।

অলকা। রঘুদেব, তুমিও এর মধ্যে?

রঘুদেব। দোহাই মা তোমার! তুমি মা হ'তে এসেছ, বিমাতা হতে নয়।

অলকা। আমি বিমাতাই হবো।

কর্ণসিংহ। তা হ'লে মানি না আমরা তোমার আদেশ।

চণ্ডসিংহ। আমি যে মানি। মা তোমার আদেশ আমার বেদবাক্য। প্রাণাধিক প্রিয় জন্মভূমি মেবারকে ছেড়ে যেতে আমার মর্ম্ম ছিঁড়ে যাচ্ছে, তার চেয়েও বেশী বেদনা হ'চ্ছে মুকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে। তার চারিদিকে শত্রু, সবার চেয়ে বড় শত্রু তোমারই ভাই। যাবার সময় এই একটা কথা বলে যাই, মনে রেখো, তুমি মেবারের, মেবার তোমার; মাড়বার তোমার কেউ নয়।

কর্ণসিংহ। যুবরাজ, সত্যই কি তুমি এক নারীর আদেশ মাথায় নিয়ে নির্ব্বাসনে যাবে?

রঘুদেব। না, যেতে পাবে না।

চণ্ডসিংহ। কর্ণসেন! রঘুদেব! এ আমার মায়ের আদেশ।

বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

হায়, মুছিল না আঁখিজল,
মা ব'লে যারে বরণ করিনু
সে যে মরীচিকা ছল!
পানীয় সন্ধানে বাড়িল পিপাসা
জ্বলে গেল বুক, মুখে নাহি ভাষা
আদরে যাহারে স্থান দিনু শিরে ঢালিল যে হলাহল।
আয়—ফিরে আয় স্নেহময়ী মাগো,
ভাঙ্গা হৃদি মাঝে জাগো তুমি জাগো,
পঙ্কিল গেহে পুষ্পপাতায় ফুটাও মা শতদল।

অলকা। এত সহজেই আঁখিজল মুছে যাবে বেহাগ? আমার আঁখি জলে নদী ব'য়ে গেছে, তোমরা বইয়ে দেবে মহাসমুদ্র, তবে হবে আমার তৃপ্তি।

বেহাগ। মাগো, কত দূরে তুমি?

কর্ণসিংহ। চণ্ডদেব! জানি না, কি দুর্জ্জয় অভিমানে এক জ্ঞানহীনা নারীর অন্যায় আদেশ মাথা পেতে নিয়ে তুমি মেবার ছেড়ে যাচ্ছ। এ তোমার দেশ, তোমার রাজ্য, এর শুভাশুভের দায়িত্ব তোমার। মাড়বারের রাজকন্যা এর মধ্যে কথা কইবার কে? কি যায় আসে তাঁর অভিযোগে? মেবারের রাজমাতা হ'য়ে তিনি যদি মেবারের রক্তেই স্নান করতে চান, তবে তার স্থান এখানে নয়, মাড়বারের মরুদেশে। কার উপর অভিমান ক'চ্ছো যুবরাজ? রাজপুতের মেয়ে হ'য়ে স্বামীকে যে চিনলে না, সে মানবী নয়—দানবী।

চণ্ডসিংহ। তবু তিনি আমার মা; তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

রঘুদেব। এর পরেও তোমার আদেশ টল্‌বে না মা? দোহাই তোমার, আদেশ প্রত্যাহার কর।

অলকা। না।

কর্ণসিংহ। তবে আমি এইস্থানে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছি, অচিরেই এমন দিন আস্‌বে, যখন এই সর্বহারা নির্য্যাতিত সন্তানের জন্য তোমার চোখের জল বাধা মান্‌বে না।

[প্রস্থান

অলকা। চোখ উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা। সে দিনের আর বিলম্ব নেই দেবি।

চণ্ডসিংহ। এসেছ বালিকা? মেবার ছেড়ে যাবার সময় তোমার কথাই আমার মনে হচ্ছিল। তোমায় চিনি না, তোমার পরিচয়ও জানি না, তবু আমার মনে হচ্ছে,—মুকুলের ভার বহন কর্‌বার শক্তি এই শত্রু-সঙ্কুল মেবারে একমাত্র তোমারই আছে।

রঘুদেব। কে তুমি?

চণ্ডসিংহ। এক দীন আহেরিয়ার মেয়ে। জন্ম একে হীন করেছে,

কিন্তু কর্ম্মবলে এ নারী আজ মেবারের মাথার মণি। একে প্রাসাদে বেঁধে রাখ রঘুদেব, এর পিতামাতার পর্ণকুটির সোনায় বাঁধিয়ে দাও। মুকুলকে নিয়ে এসো, আমি তাকে এরই হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে যাই।

উল্কা। তা হয় না যুবরাজ। তুমি যখন চলেছ নির্ব্বাসনে, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

চণ্ডসিংহ। আমার সঙ্গে!

উল্কা। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে। তুমি শ্রান্ত হ'লে আমি বাতাস করবো, তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমি দাঁত দিয়ে তুলে নেবো, সংসার তোমায় গলিতকুষ্ঠরোগীর মত ত্যাগ করলেও আমি করবো তোমার পূজা।

চণ্ডসিংহ। কেন নারী? আমি তোমার কে?

উল্কা। এই কণ্ঠহার দেখে নিজেকেই তুমি জিজ্ঞাসা কর, তুমি আমার কে? আট বছর আগে এই হার তুমি আমায় গলায় পরিয়ে দিয়েছিলে। আট বছর তোমার দৃষ্টির অন্তরালে নিজেকে কশাঘাত করেছি, তবু তোমার সুখের অংশ নিতে আসি নি। আজ তোমার দুর্দ্দিন, আজ তুমি সব হারিয়ে নির্ব্বাসনে চলেছ। তাই আমি এসেছি তোমার সঙ্গী হ'তে। এসো যুবরাজ, এসো!

রঘুদেব। তুমি আহেরিয়ার মেয়ে হ'লেও সমগ্র রাজপুত জাতির নমস্য। যাও দাদা, তোমার জন্য আর আমার কোন আশঙ্কা নেই।

অলকা। (স্বগত) বুঝেছি, এই নারীই আমার জীবনের মূর্ত্ত অভিশাপ।

চণ্ডসিংহ। ভগবান্ একটা নগণ্য জীবন নিয়ে একি রহস্যময় লীলা-খেলা তোমার? বন্ধন যত খুলে যায়, ততই নূতন বন্ধন এসে জড়িয়ে ধরে।

জবে
তৃহি

পূরবীর প্রবেশ

পূরবী। দাদা, তুমি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছ? চল—চল, এখনি চল। (আকর্ষণ)

চণ্ডসিংহ। মুক্তি নেই, মুক্তি নেই। আর অপেক্ষা করলে মুকুল হয় ত এসে জড়িয়ে ধরবে, মেবারের অসংখ্য প্রজা হয় ত আমার পিছে পিছে ছুটবে। তার চেয়ে এই বেলা নিঃশব্দে পালিয়ে যাই। রঘুদেব। অন্দরের দ্বার খুলে দে, আমি নীরবে প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে যাই। কিন্তু তুমি? তোমাকে যে আমি একটা গুরুভার দিয়ে যেতে চাই। আমার মুকুলকে তুমি শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছ—

অলকা। তুমি? মুকুলকে তুমি উদ্ধার করেছ? বল, কারা সে শত্রু।

উল্কা। বলবো না।

অলকা। তা হ'লে তুমিও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে। এ সব তোমাদের অভিনয়।

উল্কা। অভিনয় আমাদের? বলতে লজ্জা হ'চ্ছে না? নিজের বুকে হাত দিয়ে বল, অভিনয় কার? পুরুষকে তুমি ভুলিয়ে দিতে পার কিন্তু নারীর চোখদুটোকে ফাঁকি দিতে পার না।

চণ্ডসিংহ। উল্কা!

উল্কা। রাজপুতের মেয়ে তুমি, দর্প ক'রে—মহত্ত্ব দেখিয়ে বৃদ্ধ স্বামীকে বরণ করেছিলে যখন, তখন কি ভেবে দেখনি যে স্বামী বৃদ্ধ হ'লেও নারীর আরাধ্য দেবতা?

রঘুদেব। চুপ—চুপ, এ যে আমাদের মা।

উল্কা। আদর্শ স্ত্রী হ'তে যখন পারলে না, আদর্শ মা হও; তবু জীবনটা ধন্য হবে।

চণ্ডসিংহ। না, মেবারের প্রাসাদে তোমায় রেখে যাওয়া চলবে না। চল তুমি আমার সঙ্গে।

পূরবী। চল দাদা!

উল্কা। চল।

অলকা। বলবে না শত্রুর নাম?

উল্কা। না।

অলকা। তোমায় বন্দী করবো।

উল্কা। তার আগে তোমায় প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

অলকা। ভীম, ভৈরব!

উল্কা। কেউ আস্‌বে না, তারা আমায় চেনে।

চণ্ডসিংহ। উপকারীর অপকার ক'রো না, মা! আসি তবে বিদায়। পিতামাতার পায়ে সন্তান অসংখ্য অপরাধ করে, ভুলে যেয়ো আমার সহস্র অপরাধ। যদি কখনো দুর্দ্দিন আসে, স্মরণ ক'রো তোমার অভাগা সন্তানকে; আমি যেখানেই থাকি, তোমার আহ্বান পেলেই ছুটে আস্‌বো।

প্রণাম করিলেন, অলকা মুখ ফিরাইয়া রহিলেন

চল্ পূরবী!

পূরবী। গীত।

দাদা, দুঃখ নাহি আর।
আকাশতলে বৃক্ষমূলে আজ আমাদের ঘর।
বনের পাখী পাহাড় নদী ডেকে মরে নিরবধি,
ডাক্‌ছে মলয়, জ্যোৎস্নাধারা পথের ধূলি' পর।
আনন্দ আর ধরে না আজ, ফেল্‌বো খুলে মিথ্যে এ সাজ,
মুক্ত ধরায় কোল দিতে মোর পিয়াসী অন্তর।

চণ্ডসিংহ। মেবার! সোনার মেবার! তুমি সুখী হও।

অলকা। শোন বালিকা।

উল্কা। আগে মা হও, তারপর শুন্‌বো।

[চণ্ডসিংহ, পূরবী ও উল্কার প্রস্থান

রঘুদেব। মা!

অলকা। এস রঘুদেব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দরবার কক্ষ

বলদেব

বলদেব। আলো চাই, বাতাস চাই, মুক্তি চাই। এ নির্জ্জন বন্দিশালায় আর আমি থাক্‌বো না. কিছুতেই না। সব রুদ্ধ, কোন দিকে একটু ফাঁক নেই। একি, এত আলো কিসের? আলো—আলো,—আবার অন্ধকার! না, এই কারাগারে আর দু'দিন থাক্‌লে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। মুক্তি কি পাব না?

কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। পাবে—এক সর্ত্তে।

বলদেব। কে তুমি?

কর্ণসিংহ। আমি কর্ণসিংহ।

বলদেব। তুমি এখানে কেমন করে এলে? আমায় মুক্তি দিতে এসেছ? কি সর্ত্ত বল।

কর্ণসিংহ। মুক্তি পেতে হ'লে শপথ কর্‌তে হবে, জীবনে আর কোনদিন সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে না,—শপথ কর্‌তে হবে চিরদিন মহারাণা মুকুলজীর রাজভক্ত প্রজা হ'য়ে থাক্‌বে।

বলদেব। এমন মুক্তি আমি চাই না।

কর্ণসিংহ। ভেবে দেখ কুমার! আর এক মুহূর্ত্ত পরে তোমার কাঁধের উপর হয় ত শাণিত খড়্গ নেমে আস্‌বে। যাঁর দয়ায় এত অপরাধ ক'রেও তুমি বেঁচে রয়েছ, আজ আর তাঁর অভয় হস্ত তোমায় রক্ষা কর্‌তে আস্‌বে না। বোধ হয় শুনেছ, চণ্ডসিংহ নির্ব্বাসিত।

বলদেব। চণ্ডসিংহ নির্ব্বাসিত! কোন্ অপরাধে?

কর্ণসিংহ। মুকুলের হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে।

বলদেব। মুকুলের হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন চণ্ডসিংহ? শুধু এই অপরাধে তাঁর নির্ব্বাসন? মেবার নীরবে সহ্য করলে এ অবিচার? কর্ণসিংহ, আমাকে একবার তোমাদের রাণীর কাছে নিয়ে যেতে পার? আমি তাকে বল্‌বো ষড়যন্ত্র করেছি—আমি।

কর্ণসিংহ। তাতে কোন ফল হবে না কুমার! চণ্ডসিংহ ত ফিরবেই না, তোমারও প্রাণদণ্ড হবে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে এস। মাড়বারের অসংখ্য সৈন্য মেবারের প্রবেশ করতে পা বাড়িয়েছে; আমরা তাদের বাধা দিই এস।

বলদেব। আমি ত আগেই বলেছিলাম, মাড়বার এসে মেবারের মাটিতে শেকড় গেড়ে বস্‌বে।

কর্ণসিংহ। যাতে না বসতে পায়. তার ব্যবস্থা করি এস।

বলদেব। চল, শীঘ্র চল।

কর্ণসিংহ। শপথ কর।

বলদেব। অমন শপথ আমি করতে পারবো না।

কর্ণসিংহ। তবে তোমার মুক্তিরও প্রয়োজন নেই। এইখানেই তুমি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক, আমি চল্লুম।

বলদেব। কর্ণসিংহ, তুমি যখন বলছো, আমি একটা শপথ কর্‌তে পারি—জীবনে সিংহাসন গ্রহণ করবো না। কিন্তু মুকুলকে আমি রাণা বলে স্বীকার করতে পারবো না।

কর্ণসিংহ। তবে মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। আপনারও।

কর্ণসিংহ। কে ভীম? কি বল্‌তে এসেছ তুমি?

ভীম। বল্‌তে এসেছিলাম, আজ এইখানেই কুমারের বিচার-সভা বসবে। কিন্তু আপনি এখানে কোন্ পথে এলেন ?

কর্ণসিংহ। গবাক্ষ ভেঙ্গে।

ভীম। কেন ?

কর্ণসিংহ। সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে দিতে হবে ?

ভীম। আমার কাছে না দেন, মহারাণীর কাছেই দেবেন।

বলদেব। কৈফিয়ৎ কি শুধু আমাদেরই দিতে হবে ? তুমি দেবে না ?

ভীম। আমি ? কেন ? আমি মহারাণা মুকুলজীর রাজভক্ত প্রজা।

বলদেব। দিন পেয়েছ ভীম ! কিন্তু এ দিন থাকবে না, এ পাশা যখন উল্‌টে যাবে, তখন আমিই তোমার শিরশ্ছেদ করবো !

অলকার প্রবেশ

অলকা। কুমার বলদেব,—এ কি, সেনাপতি, তুমি এখানে ?

ভীম। আমি এসে দেখলাম, সেনাপতি এইখানে দাঁড়িয়ে কুমারের সঙ্গে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র ক'চ্ছেন।

অলকা। কর্ণসিংহ !

কর্ণসিংহ। কেন মা ?

অলকা। এখানে কেন তুমি এসেছিলে ?

কর্ণসিংহ। কুমারকে মুক্তি দেবা

অলকা। তুমি মুক্তি দেবার কে ?

কর্ণসিংহ। কেউ নই। কিন্তু রাজ্য যখন অরাজক—

অলকা। অরাজক ?

কর্ণসিংহ। নিশ্চয়। নইলে চণ্ডসিংহের নির্ব্বাসন হবে কেন ?

অলকা। চণ্ডসিংহ রাজদ্রোহী।

কর্ণসিংহ। রাজদ্রোহী আপনি।

অলকা। আমি ?

কর্ণসিংহ। নিশ্চয়। মেবার আপনাকে অনুগ্রহ ক'রে মাড়বারের মরুদেশ থেকে সগৌরবে নিয়ে এসে রাজমাতা ক'রে দিয়েছে। আপনি তার মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে রাজ্যরশ্মি কেড়ে নিয়েছেন, শিশু রাণার সিংহাসনের চারিধারে মাড়োয়ারীদের নিমন্ত্রণ করেছেন। যেদিন এই মাড়োয়ারীরা এসে রাণাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা সিংহাসনে চেপে বস্‌বে, আপনাকে রাজমাতার আসন থেকে টেনে পথের ধুলোয় নামিয়ে দেবে, সেদিন বুঝ্‌বেন রাজদ্রোহী আমরা নই, আপনি।

অলকা। স্বার্থে বড় আঘাত লেগেছে, নয়?

কর্ণসিংহ। স্বার্থ? স্বার্থের পূজা করে মাড়োয়ার, মেবার নয়।

অলকা। তার জলন্ত প্রমাণ ঐ।

বলদেব। মাড়বার-রাজকন্যা!

ভীম। বলুন,—"মহারাণি।"

বলদেব। চুপ্, টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

অলকা। শোন বলদেব, আমি তোমার বিচার কর্‌বো। তুমি নিজেই জান, তোমার অসংখ্য অপরাধ। তোমার কিছু বলবার আছে?

বলদেব। কিছু না।

অলকা। মহারাণা মুকুলজীর বশ্যতা স্বীকার করবে না?

বলদেব। না—না; কে মুকুলজী? কি দাবী তার সিংহাসনে? সে তোমার পুত্র বটে, কিন্তু মেবারের রাজকুমার নাও হ'তে পারে।

অলকা। তার অর্থ?

বলদেব। অর্থ এই যে, সে রাণা লক্ষসিংহের পুত্র, তার কোন প্রমাণ নেই।

অলকা কানে আঙুল দিলেন

কর্ণসিংহ। হতভাগ্য, রাজপুত-কুলকলঙ্ক, আজীবন কারাবাসই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। তোমাকে মুক্তি দিতে এসে আমি ভুল করেছি।

তোমার অসংখ্য অপরাধ মেবার ক্ষমা করলেও করতে পারে, কিন্তু মহারাণার নামে এই নিন্দাবাদ একটা পিপীলিকাও সহ্য করবে না।

ভীম। আমি যে পর, আমারই ইচ্ছা হচ্ছে—

বলদেব। (সপদদাপে) স্তব্ধ হও।

অলকা। অপদার্থ, পশু, ভাল হবার জন্য তোমাকে অনেক সুযোগ আমি দিয়েছিলাম। সে সুযোগ যখন গ্রহণ করলে না, তখন আর আমার অপরাধ নেই। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলেও নারীর চরম কলঙ্ক তুমি রাজমাতার নামে আরোপ করেছ, মহামান্য রাণার মস্তক ধূলিসাৎ করতে হাত বাড়িয়েছ, এই অপরাধে আমি তোমার প্রাণদণ্ড দিলাম।

ভীম। মহারাণীর জয় হোক্। এমন গুরুপাপে এর চেয়ে লঘুদণ্ড কারও কখনও হয় নি।

কর্ণসিংহ। হীনমতি শৃগাল! তুমি এর মধ্যে কথা কইবার কে? মহারাণি, আমার একটা কথা ছিল।

অলকা। শোনবার সময় নেই। ঘাতক!

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব। মহারাণি!—

অলকা। এই মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে এই হতভাগ্যের শিরশ্ছেদ কর।

ভৈরব। রাজকুমারের শিরশ্ছেদ?

ভীম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই খাঁড়া নিয়ে আয় না।

ভৈরব। আদেশপত্র মহারাণি?

ভীম। এই যে।

আদেশপত্র প্রদান

কর্ণসিংহ। বিচারের পূর্ব্বেই আদেশপত্র প্রস্তুত হয়েছে দেখ্ছি; তবে এ বিচারের অভিনয় কেন?

ভৈরব। ক্ষমা কর্‌বেন মহারাণি, এতে রাণার স্বাক্ষর নেই।

অলকা। আমার স্বাক্ষর ত আছে।

ভৈরব। আপনার স্বাক্ষর এ ক্ষেত্রে মূল্যহীন। আমি রাণার স্বাক্ষর চাই।

ভীম। রাণা ত শিশু।

ভৈরব। সে বিচার আমার নয়। আমার কাছে ঐ শিশুর আদেশ দুনিয়ার সবার কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠ্‌বে।

ভীম। হতভাগা বলে কি ? এ ধর্ম্মজ্ঞান তোকে শেখালে কে ?

ভৈরব। আমার অন্তরের দেবতা।

অলকা। (স্বগত) আশ্চর্য্য ! একটা ঘাতক পর্য্যন্ত আমাকে গ্রাহ্য করতে চায় না ; অথচ আমি রাজমাতা। মেবারবাসীরা জানাতে চায়, আমি এদেশের কেউ নই ; শুধু এদের রাণাকে জন্ম দান করতেই আমি এসেছিলাম। আজ আমার সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ; এরা আমাকে গজভুক্ত কপিত্থের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। না, আমি এ সইবো না ; আমি রাজমাতা, রাণার উপরে আমার আসন। (প্রকাশ্যে) শোন ভৈরব।

ভৈরব। কি আর শুন্‌বো মহারাণি, রাণার আদেশ ব্যতীত আমি একটা পিপীলিকারও শিরশ্ছেদ করবো না।

অলকা। তা'হলে তুমি মর্‌বে।

ভৈরব। তবু অধর্ম্ম আর কর্‌বো না।

[প্রস্থান

ভীম। আরে শোন—শোন, ও ভৈরব,—

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। মা ! মা ! দাদু এসেছে, মামা এসেছে, আরও কত লোকজন এসেছে দেখ্‌বে এস।

বলদেব। শুন্‌ছো কর্ণসিংহ? এই কলির আরম্ভ।

কর্ণসিংহ। তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে কুমার, হয় ত এত শীঘ্র তারা আসতে পার্‌তো না।

অলকা। ভীম!

ভীম। এই যে! দিন ত মহারাণা, এইখানে একটা সই ক'রে দিন ত।

মুকুল। কি কর্‌বো?

ভীম। কিছুই না, শুধু ছোট্ট ক'রে নামটী লিখে ফেল্‌বেন; লিখুন—লিখুন, "শ্রীমন্মহারাণা মুকুলসিংহ দেব বাহাদুর।"

মুকুল। (নাম লিখিতে লিখিতে) নাম লিখে কি হবে মা?

অলকা। ঐ পশুর প্রাণদণ্ড হবে।

মুকুল। আমি নাম লিখ্‌লে ছোড়্‌দার প্রাণ যাবে? তা হ'লে আমি লিখ্‌বো না। (কলম নিক্ষেপ)

অলকা। অবাধ্য হয়ো না মুকুল, নাম লেখ বল্‌ছি। ও গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

মুকুল। হোক, তবু আমার দাদা।

অলকা। মুকুল, তুমি রাণা।

মুকুল। রাণা হ'লে যদি ভাইকে মেরে ফেল্‌তে হয়, তেমন রাণা আমি হ'তে চাইনে।

কর্ণসিংহ। বাঃ, চমৎকার।

অলকা। নাম লেখ, লেখ নাম—অবাধ্য ছেলে।

মুকুল। তুমি ত নাম লিখেছ মা।

অলকা। তবু তোমার স্বাক্ষর চাই, তুমি রাণা।

মুকুল। রাণার হুকুমেই কি সব চলবে?

ভীম। নিশ্চয়ই।

মুকুল। তাহ'লে আমি হুকুম দিচ্ছি, দাদার হাতের বাঁধন খুলে দাও, আমি তাঁকে মুক্তি দিলাম।

বলদেব। }
অলকা। } মুকুল!

কর্ণসিংহ। }
ভীম। } মহারাণা।

মুকুল। খুলে দাও।

ভীম বলদেবকে মুক্তি করিল

অপরাধ নিও না দাদা। (নতজানু) আমি তোমার ছোট ভাই, তোমার স্নেহের পুতুল। যদি মনে কর, আমি বেঁচে থাক্‌লে তোমরা সিংহাসন পাবে না,—এই আমি তোমার পায়ের তলায় বসেছি; আমাকে মেরে ফেলে তুমি রাণা হও।

বলদেব। অ্যাঁ, তোমাকে মেরে আমি রাণা হবো? তুমি নিজে একথা বলছো? স্বেচ্ছায় বলির যুপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে এসেছ? কর্ণসিংহ শুনছো, কর্ণসিংহ,—এ অবোধ শিশু বলে কি? সিংহাসনটা স্বেচ্ছায় দান করতে চায়, কে এ উন্মাদ?

কর্ণসিংহ। চণ্ডসিংহের ভাই।

বলদেব। আমিও ত চণ্ডসিংহের ভাই, তবে—না—না, আমার মাথাটা এমন গুলিয়ে যাচ্ছে কেন! আমি কি করি? হ'সো, ভেবে দেখ্‌তে হবে, ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌তে হবে।

[প্রস্থান

অলকা। কি আশ্চর্য্য, ছেলেটা পর্য্যন্ত আমাকে গ্রাহ্য করে না!

মুকুল। মা!

অলকা। দূর হ, দূর হ। অপদার্থ!

[চপেটাঘাত; মুকুলের প্রস্থান

কি করবো ? কার মাথা চিবিয়ে খাবো ? পেটের ছেলেটা পর্য্যন্ত আমাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়। সব শত্রুর কুশিক্ষা! চণ্ডসিংহ গেছে, আরও দু'জন আছে।

কর্ণসিংহ। কুশিক্ষা দিচ্ছেন আপনি, আর কেউ নয়।

অলকা। ভীম! মন্ত্রী নরসিংহকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস। দাঁড়াও, আগে একে শৃঙ্খলিত কর, এর অস্ত্র কেড়ে নাও। আমি এর কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম।

কর্ণসিংহ। তোমার আদেশ আমি মানি না।

ভীম। কি, মহারাণীকে অপমান! তবে আমি তোমায়—

কর্ণসিংহ। খবরদার শৃগাল, অনেকক্ষণ তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। তোষামোদ করবে কর, কিন্তু সীমা ছাড়িও না। নীচের স্পর্দ্ধা আমি সহ্য করবো না। শুনুন মহারাণি,—এতদিন আপনাকে দেবীর মত পূজা করেছি; কিন্তু আপনি যখন চণ্ডসিংহকে নির্ব্বাসিত করেছেন, আমাদেরই রাজ্যে অর্থলোভী মাড়োয়ারীদের ডেকে এনেছেন, তখন আর আপনি মেবারের কেউ নন্, মেবারও আপনাকে রাণীর সম্মান আর দেবে না।

[প্রস্থান

অলকা। ভীম, একে কারারুদ্ধ করতে পার ? আশাতীত পুরস্কার দেবো। কর্ণসিংহের কারাবাস, মন্ত্রীর নির্ব্বাসন, আর চণ্ডসিংহের শিরশ্ছেদ —এর মূল্য দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

[প্রস্থান

ভীম। আচ্ছা, দেখা যাক্।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ

প্রজাগণ। গীত।

ও ভাই, এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্।
সূর্য্যটারে আন্‌বো ছিঁড়ে পৃথিবী যাক্ রসাতল।
আপন ঘরে চোরের মতন পরের গুতো সইবো না;
পিঠ পেতে আর ভূতের বোঝা বইবো না রে বইবো না;
তুল্‌বো মাথা, আন্‌বো শির,
ঢাল্‌বো না আর নয়ন-নীর,
একটা মাথা দিস্ যদি ভাই,
দশটা আগে পায়ে দল।

রঘুদেবের প্রবেশ

রঘুদেব। হতভাগ্য প্রজাগণ, আবার তোমরা রাজপথে চীৎকার করছো?

১ম প্রজা। করবো না? কোথাকার কে মাড়োয়ারীর দল আমাদের দেশের উপর অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দেবে, আর আমরা তাই নীরবে সহ্য করবো?

রঘুদেব। ভগবানকে ডাক ভাইসব, তিনি ছাড়া আমাদের দুঃখ বোঝবার আর কেউ নেই। জানি তোমরা নির্য্যাতিত;—কারও ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, কারও পুত্রকন্যাকে হত্যা করেছে, কারও স্ত্রী-কন্যার অমর্য্যাদা করতে হাত বাড়িয়েছে। যতদূর পেয়েছি, আমি প্রতিকার করেছি; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তোমাদের সবাইকে রক্ষা করতে

আমি আর ক'দিন পারবো? তাই আমার একান্ত অনুরোধ—তোমরা সবাই মিলে নূতন রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার কর। চণ্ডসিংহের কথা, আমার কথা মুখেও আর উচ্চারণ করো না।

২য় প্রজা। তা হয় না কুমার! আমরা আপনাকে সিংহাসনে বসাবো। আপনি শুধু একবার অনুমতি দিন।

রঘুদেব। অবুঝ হয়ো না বন্ধুগণ! সিংহাসনে আমাদের কারও অধিকার নেই, সিংহাসনের অধিকারী মহারাণা মুকুলজী।

১ম প্রজা। মুকুলজী আমাদের কেউ নয়।

রঘুদেব। তোমাদের রাণা, আমাদের ভাই।

২য় প্রজা। কোন প্রমাণ নেই। আমরা বিশ্বাস করি না যে, সে মহারাণা লক্ষসিংহের পুত্র।

সহসা যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। হাত তুলে দাঁড়াও; মহারাণার নামে আমি তোমাদের বন্দী কল্লাম।

প্রজাগণ। কি, আমরা বন্দী?

যোধমল। হ্যাঁ, বন্দী। তা ছাড়া তোমাদের সকলের সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।

রঘুদেব। কারণ?

যোধমল। কারণ এরা রাজদ্রোহী, এই মাত্র রাণার বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দাবাদ করেছে, রাণাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে তোমাকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করেছে, তার উপর নির্ব্বাসিত চণ্ডসিংহের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে—

রঘুদেব। থাক্ মাতুল, আর বলতে হবে না। তুমি যা বল্ছো, তার কতকটা সত্য। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, এরা মনেপ্রাণে রাজপুত, ষড়যন্ত্র এরা জানে না। এরা অবোধ, রাজনীতির ধার ধারে না; মনের কথা

মুখে প্রকাশ ক'রে ফেলে। এদের উপর কি রাগ করা সাজে মাতুল ?

যোধমল। তোমার কাছে উপদেশ নিতে আমি আসিনি—

রঘুদেব। উপদেশ না নাও, অনুরোধ ত শুন্‌বে! তোমরা মেবারে আসার পর থেকে বিনাদোষে এদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছ। রাজপুত জাতি এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে না ; এরা যে সহ্য কর্‌ছে, সে শুধু রাজভক্তির দায়ে।

যোধমল। রাজভক্তির দায়ে! এরা রাজভক্ত, তুমি রাজভক্ত—নরসিংহ, কর্ণসিংহ সবাই রাজভক্ত।

রঘুদেব। সহস্রবার। তা যদি না হতো, তোমরা মরুদেশ থেকে এসে এ দেশের ক্ষীর ননী সব এতদিন ধ'রে ভোগ করতে পারতে না।

যোধমল। কথা বাড়িয়ো না রঘুদেব, তাহ'লে আমি আগে তোমাকেই বন্দী করবো।

প্রজাগণ। কি, কুমারকে বন্দী করবে ? আমরা বেঁচে থাক্‌তে ?

রঘুদেব। থাক্ প্রজাগণ, বৃথা উত্তেজিত হ'য়ো না। তোমরা অপরাধী—তোমরা মহারাণার অমর্য্যাদা করেছ ; ঘরে ফিরে গিয়ে অনুতাপের অশ্রুজলে তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

[প্রজাগণের প্রস্থান

যোধমল। দাঁড়াও সব, তোমরা বন্দী।

রঘুদেব। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না! তুমি অতিথি, দু'দিনের জন্য এসেছ। আমাদের দেশের রাজনীতির মধ্যে তুমি কথা কইবার কে ?

যোধমল। আমি মহারাণার মাতুল, মহারাণার স্বার্থ আমাকে দেখ্‌তেই হবে।

রঘুদেব। মহারাণার স্বার্থ দেখবার জন্য মেবারে অনেক লোক আছে ; সে জন্য মাড়বার থেকে তোমার আসবার প্রয়োজন নেই।

যোধমল। প্রয়োজন আছে কি না, তা তুমিও জান, আমিও জানি—

রঘুদেব। জানি ব'লেই তোমাকে সাবধান ক'চ্ছি মাতুল, এখনো মানে মানে দেশে ফিরে যাও। মেবারবাসীরা একবার যদি তোমাকে বাগে পায়, কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে।

যোধমল পরীক্ষাটাই হোক!

প্রস্থানোদ্যোত

রঘুদেব। ফেরো মাতুল, ফেরো। মনে ক'রো না মেবারবাসীরা মেষের মত নির্জীব। এই ক'দিনের মধ্যেই তোমরা যা করেছ, প্রজারা তার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিতে পারত, শুধু আমার অনুরোধে এখনও একটা অঙ্গুলিহেলন করেনি। কিন্তু, আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লে, আমি আর এদের নিরস্ত রাখ্‌তে পারবো না।

যোধমল। তোমায় কিছুই কর্‌তে হবে না। এদের শিক্ষা দিতে আমি জানি।

রঘুদেব। না, জান না; দেখ নাই মেবারের স্বরূপ, দেখ্‌তেও যেয়ো না মাতুল, তাহ'লে এমন ঠক্‌বে যে চোখের জলে সাগর বইয়ে দিলেও তার প্রতিকার হবে না।

যোধমল। সেদিন তোমার কাছে উপদেশ চাইবো, তার পূর্ব্বে নয়!

[প্রস্থান

রঘুদেব। ভগবান্, মানুষের প্রাণে এত কঠোরতা দিয়েছ কেন? দু-দিনের জীবন, অসার এ ঐশ্বর্য্যসম্পদ, তবু কেন সংসারে এত লোভ, এত হিংসা? অশান্তির এই অনন্ত পারাবারে কূল কি নেই ঈশ্বর?

গীতকণ্ঠে বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

নাহি কূল, নাহি পার!

ম'রে গেছে ভগবান, জ্ব'লে গেছে শান্তি, জগৎ হয়েছে কারাগার।

রঘুদেব। এ কি বেহাগ, তোমার মুখে রক্ত কেন?

বেহাগ। পূর্ব্বগীতাংশ।

নিভে গেল বুঝি হায়—রবি শশী গ্রহতারা,
ধরম ভরম লাজ আঁধারেতে হ'লো হারা,
পাতকীর পদভরে ধরা টলমল করে
বাজাও পিনাকপানি বিষান তোমার।

রঘুদেব। আঁ্যা, এ যে সর্ব্বাঙ্গে কশাঘাতের চিহ্ন! বুঝেছি মায়ের জন্য কাঁদছিলে,—তাই রাজশক্তির এ নির্য্যাতন! ভগবান্! ভগবান্! কত সইবো আর? বেহাগ, মহারাণী একথা জানেন?

বেহাগ। না।

রঘুদেব। চল তবে মায়ের কাছে, দেখি এর কোন প্রতিকার হয় কি না।

বেহাগ। পালিয়ে এস, তোমাকে মেরে ফেল্‌বে! পালিয়ে এস।

[প্রস্থান

রঘুদেব। বেহাগ আমাকে কি ভালই বাসে। কিন্তু এ কি অরাজকতা, এ যে সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। বল্‌তে পার কেউ, রাজ্যটা এমন শ্রীহীন কেন? কে রঘুদেব? তোমার মুখেও আষাঢ়ের ঘনমেঘ দেখছি। কি হয়েছে কুমার! মেবারের রাজপথ দিয়ে এতদূর হেঁটে এলাম, কারও মুখে হাসি দেখলাম না,—কেউ জোরে কথা বলে না, সব ভয়ে নির্জীব হ'য়ে রয়েছে; এর কারণ কি কুমার?

রঘুদেব। মন্ত্রিমশায়, এতদিনে মেবারকে মনে পড়েছে?

নরসিংহ। মেবার—মেবার, মেবারকে কি ভোলা যায় কুমার? নির্ব্বোধ বলদেবের উপর অভিমান ক'রে দেশ ছেড়ে যখন চ'লে গেলাম, তখন ভেবেছিলাম—বাকী জীবনটা দেশে দেশে ঘুরে কাটিয়ে দেবো।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাশীর বিশ্বেশ্বর, বৃন্দাবনের যমুনাধারা, গয়ার হরিপাদপদ্ম—সবার মধ্যেই দেখলাম—আমার জননী জন্মভূমিকে। মনে হ'লো, মেবার আমায় ডাক্‌ছে, আমাকে তার বড় প্রয়োজন।

রঘুদেব। প্রয়োজন বুঝি ফুরিয়ে গেছে মন্ত্রিবর! ক'টা দিন আগে যদি আস্‌তেন!

নরসিংহ। কেন? কেন? কি হয়েছে রঘুদেব?

রঘুদেব। দাদা নির্ব্বাসিত।

নরসিংহ। চণ্ডসিংহ নির্ব্বাসিত?

রঘুদেব। কর্ণসিংহ কারারুদ্ধ।

নরসিংহ। বল কি রঘুদেব?

রঘুদেব। সমগ্র মাড়বার এসে মেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে।

নরসিংহ। তারপর?

রঘুদেব। প্রজাগণ নির্য্যাতিত; ধন প্রাণ মন নিয়ে কেউ নির্ভয়ে বাস কর্‌তে পাচ্ছে না। অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মাড়বারের বিরুদ্ধে যে একটা অঙ্গুলিহেলন করবে, তার শাস্তির জন্য বিচারের প্রয়োজন নেই।

নরসিংহ। মহারাণি?

রঘুদেব। ভাইয়ের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

নরসিংহ। এতদূর গড়িয়েছে? উত্তম, আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। পথ নেই।

নরসিংহ। তার অর্থ?

ভীম। মন্ত্রী নরসিংহের মেবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আদেশপত্র প্রদান

নরসিংহ। কি? আমার মেবারে প্রবেশের অধিকার নেই!

অধিকার আছে সেই মাড়োয়ারীদের, যারা এ রাজ্যের কেউ নয়? আদেশটা কার দেখি। এই যে মহারাণীর স্বাক্ষর।

রঘুদেব। আপনাকে এই কঠোর আদেশ করেছেন মহারাণী?

নরসিংহ। কেন কর্‌বে না রঘুদেব? যে চণ্ডসিংহ তাকে আদর ক'রে মেবারের রাজমাতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে, সেই যখন নির্ব্বাসিত, তখন আমি কে?

ভীম। আমার উপর আদেশ আছে আপনাকে নগরের বাইরে রেখে আসবার।

নরসিংহ। যদি আমি না যাই?

ভীম। বলপ্রয়োগ কর্‌বো।

নরসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হ্যাঁ হে রঘুদেব, এরা কি সবাই উন্মাদ হয়েছে? মন্ত্রী নরসিংহকে মেবার থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌তে চায়? তার উপর বল প্রয়োগ কর্‌তে চায়? এই জরাজীর্ণ দেহটা দেখে মনে করেছে, সে শিশুর মত শক্তিহীন, নয়? এরা জানে না যে মেবারের মাটীতে দাঁড়িয়ে আমার গায়ে একটা নখের আঁচড় দিলে সহস্র তরবারি একসঙ্গে গর্জ্জে উঠবে।

রঘুদেব। ফিরে যাও ভীম।

ভীম। মহারাণীর আদেশ পালন না কর্‌লে—

রঘুদেব। কোন চিন্তা নাই; আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌লো।

ভীম। ক্ষমা কর্‌বেন কুমার। আমার কর্ত্তব্য পালনে বাধা দেবেন না।

রঘুদেব। এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ্য কবে থেকে হয়েছ ভীম? তোমাকে ত আমি চিনি।

নরসিংহ। মর্‌বার পালক গজিয়েছে, নয়? চণ্ডসিংহ নেই ব'লে বুকটা দশহাত ফুলে উঠেছে বুঝি? এসো,—এগিয়ে এসো, আমি যাচ্ছি রাজপ্রাসাদে; সাধ্য থাকে বাধা দেবে এসো।

ভীমসেন। দাঁড়ান মন্ত্রিমশায়, আমি আপনার অসম্মান করতে চাই না। যদি মহারাণীর আদেশ—

নরসিংহ। ওরে মহারাণীর আদেশ তোদের জন্য, আমার জন্য নয়! মেবারের মহারাণী নরসিংহের নির্দ্দেশে চল্‌বে, তাকে আদেশ করবে না। তাঁর অধিকার—যদি তিনি না বোঝেন, তাকে একবার বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌ব, আমরাই তাকে আদর ক'রে ডেকে এনে দশভূজার মত পূজা করেছি, প্রয়োজন হ'লে আমরাই আবার দশমীর প্রতিমার মত বিসর্জ্জন দেবো।

[প্রস্থান

ভীমসেন। মন্ত্রি!

রঘুদেব। যেও না ভীম, মর্‌বে।

ভীমসেন। তবু তোমার মত রাজদ্রোহী হবো না। [প্রস্থান

রঘুদেব। তবে ঝড় উঠতে আর বিলম্ব নেই। ভগবান এ অশান্তির আগুন নিভিয়ে দাও। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চণ্ডসিংহ ও পূরবীর প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। উল্কা কোথায় গেল পূরবী?

পূরবী। শিকার করতে।

চণ্ডসিংহ। আবার শিকারে বেরিয়েছে? নাঃ, এ কারও কথাই শুনবে না। আমি তার কেউ নই, তবু আমার প্রাণ বাঁচবার জন্য কি তার আকুল প্রয়াস। আমি পুরুষ, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকি, আর

সে আমার জন্য শিকারের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ছোটে; আমি ঘুমিয়ে থাকি, সে সারারাত জেগে আমায় পাহারা দেয়। এ কি নির্ব্বোধ —না পাগল?

পূরবী। পাগল দাদা, বদ্ধ পাগল; নইলে তোমার মত পাগলের সঙ্গে জুটবে কেন?

চণ্ডসিংহ। বলিস্ কি পূরবী? আমি পাগল?

পূরবী। শুধু পাগল—বদ্ধ পাগল।

চণ্ডসিংহ। পূরবী, তুই আমায় অপমান ক'চ্ছিস্?

পূরবী। না দাদা।

চণ্ডসিংহ। নিশ্চয়ই করেছ। যাও, আমি রাগ করেছি।

পূরবী। দাদা!

জড়াইয়া ধরিল

চণ্ডসিংহ। স'রে যাও, আমি ভয়ানক রাগ করেছি।

পূরবী মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল

চণ্ডসিংহ। আরে, কেঁদেই ফেল্‌লি যে! না দিদি, তোর উপর কি আমি রাগ কর্‌তে পারি? উষার মরুভূমির মধ্যে তুই যে আমার পান্থ-পাদপ। আয় দিদি, আয়, আমার বুকে আয়, তোর শীতল স্পর্শে আমি সংসার ভুলে যাই।

পূরবীকে কোলে তুলিয়া নিলেন

না জানি, কেমন আছে আমার সোনার মুকুল। হয়ত আমার জন্য কতই না কাঁদে। ভগবান্, আমার এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'তে দিলে না নিষ্ঠুর!

স্ত্রীবেশী গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। হাঁ গা, এই কি যুবরাজের আস্তানা?

চণ্ডসিংহ। যুবরাজ কে? এখানে কোন যুবরাজ নেই। এ এক কাঙ্গালের কুটীর।

গন্ধমাদন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তারই নাম তাই। ওই কাঙ্গালই হ'চ্ছে গিয়ে যুবরাজ। বলি, এটা চণ্ডসিংহের কুটীর ত'?

পূরবী। হ্যাঁ, কি চাও তুমি?

গন্ধমাদন। চাই আমার মাথা। যত রাজ্যের মড়া এসে এই পাঁচীর মার কাছে মরে। কেউ খেতে পাচ্ছে না, খাবার দাও; কারও বৌয়ের ছেলে হ'চ্ছে না,—ওষুধ দাও; কেউ মাগের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, মিটিয়ে দাও। এ জ্বালা আর সয় না বাপু, মরণ হ'লে বাঁচি।

পূরবী। যমকে ডেকে দেবো?

গন্ধমাদন। তুই পোড়ারমুখী আবার কোত্থেকে এলি? আরে মলো যা। পাঁচীর মা যেন সবারই ঢাকের বাঁয়া; যে আসবে, সেই একটা চাঁটী মার্‌বে। দূর—দূর, মর্‌গে যা।

পূরবী। আমি মর্‌বো কেন? আমি কি তোর মত বুড়ী?

গন্ধমাদন। ওলো উটকপালি, তোর মার বুকে জোড়া মড়া মরুক্ লো; জোড়া মড়া মরুক্।

পূরবী। তুই যমের বাড়ী যা লো, যমের বাড়ী যা।

গন্ধমাদন। তবে রে গতরখাগী—

সরোষে লাঠি উঠাইল

চণ্ডসিংহ। ছিঃ, পূরবী!

গন্ধমাদন। দেখ ত বাপু, দেখ ত? কি বা আমার বয়েস, আমাকে বলছে যমের বাড়ী যেতে। তুই যা, তোর সাতগুষ্ঠি—

চণ্ডসিংহ। কোথা থেকে আসছো মা তুমি?

গন্ধমাদন। ওই গাছের ওপারে বাপু আমার ঘর। কোত্থেকে এক মড়া এসে ঘরে জুড়ে বসেছে। যেমন ভেদ, তেমনি বমি! এতক্ষণ আছে কি নাই। বললুম, বাপু, তুমি রাস্তায় গিয়ে মর। তা কি ওঠে? বলে আমার বোন্‌কে খবর দাও, নইলে আমি মরতে পাচ্ছি নি।

চণ্ডসিংহ। কোথায় তার বোন্? কে সে?

গন্ধমাদন। এইখানেই ত আছে বল্‌লে। নামটা হ'চ্ছে উ—উ—

পূরবী। উনুনমুখী।

গন্ধমাদন। তবে গো বাঁদরী—

চণ্ডসিংহ। তার নাম কি উল্কা?

গন্ধমাদন। ঐ—ঐ—ঐ নাম বাবা; মুখে আসেও না ছাই নাম। নাম হবে গিয়ে—

পূরবী। পাঁচী, বিন্দী, ক্ষেন্তি—

চণ্ডসিংহ। তাই ত পূরবি, উল্কা এখনও এলো না। তার ভাই মরণাপন্ন, অথচ—তাইত, কি করা যায়?

পূরবী। তার ভাই এখানে কি ক'রে আসবে দাদা? সব মিথ্যে কথা! এ মাগী গাঁজা খায়। দেখ্‌ছো না আঙুলে দাগ?

চণ্ডসিংহ। ছি পূরবী, বৃদ্ধার অসম্মান ক'রো না। অপেক্ষা কর মা, আমি আসছি।

[প্রস্থান

পূরবী। এ বুড়ি।

গন্ধমাদন। তোর মা মাসী বুড়ী, হারামজাদি!

পূরবী। অত চট কেন বাছা? তোমাকে ত মেয়েছেলে ব'লে মনে হ'চ্ছে না।

গন্ধমাদন। কি বল্‌লি ছুঁড়ি?

পূরবী। ভাল কথাই বল্‌ছি। মেয়েমানুষ হ'লে তোমার অমন খোঁচা খোঁচা দাড়ী কেন?

গন্ধমাদন। কোথায় দাড়ী? অ্যাঁ, উনুনমুখী বলে কি?

পূরবী। (গালে হাত বুলাইয়া) ও বাবা; এ যেন আস্ত দামড়া পুরুষ।

গন্ধমাদন। যা যা যা, আমাদের দেশে মেয়েমানুষের অমন হয়।

পূরবী। এখনও ঠিক ক'রে বল, তুমি কে ?

গন্ধমাদন। আমি পাঁচীর মা।

পূরবী। তুমি ক্ষেন্তির বাবা।

ফস করিয়া চুল খসাইয়া ফেলিল

দাদা, দাদা, ও দাদা—

গন্ধমাদন। তবে যমের বাড়ী যা।

পিঠে ছুরি বসাইয়া দিল

পূরবী। উঃ—দাদা! দাদা!

অসাড় হইয়া পড়িল

গন্ধমাদন। ব্যস, একটা কাঁটা গেল।

পরচুল ঠিক করিয়া লইল

ও বাবা, কে আস্‌ছে যে।

পূরবীর দেহ একান্তে সরাইয়া গায়ের চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিল

উক্কাটা একবার এলে হ'তো।

ছদ্মবেশী চক্রপাণির প্রবেশ

চক্রপাণি। হ্যাঁ গা পিসি!

গন্ধমাদন। মর্, মিন্‌সে কে গো ?

চক্রপাণি। আমি তোমার যম গো ? তোমার হাতে রক্ত কিসের গা পিসি ?

গন্ধমাদন। অ্যাঁ ?

হাতের রক্ত কাপড়ে মুছিল

মিন্‌সে মস্করা কর্‌তে এয়েছে। যাই মা, পরপুরুষের সাম্‌নে গাটা ছম্ ছম্ করে।

প্রস্থানোদ্যোগ

চক্রপাণি। আরে যাচ্ছ কোথায় পিসি ?

জড়াইয়া ধরিল

গন্ধমাদন। কি রকম অসভ্য তুমি ? সতীনারীর গায়ে হাত দাও ?

চক্রপাণি। কি রকম সতী নারী তুমি ? মড়া ফেলে যাচ্ছ ?

গন্ধমাদন। মড়া !

চক্রপাণি। তবে ওটা কি ?

গন্ধমাদন। ওমা, ভূত না কি ?

চক্রপাণি। আর রসিকতা কেন বোনাই ? আমি এক আঁচড়েই তোমায় চিনে নিয়েছি। তুমি হ'চ্ছো গন্ধমাদন, এসেছ উল্কার জন্যে।

গন্ধমাদন। দোহাই বাবা,—আমার সাতপুরুষে কেউ গন্ধমাদন নয়। আমি হ'চ্ছি গিয়ে পাঁচীর মা। দুর্গা শ্রীহরি।

প্রস্থানোদ্যোগ

চক্রপাণি। আরে, যাচ্ছ কেন? কোন ভয় নেই। তুমি এসেছ উল্কার জন্যে, আমি এসেছি চণ্ডসিংহের মাথার জন্যে।

গন্ধমাদন। আরে কেও ? চক্রপাণি নাকি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! খবর কি ?

চক্রপাণি। খবর ভাল। রাণী বলেছে, যুবরাজের মাথার দাম দশ হাজার মোহর। তোমার খবর কি ?

গন্ধমাদন। জান না ? রাণী বলেছে, উল্কাকে একবার নিয়ে যেতে পাল্লেই আমার সঙ্গে বে দিয়ে দেবে।

চক্রপাণি। কেন বল ত ? উল্কার উপর রাণীর এত অনুগ্রহ কেন ?

গন্ধমাদন। বুঝতে পাচ্ছ না ? চণ্ডসিংহকে নিজে ত আর পেলে না। সতীনের জ্বালা—আর কি ?

চক্রপাণি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গন্ধমাদন। চুপ, কে যেন আস্‌ছে। ব'সো, আমি দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান

চক্রপাণি। শালা আমায় ফাঁসিয়ে পালালো নাকি ?

একটু দূরে উল্কার প্রবেশ; পিঠে একটা মরা হরিণ

উল্কা। কথা বল্‌ছিল কে? তাইতো? কেউ ত কোথাও নাই।

চক্রপাণি। (স্বগত) ঐ বুঝি আসছে। না, এই সুযোগ। উল্কা এলে আর পার্‌বো না।

ধনুকে জ্যা রোপন

উল্কা। কে ও লোকটা? কাকে লক্ষ্য ক'রে তীর মারতে যাচ্ছে?

হরিণ রাখিয়া অগ্রসর হইল

কে তুই?

ঘাড়ে ধরিল

চক্রপাণি। ছাড়্‌—ছাড়্‌, হতভাগি, ছাড়্‌, তোর শত্রু, আমার শত্রু দশ হাজার মোহর!

শর ত্যাগ

চণ্ডসিংহ। (নেপথ্যে) পূরবি! উল্কা!

উল্কা ধনুক কাড়িয়া লইয়া চক্রপাণিকে তীর মারিতে গেল; ততক্ষণে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চক্রপাণির দাড়ি খসিয়া গিয়াছে। সে পলায়নের জন্য মুখ ফিরাইতেই উল্কা তাহাকে চিনিল

উল্কা। দাদা!

চক্রপাণি। (ভেঙাইয়া) দাদা!

[প্রস্থান

হস্তে শরবদ্ধ অবস্থায় চণ্ডের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। কে—কে আমার গায়ে শর নিক্ষেপ কর্‌লে? একি উল্কা! ধনুর্ব্বাণ হস্তে তুমি দাঁড়িয়ে। আর কেউ ত এখানে নেই! বল, শত্রু যদি এসে থাকে, কোন্‌ পথে গেল সে! এখনও সময় আছে, বল।

উল্কা। কেউ আসে নি।

চণ্ডসিংহ। তবে তুমি—

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে উল্কার আনত মুখের দিকে চাহিয়া নিজের হস্ত হইতে শর বাহির করিলেন। উল্কার হস্তস্থিত শর মিলাইয়া দেখিলেন

এ যে একই রেখাঙ্কিত তীর। উল্কা, এ আবর্জ্জনার মধ্যে তুমিও? চণ্ডসিংহ এতই কি ভাগ্যহীন যে সংসারে সে একজনকেও বিশ্বাস করতে পারবে না? পিতা আমায় বর দিয়েছিলেন, শত্রুও আমার আপন হবে। আমি ত সবাইকে আপন ব'লে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, তবে কেন আমার এত শত্রু? কি করেছি আমি তোমাদের? আর কি চাও আমার কাছে?

উল্কা। যুবরাজ, আমায় দণ্ড দাও, আমি কিছুই বলতে পারবো না।

চণ্ডসিংহ। দণ্ড? উল্কা, আঘাত আমি অনেকের হাতে পেয়েছি। কিন্তু তোমার মত এত বড় আঘাত আমায় কেউ দিতে পারে নি। যাক্, ভালই করেছ। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসেছি, তবু বন্ধন ঘোচেনি। তুমি আমার পায়ে সোনার শৃঙ্খল জড়িয়ে দিয়েছিলে। জীবনে প্রথম তুমিই আমার চোখে প্রেমের কাজল পরিয়ে দিয়েছিলে—

উল্কা। যুবরাজ। যুবরাজ!

চণ্ডসিংহ। কাঁদছো উল্কা? আজ আর ওতে প্রাণ গলে না। ও শুধু অভিনয়। একি, এত রক্ত কেন? ও কে?

পূরবীর আবৃত দেহ অনাবৃত করিলেন

পূরবী নয়? পূরবি! পূরবি! ম'রে গেছে; আমার কলকণ্ঠ বিহঙ্গম—সেও আজ নীরব। আজ আমি মুক্ত—মুক্ত।

উল্কা। (স্বগত) দাদা, কি করলে তুমি?

চণ্ডসিংহ। নতমুখে কেন উল্কা? মুখ তোল, কোন ভয় নেই। বহুদিন তুমি আমার সেবা করেছ, রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় ক'রে আমার পিছে পিছে ছুটে এসেছ; হোক্, সে তোমার অভিনয়। তবু আমি তার প্রতি-দান দেবো, মনে ভেবেছিলাম জীবনের এই ভাঙ্গা তরী তোমাকে নিয়েই উজানে বইয়ে দেবো, হ'লো না—হ'লো না। আমি বুঝতে পেরেছি,

নদীর কূলে এসে তুমি ডুবে মরছো দশহাজার স্বর্ণমুদ্রার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে। এই নাও তরবারি আমার মাথা নিয়ে তুমি মেবারে ফিরে যাও।

উল্কা পদতলে আছড়াইয়া পড়িল

উল্কা। যুবরাজ, তুমি কি নিষ্ঠুর? আমায় হত্যা কর, তবু এ নির্ম্মম আদেশ ক'রো না।

চণ্ডসিংহ। না উল্কা, তোমাকে দণ্ড দিতে আমার হাত উঠ্‌বে না। তুমি একদিন আমার মুকুলকে রক্ষা করেছ, তাই এত অপরাধের বিনিময়েও আমি দিয়ে যাচ্ছি তোমায় ক্ষমা!

পুরবীকে তুলিয়া লইলেন

তুমি যখন আমার পুরবীকে হত্যা করেছ, তখন তোমার ওই সুন্দর মুখ আর আমি দেখবো না।

উল্কা। আমি হত্যা করি নি।

চণ্ডসিংহ। মিথ্যাকথা।

উল্কা। আমার মুখের দিকে চাও, আমার এতদিনের ব্যবহার মনে ক'রে দেখ। দোহাই তোমার, আমায় ত্যাগ করো না।

চণ্ডসিংহ। এ কি, এ যে নিঃশ্বাস পড়ছে—তাইত, এখনো আছে কি? ভগবান্! ভগবান্! আমায় শক্তি দাও, শক্তি দাও।

প্রস্থানোদ্যত

উল্কা। যুবরাজ!

[পায়ে জড়াইয়া ধরিল, চণ্ডসিংহ পায়ে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান

উল্কা। গুণের দেবতা, শেষে এই ক'ল্লে?

স্ত্রীবেশী গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। তোমার নাম উল্কা না? তোমার নাম উল্কা? শীগ্‌গির এস বাছা! তোমার ভাইকে সাপে কেটেছে।

উল্কা। অ্যাঁ!

গন্ধমাদন। শীগ্‌গির যাবে ত চল ; দেরী কর্‌লে আর দেখতে পাবে না। তোমার জন্তে হাঁপুস নয়নে কাঁদ্‌ছে গো—আহা, ভাইবোনের সমপক। দুগ্‌গা শ্রীহরি, এস, এস চট্‌পট্‌।

উল্কা। চল।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দরদালান

অলকা আসীনা

অলকা। নাঃ, তবু শান্তি নেই। চণ্ডসিংহের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছি, তাকে নির্ব্বাসিত করেছি। তবু ত সে এক ফোঁটা অনুতাপের অশ্রু আমার পায়ে উপহার দিলে না! এ কি রকম হ'লো? বুকভরা শ্মশানের বহ্নিজ্বালা নিয়ে আমি আজ দশবছর ধ'রে জ্বল্‌ছি, সে কি একবার একটা নিঃশ্বাসও ফেল্‌লে না? এ কি পাষাণ,—এত নির্য্যাতনেও টল্‌লো না? কি ছার এ রাজত্ব—যদি তার উপর প্রতিশোধ নিতে না পারি!

গীতকণ্ঠে চাবুকের প্রবেশ

চাবুক। গীত।

(আর) ঢালিস্‌ নে বিষ ও সাপিনি,
কলা খেয়ে বাড়্‌লো গলা।
বাড়াবাড়ি করলে বেশী, আর দেবো না দুধ কলা।

অলকা। কি বল্‌লি ?

চাবুক। পূর্ব্ব গীতাংশ।

গরল পানে মরণজয়ী সে যে ভোলানাথ,
ছোবল মেরে করবি কি তুই, ভাঙ্গবে শুধু দাঁত ;
বৃথাই আছিস্ ফণা তুলে,
দিলি শুধু কালী কুলে,
আকাশে তুই ফেল্‌লি থুথু
পড়্‌লো বুকে দলা দলা

[প্রস্থান

অলকা নাঃ, ঠিকই করেছি, চণ্ডসিংহের ছিন্নশির না দেখ্‌লে আমার প্রাণ শীতল হবে না।

রমাবাঈয়ের প্রবেশ

রমা। আমার স্বামী কোথায় ?

অলকা। কারাগারে।

রমা। কেন ?

অলকা। রাজদ্রোহের অপরাধে।

রমা। রাক্ষসি ! সর্ব্বনাশি ! ছল ক'রে আমার পিতার রাজ্যটা তুমি চুরি ক'রে নিয়েছ, যার দয়ায় পথের ধূলো তুমি মেবারের মাথায় উঠে ব'সে আছ, তাকে দিয়েছ নির্ব্বাসন। তার উপর আরও অত্যাচার ?

অলকা। হ্যাঁ, আরও অত্যাচার। এই ত কলির আরম্ভ। আমি আগুনের কুণ্ড নিয়ে মেবারে এসেছি, মেবারকে শশ্মান ক'রে তারপর নূতন রাজ্য গ'ড়ে তুল্‌বো।

রমা। শ্মশানের আর বাকী আছে কি রাক্ষুসী ?

অলকা। আছে। এখনো পুত্রহারা পতিহারার আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হয় নি, এখনো মেবারবাসীরা রুটির পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করে না, এখনো মেবারের বুক থেকে হাজার হাজার অট্টালিকা ভেঙ্গে-চুরে সমভূমি হ'য়ে যায় নি।

রমা। সেদিন যদি আসে, তুমি কি বাদ যাবে ভেবেছ? তা নয়, শুনে রাখ, আমি বলে যাই, যাদের বড় আদর ক'রে ঘরে এনে ঠাঁই দিয়েছ, একদিন তারা তোমারই বুক থেকে তোমার ছেলেকে বধ্য-ভূমিতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

অলকা। যাও—যাও, বেরিয়ে যাও।

রমা। চিতোরের রাজপ্রাসাদ, এখানে তুমি খাড়া দাঁড়িয়ে আছ? আমারই পিতার ঘরে দাঁড়িয়ে একটা ভুঁইয়ার মেয়ে আমাকে বল্‌ছে, "বেরিয়ে যাও।"

অলকা। যদি না যাও, রক্ষীকে ডেকে চুলের মুঠি ধ'রে—

রমা। যাচ্ছি—যাচ্ছি। প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাবো,—তোমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মার্‌বো। হ্যাঁ, যা বল্‌তে এসেছিলাম—আমার গণ্ডমূর্খ স্বামীটাকে আমার কাছে একবার এনে দাও, আমি তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যাই, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে কি না?

অলকা। তার দেখা পাবে না, সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

রমা। কি, মেবারের সেনাপতি, রাণা লক্ষসিংহের জামাতা—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। তবে তোমাকেই আমি যমালয়ে পাঠাবো।

ছুরিকাহস্তে অগ্রসর হইল, ভীম আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

অলকা। শৃঙ্খলিত কর—ভাব্‌ছো কি? হোক্ রাজকন্যা শৃঙ্খলিত কর।

ভীম তাহাকে শৃঙ্খলিত করিল

রমা। রাণা লক্ষসিংহ!

ভীম। চুপ্।

রমা। ওরে ঘৃণিত শৃগাল!

ভীম। বেশী উত্যক্ত কর্‌লে হত্যাই কর্‌বো।

রমা। আয়, গলা বাড়িয়েছি, কর হত্যা। দেখি, কোন্ অস্ত্র রাণা লক্ষসিংহের কন্যার কণ্ঠচ্ছেদ করে।

অলকা। রক্ষি!

রক্ষীর প্রবেশ

অলকা। চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাও কর্ণসিংহের কারাগারে।

রমা। খবরদার! ছুঁস্নি বল্‌ছি; আমি নিজেই যাচ্ছি। আবার আস্‌বো আমি তোমার এ শাঠ্যের বিচার কর্‌তে। আর তুইও শুনে রাখ্ মেবারের কুকুর, যে হাতে তুই শৃঙ্খল পরিয়েছিস্ সেই হাতেই তোর শিরশ্ছেদ কর্‌বো।

[রক্ষীসহ প্রস্থান

অলকা। কি-ক'রে এলে ভীম? তোমার মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌ছি।

ভীম। মহারাণি! আমি আপনার আদেশ পালন কর্‌তেই গিয়েছিলাম। উদ্ধত মন্ত্রী আপনাকে গ্রাহ্যই কর্‌লে না।

অলকা। বলপ্রয়োগ করতে পার্‌লে না?

ভীম। কর্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাণি, তার হাত ধরবামাত্রেই শত শত প্রজা একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ কর্‌লে। অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কুমার রঘুদেব তাদের এমনি ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে, আমি ত তুচ্ছ, আপনাকেও যদি তারা পায়, কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেল্‌বে। আর আপনার ভাইয়ের ত কথাই নাই, তার হত্যার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চল্‌ছে।

অলকা। রঘুদেব—রঘুদেবও এর মধ্যে! আমাকে হত্যা কর্‌বে দাদাকে হত্যা কর্‌বে! না, এ যে বিশ্বাস হ'চ্ছে না! কিন্তু ভীম তুমি একবার দাদাকে সংবাদ দাও ত যেন এই মুহূর্ত্তে আমার কক্ষে উপস্থিত হন্। যাও।

ভীম। (স্বগত) দাঁড়াও রঘুদেব তোমার ব্যবস্থা ক'চ্ছি।

[প্রস্থান

অলকা। আশ্চর্য্য! রঘুদেবও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো! এ যে আমি কল্পনাও করতে পাচ্ছি না। না, শত্রুর শেষ রাখ্‌বো না, কিসের মায়া? সব শত্রু; সবাই আমার অমঙ্গল চায়। আগুন, আগুন, চারিদিকে আগুন।

গীতকণ্ঠে চাবুকের পুনঃ প্রবেশ

চাবুক। গীত।

সে যে তোর আপন হাতে জ্বালা।
যে কাঁটা তুই আন্‌লি তুলে (সে যে) তোরই হবে কণ্ঠমালা।
তোর আপন জনে ভরা ছিল ঘর,
কর্ম্ম দোষে মিথ্যে রোষে
সবায় কর্‌লি পর;
হাঁকডাকে তোর ফাট্‌লো ধরা, আজ ত কেহ দেয় না সাড়া
লক্ষ পরিজনের মাঝে হায় অভাগি তুই নিরালা।

অলকা। তোমাকে না একদিন মাড়ওয়ারে দেখেছিলাম? কে তুমি?

চাবুক। তোমার অন্তরের নারী-শক্তি। ফেরো নারি, ফেরো; অনেক দূরে নেমেছ, আর কেন? রাজপুতনারী তুমি, এ পথ তোমার নয়!

অলকা। কোন্ পথ?

চাবুক। বল্‌বো? কেন তুমি এমন দুর্ব্বার হ'য়ে উঠেছ, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো? চণ্ডসিংহকে পাও নি ব'লে তুমি এমনি ক'রে নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাচ্ছ। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা—কিছুতেই তোমাকে শান্তি দিতে পার্‌বে না। তুমি কলঙ্কিনী, তুমি অসতী।

[প্রস্থান

অলকা। কি? কি? আমারই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কে তুই—

আমাকে—কই না, কেউ ত কোথাও নেই। কে বল্‌লে আমি কলঙ্কিনী। সত্যই কি তাই? না—না, মিথ্যাকথা। আমি রাজপুতনারী, আমি মেবারের মহারাণী, তাইত চণ্ডসিংহের মাথাটা কেউ আনতে পারলে না।

রঘুদেবের প্রবেশ

রঘুদেব। মা!

অলকা। রঘুদেব, তুমিও বিদ্রোহী!

রঘুদেব। না মা, আমি বিদ্রোহী নই; কিন্তু আর বোধ হয় আমি নিজেকে দমন করতে পারবো না। মাতুলের অত্যাচারের কাহিনী তোমার কাছে হয়ত এখনো পৌঁছায় নি। মেবারে ধন প্রাণ মান নিয়ে কেউ আর নিশ্চিন্তে বাস করতে পাচ্ছে না। কারণে অকারণে অযথা বিদেশীর হাতে প্রজাদের এ নির্য্যাতন আর কতদিন সইব মা?

অলকা। নির্য্যাতনের কথা পরে শুনবো। তুমি তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ, কেমন?

রঘুদেব। তুমি ভুল শুনেছ। তারা বারুদ হ'য়ে আছে, আমিই তাদের নিরস্ত্র ক'রে, তোমার কাছে ছুটে এসেছি। প্রতিকার কর মা, মেবারকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা কর।

অলকা। ধ্বংস যদি তার শিয়রেই এসে থাকে, আমি কি ক'রে রক্ষা করবো?

রঘুদেব। মাড়োয়াড়বাসীদের এই মুহূর্ত্তে দেশে ফিরে যেতে বল। তুমি রাজমাতা, রাজপ্রতিনিধি, তোমার হাতে মৃত্যুদণ্ডও তারা হাসিমুখে সইবে; কিন্তু অপরের হাতে নিজের সন্তানদের এই লাঞ্ছনা তুমি সহ্য ক'রো না।

অলকা। প্রজাদের জন্য আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে—পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো?

রঘুদেব। কেন দাঁড়াবে না? তুমি মা—তারা সন্তান,—এর মধ্যে

পিতা ভ্রাতা ব'লে কেউ নেই। তুমি নিজে না পার, আমি বল্‌ছি তাদের চলে যেতে।

অলকা। যদি—

রঘুদেব। বলপ্রয়োগে বাধ্য কর্‌বো।

অলকা। তুমি!

রঘুদেব। আমি একা নই; সঙ্গে থাকবেন কর্ণসিংহ, মন্ত্রিমশায় আর অসংখ্য মেবারের প্রজা।

অলকা। বুঝেছি রঘুদেব, আর বল্‌তে হবে না। তুমিই তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ, আমি মন্ত্রীর বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলাম, তুমিই তা ব্যর্থ করেছ; আমার অনুচরের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছ। তুমি বিদ্রোহী।

রঘুদেব। আমি বিদ্রোহী হ'লে দশহাজার মাড়োয়ারীর রক্তে এতক্ষণ রাজপথ সিক্ত হ'ত।

অলকা। রঘুদেব!

রঘুদেব। বিচার কর মা, নিক্তি ধ'রে বিচার কর। ভাইয়ের মুখ চেয়ে নয়, পিতার মুখ চেয়ে নয়,—রাজমাতার দৃষ্টি দিয়ে এ শাঠ্যের বিচার কর। চণ্ডসিংহের নির্ব্বাসন, কর্ণসিংহের কারাদণ্ড, মন্ত্রীর উপর অন্যায় আদেশ, সব সহ্য করেছি; নিরপরাধ বেহাগের সর্ব্বাঙ্গে কশাঘাত— তাও গায়ে মেখে নিলাম। কিন্তু মেবারের আপামর সাধারণের উপর এই নির্য্যাতনের প্রতিকার চাই।

অলকা। পাবে না।

রঘুদেব। মা, অনন্ত আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। তুমিও যখন মুখ ফিরিয়েছ, তখন আর উপায় নেই। আমার শেষ অস্ত্রই আমি প্রয়োগ করবো। যদি অসংখ্য মাড়োয়ারীর রক্তে মেবারের প্রান্তরে নদী বয়ে যায়, তখন আমায় দোষ দিও না।

প্রস্থানোদ্যোগ

দণ্ডাজ্ঞা হস্তে ভীমের প্রবেশ

ভীম। দাঁড়ান কুমার, আপনি বন্দী।

রঘুদেব। কার আদেশে? যোধমলের বোধ হয়? তাকে গিয়ে বল, সে এ রাজ্যের কেউ নয়, রঘুদেব তার আদেশ উন্মাদের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দেয়।

ভীম। এই নিন, পড়ে দেখুন।

দণ্ডাজ্ঞা প্রদান

রঘুদেব। মহারাণা মুকুলজীর আদেশ।

অলকা। সে কি? আমি ত কিছুই জানি না।

ভীম। মাতুল বললেন, আপনার না জানলেও চলে। কুমার কি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করবেন? না করেন, পেছনে পঞ্চাশজন রক্ষী আছে।

রঘুদেব। কোন প্রয়োজন নেই ভীম। মহারাণার আদেশ আমি অবনত মস্তকে পালন করবো। এস পরাও শৃঙ্খল।

অলকা। দাঁড়াও, আমি একবার রাণাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, না কোন প্রয়োজন নেই; পরাও শৃঙ্খল। ভীম, তুমি বলতে পার, রাণা স্বেচ্ছায় এ দণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করেছেন, থাক, থাক, কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি।

ভীম শৃঙ্খল পরাইল

কোথায় নিয়ে যাবে? কারাগারে? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আরও যত মেবারী আছে, সবাইকে বেঁধে এনে কারাগারে নিক্ষেপ কর। আর মাড়য়াড়ে যারা এখনো পড়ে আছে, তাদের মাথায় ক'রে নিয়ে এসে রাজভোগ খাইয়ে দাও।

রঘুদেব। মা, আমি বুঝতে পাচ্ছি, এ আমার চিরকারাবাসের সূচনা। তবু মহারাণার আদেশ আমি অমান্য করবো না। যাবার সময়

আবার তোমায় মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; তুমি মেবারের রাজমাতা, মাড়য়াড় তোমার কেউ নয়। যত শীঘ্র পার, এদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দাও। যদি নিজের শক্তিতে না পার, তোমার সেই নির্ব্বাসিত সন্তানকে স্মরণ করো। বিদায় জননী, বিদায়।

[ভীমসহ প্রস্থান

অলকা। কেন চোখে জল আসে? এত অপরাধে যে অপরাধী, তার জন্যে কেন প্রাণ কাঁদে? ভগবান, শান্তি দাও—শান্তি দাও।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দরবার

রণমল ও মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। দাদামশায়!

রণমল। কেন ভাই?

মুকুল। চল আমরা পালিয়ে যাই।

রণমল। পালাবি কেন রে শালা? তুই মেবারের মহামান্য রাণা—

মুকুল। ছাই রাণা। আমি রাণা হ'তে চাইনে। বড়দার রাণা হওয়ার কথা, সে আমায় না বলে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল; আর সবাই আমাকে ধরে বেঁধে রাণা করে দিলে! চল আমরা দু'জনে তাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

রণমল। দূর, তা কেমন করে হ'বে? সে রাণা হ'লে তোর লাভ কি?

মুকুল। রাম রাজা হ'লে ভরতের কি লাভ হ'তো দাদামশায়? হাঁ করে রইলে যে? রামায়ণ পড়েছ?

রণমল। তা আর পড়িনি?

মুকুল। বল ত সীতা কার বাপ্?

রণমল। অত কি আর মনে আছে?

মুকুল। তোমার মনে আছে শুধু দিদিমার কথা?

রণমল। যা বলেছিস ভাই। সব ভুলে যাই, কিন্তু তার কথা একটুও ভুল হয় না।

মুকুল। আচ্ছা দাদামশায়, দিদিমার হাতে তুমি মার খেয়েছ?

রণমল। মার খাইনি তবে কাণমলাটা প্রায়ই খেতে হত। একদিন হ'ল কি? যা—ভুলে গেছি।

মুকুল। দাদু, তুমি এত সরল, মামা এত শয়তান হল কি করে?

রণমল। চুপ চুপ, ওকথা বলতে নেই। আয় সিংহাসনে বসবি আয়।

মুকুলকে কোলে লইয়া সিংহাসনে উপবেশন। গীতকণ্ঠে বন্দিনীগণের প্রবেশ

বন্দিনীগণ। গীত।

সামলে চল শিশুরাণা লেগে গেছে বারোয়ারী,
পিছে তোমার ঘাপ্‌টী মেরে বসে আছে মাড়োয়ারী।
সুযোগ পেলে ধরবে কেশে,
বস্‌বে চেপে তোমার দেশে,
আদর করে কচি বুকে বসিয়ে দেবে তরবারি।
ওদের শয়তানীতে ভরা ভুঁড়ি
ধর্ম্ম কেবল টাকা চুরি,
দিনে দিনে মরুপুরীর বাড়ছে শুধু ঘোড়সোয়ারী।

[প্রস্থান

রণমল। এরা সব বলে কি,—অ্যাঁ?

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। পিতা, মন্ত্রী এসেছিল?

রণমল। কই, না।

যোধমল। সভাসদরা এখনো, কেউ আসেনি, না? মুকুল যাও ত বাবা তুমি খেলা করগে।

মুকুল। আমার একটা কথা ছিল মামা।

যোধমল। এখন অবসর নেই মুকুল, পরে শুনবো।

[মুকুলের প্রস্থান

কে আছ! বন্দী রঘুদেব।

রণমল। রঘুদেব বন্দী?

যোধমল। হ্যাঁ পিতা। মেবারের অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, শুধু এই রঘুদেবের ইঙ্গিত পেলেই তারা মরিয়া হয়ে আমাদের আক্রমণ করবে। রাজত্বের স্বপ্ন হয়ত একদিনে ভেঙ্গে যাবে।

রণমল। তা বলে শুধু শুধু একটা লোককে বন্দী,—

যোধমল। বন্দী কি পিতা? আরও কিছু করতে হবে। বৃদ্ধ রাণার হাতে ভগ্নী সম্প্রদান করেছিলাম কি মরুদেশের নীরস মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার জন্যে?

রণমল। তুমি কি মেবারের সিংহাসনটা নেবে না কি হে?

যোধমল। আপনাকে ত আগেই বলেছি।

রণমল। তা বটে। তবে কি জান? তুমি যেমন ছেলে, মুকুলও ত নাতী।

যোধমল। বেশ ত, মুকুলকে মাড়বারের সিংহাসনটা দিয়ে দিন।

রণমল। তাও হয়। তবে— না যোধমল, পরের রাজভোগের চেয়ে নিজের খুদকুঁড়োও ভাল। চল আমরা মাড়য়াড়েই ফিরে যাই।

যোধমল। তা হয় না পিতা। মুকুল এ রাজ্য রাখ্‌তে পার্‌বে না।

রণমল। তা বল্‌তে পার। তবে কি জান? নাতী কি না।

বন্দী রঘুদেব সহ ভীমের প্রবেশ

রঘুদেব। আমায় এখানে আন্‌লে কেন?

যোধমল। তোমার—বিচার হবে।

রঘুদেব। বিচারক কই ?

যোধমল। আমিই বিচারক।

রঘুদেব। তুমি বিচার করবার কে ? তোমার বিচার আমি মানি না।

যোধমল। না মানলেও ক্ষতি নেই ; তুমি বন্দী।

রঘুদেব। কৌশলে রাণাকে দিয়ে দণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছ, তাই আমি বন্দী। নইলে তোমার মত শৃগালের সাধ্য ছিল না, সিংহ-শাবককে বন্দী করে।

যোধমল। সংযত হও রঘুদেব।

রঘুদেব। আমার পিতার রাজ্যে আমার অসংযম লোকে সইবে ; কিন্তু তুমি কে ? তুমি আমাদের দেশে এ অসংযমের বন্যা বইয়ে দিয়েছ কেন ?

যোধমল। জিজ্ঞাসা কর তোমার পরলোকগত পিতাকে, শুভ্রকেশে বিবাহের মুকুট প'রে যে আমার তরুণী ভগ্নীর পাণি-গ্রহণ করেছিল। মাড়য়াড়-রাজকন্যার জন্য পাত্র কি আর ছিল না ?

রঘুদেব। অর্থাৎ তুমি সিংহাসনের জন্য ভগ্নী বিক্রয় করেছ ?

যোধমল। ঠিক তাই। এই জন্যই আজ মেবারের বিচার কর্ত্তা আমি।

রণমল। আর বিচারে কাজ নেই যোধমল। ওকে ছেড়ে দাও। যতই অপরাধ করুক ও রাণা লক্ষসিংহের পুত্র—মুকুলের ভাই। ওরই পিতার রাজ্যে বিদেশী আমরা, ওর গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারি না, যোধমল।

যোধমল। আপনি বুঝতে পারছেন না পিতা। এ বেঁচে থাকলে আমরা ত মরবোই, মুকুলকে পর্য্যন্ত বাঁচাতে পারবো না।

রণমল। অঁ্যা—তাই নাকি ? এত বড় শত্রু এই বালক ? তবে

এক কাজ কর যোধমল, রাজ্যটা ওকে দিয়ে মুকুলকে নিয়ে আমরা চলে যাই এসো।

যোধমল। সে ত কাপুরুষতা পিতা।

রণমল। তা ও ত বটে। তবে কি শাস্তি—দেবে দাও।

যোধমল। আমি ওর প্রাণদণ্ড দিলাম।

রণমল। প্রাণদণ্ড!

রঘুদেব। বেশ তাই হোক্! চেষ্টা করলে হয়তো আমি তোমারই প্রাণদণ্ড দিতে পারি। কিন্তু তা কর্‌বো না। কাল নিশিযোগে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমায় বলে গেছেন,—মেবারের উদ্ধারের জন্য রাজবংশের রক্ত চাই। ডাক জল্লাদকে, আমি এই মূহূর্ত্তে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

যোধমল। কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ

এই বন্দীকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কর। এই মূহূর্ত্তে আমি এর ছিন্নশির চাই।

রণমল। ওরে ও যোধমল, অমন কাজ করিস নে। মেবারের বুকের উপর রাণার পুত্রের শিরচ্ছেদ ধর্ম্মে সইবে না! ছেড়ে দে ছেড়ে দে, এখনি ছেড়ে দে, চেয়ে দেখ, ওর মুখে একটা স্বর্গের জ্যোতি, না না। এ হতে পারে না—যোধমল!

রঘুদেব। যাচ্ছি, যাচ্ছি মাতুল। চিতোরের মঙ্গলের জন্য রাজবংশের রক্ত আমি দিতেই এসেছি। শুধু যাবার আগে একটিবার মুকুলকে আমায় দেখাও।

যোধমল। না—না হবে না!

রঘুদেব। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য। দাদার সঙ্গে দেখা হলো না, বলদেব নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেল, রমারও সন্ধান নেই। মাতুল, রাজ-

বংশের ঐ একটি মাত্র স্মৃতি চিহ্ন ; আমি তার কাণে একটা মন্ত্র দিয়ে যাবো। একবার তাকে ডাক।

যোধমল। রক্ষি !

রণমল। অত নিষ্ঠুর হস্‌নে যোধমল। রসো, আমি ডাক্‌ছি।

রঘুদেব। না থাক্, আর যেতে হবে না। একবার সে এসে আমায় জড়িয়ে ধর্‌লে আর যেতে পারবো না। চল, চল, শীঘ্র চল। (ফিরিয়া) মেবার তুমি সুখী হও, তুমি শীতল হও।

[রক্ষীসহ প্রস্থান

রণমল। যোধমল, রঘুদেব, রক্ষি, না—এরা কেউ কথা শোনে না যাক্, আমি আর কি করবো ?

উপবেশন। তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। মুকুল, মুকুল,—এ কি মহারাজ, মেবারের সিংহাসনে আপনি ?

রণমল। তা—তা, ছেলেটা খেলা করতে গেল কিনা।

যোধমল। তুমি এখানে কেন ?

তারাবাঈ। আমি ত অনেক পরে এলাম। তুমি এখানে কেন ? তোমার পিতা এখানে কেন ? দশহাজার মাড়োয়ারী সৈন্যের এখানে কি প্রয়োজন ?

যোধমল। সে কথা তোমাকে বল্‌তে হবে নাকি ?

তারাবাঈ। হ্যাঁ, বল্‌তে হবে। আমি তোমার মায়ের হয়ে কৈফিয়ৎ চাই। এ তোমার মাড়য়াড় নয় যে আমাকে চোখ রাঙিয়ে স্তব্ধ করে দেবে !

রণমল। কি বলছো তুমি তারা !

তারাবাঈ। বল্‌ছি মহারাজ, মেয়ের বাড়ীতে আপনি কি বেড়াতে এসেছেন, না চিরকাল বাস করতে এসেছেন ?

রণমল। আমি ত বলছি দেশে চল কিন্তু যোধমল রাজী হচ্ছে না।

তারাবাঈ। রাজী না হয় তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যান আর যদি অন্য কিছু মনে করে থাকেন, সে উদ্দেশ্য আপনার সফল হবে না। মেবারের দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতগণ তাদের উপর বিদেশী শাসন ভার সহ্য করবে না।

যোধমল। যাও, যাও, অন্তঃপুরে যাও। কি বল্‌ছো পাগলের মত? আমাদের নিজেদের রাজ্য থাক্‌তে মেবারের সিংহাসনে আমাদের কি প্রয়োজন?

তারাবাই। প্রয়োজন নেই যদি মাড়োয়ারী সৈন্যদের নিয়ে এই মুহূর্ত্তে মেবার ছেড়ে চলে যাও।

যোধমল। তা কি হয়? মুকুল নাবালক, তার রাজ্যটা একটা সুবন্দোবস্ত করে যেতে হবে না?

তারাবাই। সে জন্য মেবারে বহু লোক আছে, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না, যোধমল।

অলকার প্রবেশ

অলকা। মহারাণা মুকুলজি—একি?

তারাবাঈ। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে যে? দেখে আনন্দ হচ্ছে না? মুকুল সিংহাসন থেকে নেমে খেলা করতে গেল, কাজেই বৃদ্ধ রাজাকে সিংহাসনে দেখেছ। এর পর একদিন মুকুল হয়ত আর খেলা করে ফিরবে না, বৃদ্ধ রাজাকেও সিংহাসন থেকে নামতে হবে না।

রণমল। না—না, তা কেন?

অলকা। তুমি কখন এলে মা? এত দিনে মেয়েকে মনে পড়ছে?

তারাবাঈ। মনে সর্ব্বদাই পড়ে মা, আসি নি ভয়ে। তুমি এখন মেবারের মহামান্য রাজমাতা, আর ত আমার সে স্নেহের পুত্তুলটী নও। মার চেয়ে বড় বন্ধু তোমার আর নেই, যে মহাপুরুষ নিজেকে নিঃস্ব করে

তোমাদেরই মঙ্গল সাধন করেছেন, তাঁকেই যখন তুমি নির্ব্বাসিত করেছ, তখন আমাকে ত গলা টিপেও মারতে পার।

রণমল্ল। আরে দূর, তাই কি কখনো হয়?

অলকা। মা!

তারাবাই। মেবার তোমায় আদর করে শুধু 'মা' হবার জন্য বরণ করে এনেছিল। তুমি তার খুব প্রতিদান দিয়েছ। চণ্ডসিংহকে দিয়েছ নির্ব্বাসন, সেনাপতিকে করেছ বন্দী, রাজ্যময় নিজের হাতে জ্বালিয়েছ শ্মশানের আগুন। কার জন্য ভেবে দেখেছ কি? মুকুলের জন্য নয় ওই যোধমল্লের জন্য।

যোধমল্ল। যাও, যাও, বিরক্ত করো না।

অলকা। দাদা, বেহাগকে কশাঘাত করেচ কেন?

যোধমল্ল। কারণ সে যার খায়, তাকেই অভিশাপ দেয়।

অলকা। জানি, তবু আমি যাকে এতদিন ক্ষমা করেছি, তুমি তাকে দু-দিন ক্ষমা করতে পারলে না?

যোধমল্ল। তুমি বুঝতে পাচ্ছো না ভগ্নি,—

অলকা। যাক্। কুমার রঘুদেবকে বন্দী করেছ কেন?

যোধমল্ল। মহারাণার অভিপ্রায়।

অলকা। মহারাণা তো উপলক্ষ্য মাত্র। আদেশটা তোমার, কিন্তু কেন।

যোধমল্ল। প্রজারা তার হাতের পুতুল মাত্র; একটা অঙ্গুলি হেলনে সে সমগ্র মেবারে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পারে।

তারাবাঈ। তবু সে অঙ্গুলি হেলন করেনি, এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে। এ কি তার দোষ না গুণ?

অলকা। বল।

যোধমল্ল। এ রাজনীতির মধ্যে তুমি এসোনা ভগ্নী।

তারাবাঈ। রাজমাতা, রাজপ্রতিনিধি, রাজনীতির মধ্যে আসবে না ; আসবে তুমি—রাণার মাতুল ?

রণমল। তুমি কিছু বোঝনা তারা।

অলকা। আর বোঝবার প্রয়োজন নেই। দাদা, রঘুদেবকে মুক্তি দাও।

যোধমল। সে বিদ্রোহ করবে।

রণমল। করবে কি, করেছে।

অলকা। না, রাণার বিরুদ্ধে সে কখনও বিদ্রোহ করবে না।

যোধমল। তবু তার মুক্তি রাণার অভিপ্রেত নয়।

অলকা। রাণার অভিপ্রায় আমি বুঝবো ; তোমাকে যা বল্‌ছি, তাই কর।

যোধমল। অলকা।

অলকা। অলকার আদেশ নয়, রাজমাতার আদেশ।

প্রস্থানোদ্যোগ.

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। দাঁড়াও, কথা আছে। আমার বহিস্কারের আদেশ দিয়েছে কে ?

অলকা। আমি !

নরসিংহ। কেন ?

রণমল। তুমি রাজদ্রোহী।

নরসিংহ। কে ও সিংহাসনে ? রাও রণমল ? মেবারের সিংহাসনে মাড়োয়াড়ী এসে বসেছে ? আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে উপভোগ ক'চ্ছ ? ধিক্ তোমাকে রাণী। মহাভুল করেছি তোমাকে আমরা রাণীর আসনে বরণ ক'রে।

যোধমল। মন্ত্রি !

নরসিংহ। চুপ, মাথা তুলবে ত গলা টিপে মারবো।

অগ্রসর হইয়া রাও রণমলকে

নেমে এস, নেমে এস এখনি, নইলে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো।

রণমল। তাই ত হে যোধমল, এ ত বড় শক্ত ঠাঁই দেখছি।

যোধমল। উঠবেন না পিতা।

রণমল। যা যা ব্যাটা, এখন মানে মানে বিদায় হই চল। শোন অলকা, তোমাদের দেশের লোকগুলো ভারী অসভ্য, এ অসভ্য দেশে আমি আর থাকছি না। এমন দেশে মানুষ থাকে?

[প্রস্থান

যোধমল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ ভগ্নী? পিতার এই অপমান—

নরসিংহ। নিজের ভাবনা ভাব মাড়য়াড় রাজকুমার। আমি তোমায় একপক্ষ সময় দিলাম। এর মধ্যে সমস্ত মাড়োয়ারীদের নিয়ে তোমার এ দেশ ত্যাগ করা চাই।

অলকা। সে কথা আমি বুঝবো।

তারাবাঈ। বোঝবার শক্তি আছে তোমার? তাহলে পুত্রের সিংহাসনে পিতাকে এনে বসাতে না, চণ্ডসিংহকে নির্ব্বাসন দিতে না, কর্ণসিংহকে কারারুদ্ধ করতে না, আর রাজ্যময় এই অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিতে না।

অলকা। মন্ত্রি! আমার আদেশ আপনি মানবেন কি না?

রণমল। না। আদেশ করবো আমি, তুমি পালন করবে।

যোধমল। বটে?

নর। তুমি ত কাল এসেছ। কি জানবে তুমি বালিকা—মেবারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? জানেন ঈশ্বর, আর জানতেন রাণা লক্ষসিংহ।

অলকা। আমারও জানতে বাধা নেই নিশ্চয়।

নরসিংহ। তবে শোন। পঁচিশ বৎসর আগে একদিন আমি আমার স্ত্রী আর একটী মরণাপন্ন পুত্রকে নিয়ে নৌভ্রমণ কচ্ছিলাম। প্রবল

ঝটিকায় তরণী জলমগ্ন হল। দৈবের অনুগ্রহে একটী ভেলা ভেসে যাচ্ছিল; তিনজনে তারই মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এমন সময় দেখলাম নদীর প্রবল স্রোতে এক যুবক নিশ্চিত মরণের মুখে ভেসে চলেছে। তার অসহায় আর্ত্তনাদ আমায় বিচলিত করলে! কিন্তু ভেলার আর এক বিন্দু ভার বহনের শক্তি ছিল না।

তারাবাঈ। তারপর? তারপর?

নরসিংহ। মনে করলাম,—আমার পুত্র ত মর্‌বেই, দুদিন আগেই বরং তার কাল রোগের শান্তি হোক। এই ভেবে সেই জ্বরকম্পিত রুগ্ন দেহ নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিলাম। স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার পুত্রের অনুসরণ করলে। আমি তখন সেই যুবককে ভেলায় তুলে নিলাম। সে যুবক আর কেউ নয়—রাণা লক্ষসিংহ।

তারাবাঈ। মন্ত্রিমশায়—আপনি—না না, আমি বড় অসুস্থ অলকা, একটু বিশ্রাম কর্‌বো।

[প্রস্থান

নরসিংহ। সেই দিন থেকে রাণী, সেইদিন থেকে মেবারের রাণা আমার অঙ্গুলি হেলনে চলেছেন, আমি যে পথে চলেছি—মেবারের রাজবধূরা বসনাঞ্চলে সে পথ ঝেড়ে দিয়েছে। আজ সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই; তাই রাণা লক্ষসিংহের রাণী আমাকে মেবার থেকে বহিস্কৃত করতে চায়।

যোধমল। এ আষাঢ়ে গল্পে আমরা ভুল্‌বো না। যদি সম্ভ্রমের ভয় থাকে চলে যাও।

নরসিংহ। যাবো—কাউকে বলতে হবে না। শুধু একটা মাস। এরই মধ্যে আমার শেষ কর্ত্তব্যটা আমি করে যাবো। নইলে রাণা লক্ষসিংহ স্বর্গ থেকে চোখের জল ফেল্‌বে; সে আমি সইতে পারবো না। জানি সবই যেতে বসেছে, তবু পোড়া ঘরের কাঠ।

নিঃশ্বাস ফেলিলেন

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। মা, মা, মেজদাদা কই ?

তারাবাঈএর প্রবেশ

তারাবাঈ। অলকা, তোর ছেলে রঘুদেব কই ?

অলকা। কেন তোমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আস্‌ছ ? কি হয়েছে মা ?

মুকুল। শীগ্‌গির বল, মেজদাদা কই ?

যোধমল। পরলোকে।

সকলে। পরলোকে।

স্বর্ণপাত্রে ছিন্নশির লইয়া জল্লাদের প্রবেশ

যোধমল। রঘুদেবের ছিন্নশির।

নরসিংহ ও তারাবাঈ। যোধমল!

অলকা। (সগর্জ্জনে) দাদা!

মুকুল। কি করলে মামা, কি করলে ?

নরসিংহ। দেখ রাণী, ভাল করে দেখ। তোমাকে আদর করে যারা সিংহাসনে বসিয়েছে, তোমার জন্য আজ তাদের কি অবস্থা দেখ।

তারাবাঈ। তুমিও দেখে নাও রাণি। এর জন্য তুমিই দায়ী, ধর্ম্মের কাছে তোমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে। যদি মানুষ হও, এর বিচার কর।

অলকা। বিচার করবো, কঠোর বিচার করবো। আমার ঘরে বসে, যারা আমার ছেলেকে হত্যা ক'রে আমি তাদের বাঁচতে দেবো না।

নরসিংহ। কর বিচার, দাও দণ্ড, জল্লাদের কর্ত্তব্যটা আমি পালন কচ্ছি।

তরবারি নিষ্কাসন

না, এত সহজে মৃত্যু তোমাকে দেবো না, তোমাকে তপ্ত কটাহে দগ্ধ করবো। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান

অলকা। বল্ দস্যু, কে তুমি মেবারের? কিসের স্পর্দ্ধায় আমার পুত্রকে হত্যা করেছ!

যোধমল। ভগ্নি!

অলকা। চুপ্, কে কার ভগ্নি? আমি রাজমাতা। এ মাড়য়াড় নয় মেবার; এখানকার প্রভু এই শিশু, আর তুমি তার অন্নদাস। অভিবাদন কর, কর, অভিবাদন।

যোধমল। অলকা!

অলকা। অলকা মরেছে, এ রাজমাতা, তোমার বিচারকর্ত্রী। অন্য দণ্ড তোমায় দিলুম না ঘাতক। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে, সমস্ত মাড়োয়াড়ীদের নিয়ে তোমার মেবার ত্যাগ করা চাই, মনে রেখো তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই—

যোধমল। কথা শোন ভগ্নি।

অলকা। কোন কথা নয়। বেরিয়ে যাও শয়তানের দল। কাল প্রভাতে যদি তোমায় মেবারে দেখতে পাই, আমি তোমায় মশানে বলি দেব!

যোধমল। হুঁ—আচ্ছা, তবে আমার আসল মূর্ত্তি দেখবে। [প্রস্থান

তারাবাঈ। চমৎকার!

মুকুল। মেজদাদা! মেজদাদা!

তারাবাঈ তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন, অলকা সজল নয়নে ছিন্নশির তুলিয়া লইলেন

অলকা। মায়ের কাছে সুবিচার পাওনি বলে অভিমানে চলে গেলে বাবা? জল্লাদের শক্তি ছিল না তোমাকে হত্যা করে তবু খাঁড়ার নীচে গলা বাড়িয়ে দিলে? ওরে নিষ্ঠুর, ওরে দুর্জ্জয় অভিমানী মাকে ক্ষমা চাইবার অবসরও দিলি নে? স্বর্গ থেকে কাণ পেতে শোন, তোমার অভিযোগের আমি বিচার করবো. কঠোর বিচার করবো।

[ছিন্নশির লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার

কর্ণসিংহ

কর্ণসিংহ। ধিক্ আমার বীরত্বে! কতকগুলো মূষিক অতর্কিতে আমায় বন্দী করলে! মেবারের সেনাপতি আজ একটা নারীর ইঙ্গিতে কারাগারে বন্দী। ছি ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথাটা নুয়ে পড়েছে।

রমার প্রবেশ

রমা। আমার কিন্তু আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কর্ণসিংহ। কে, রমা?

রমা। হ্যাঁ—রমা, তোমার দুর্মুখী স্ত্রী। মশানে বলি দেবে বলেছিলে না? দাও, বলি দাও। নারী ব'লে আমরা এতই তুচ্ছ—যে আমাদের কথা পুরুষের গায়েই লাগে না। একদিন না বলেছিলুম, মাড়োয়াড়ীরা এসে মেবার অধিকার ক'রবে? কেমন, অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে? না, আরও দেখবার সাধ আছে?

কর্ণসিংহ। তুমি এখানে কেমন করে এলে?

রমা। যেমন করে তুমি এসেছ।

কর্ণসিংহ। আমাকে এরা বন্দী করেছে।

রমা। আমাকেও।

কর্ণসিংহ। রমা!

রমা। ভেবেছিলাম, মেবারে আর আস্‌বো না। কিন্তু যখন শুনলুম আমার গণ্ডমূর্খ স্বামীটাকে এরা বন্দী ক'রেছে, তখন আর না

এসে পারলুম না। তোমার মুক্তি চাইলুম, দিলে না ; উল্টে আমাকেও কারাগারে ঠেলে দিলে।

কর্ণসিংহ। বেশ করেছে, মেবারের রাজকন্যা মেবারের কারাগারে গ'লে প'চে মর। কিন্তু কেন? কিসের জন্য এ নির্য্যাতন বরণ করলে নারি? আমি তোমার কে? আমার মুক্তিতে তোমার কি প্রয়োজন?

রমা। বারে বুদ্ধিমান,—তুমি আমার কে? ভাববার বিষয় বটে, কি জান? পিতা হাত ধ'রে সম্প্রদানটা করেছিলেন কি না, সেই কথাটাই ভুলতে পাচ্ছি না। জানি, তুমি নিতান্তই আমার অযোগ্য, বিবাহের পর আজ বার বছর আমাকে ভুলেও তুমি স্পর্শ করনি। তবু কেন যে মনটা তোমার জন্যই কাঁদে, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

কর্ণসিংহ। দোঁহাই রাজকন্যা, অনুগ্রহের পাত্র অনেক আছে, আমাকে তুমি ত্যাগ কর। তুমি জান না, নিজের অনিচ্ছায় শুধু মহারাণার অনুরোধে তোমাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। একদিনও তোমায় স্পর্শ করিনি। সর্ব্ব দায় থেকে আজ আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি। আমায় নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে দাও, এ অযোগ্য স্বামীকে তুমি ভুলে যাও রমা!

রমা। অযোগ্য বলেই ত ভুলতে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে ত্যাগ করলে তুমি নিতান্তই বেঘোরে মারা যাবে, এইজন্যই তোমাকে ত্যাগ করতে পাচ্ছি না। বুঝলে বুদ্ধিমান?

কর্ণসিংহ। রমাবাঈ!

রমা। বিবাহটা কি ছেলেখেলা সেনাপতি?

কর্ণসিংহ। বিবাহটা যদি ছেলেখেলা না হয়, স্বামীও ঘৃণার পাত্র নয়। তুমি এই বার বছর আমাকে ঘৃণাই করেছ।

রমা। ঘৃণা করিনি, দয়া করেছি ; কারণ—তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ।

কর্ণসিংহ। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আমি একাই ভোগ করবো,

তোমাকে তার অংশ গ্রহণ করতে হবে না।

রমা। এতদিন করিনি, এবার অংশ গ্রহণ করতে হবে বৈ কি?

কর্ণসিংহ। কারণ?

রমা। কারণ, বার বছর পরে আজ তোমার ব্রত উদ্‌যাপন।

কর্ণসিংহ। আরও বার বছর আমায় অপেক্ষা করতে হবে, তার পূর্ব্বে তোমাকে স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

রমা। কেন? কি তোমার ব্রত, আমি কি শুনতে পাই না?

কর্ণসিংহ। রমাবাঈ, তোমরা সবাই জান, আমি রাজপুত। কিন্তু আমি জানি, আমি অজ্ঞাতকুলশীল। আমার পিতামাতাকে আমি জানি না। এতদিনেও আমি তাদের সন্ধান পাইনি। আরো বার বছর আমি অপেক্ষা করবো। যদি জানতে পারি আমি হিন্দু, আমি রাজপুত, তবেই তোমাকে স্ত্রী ব'লে আমি গ্রহণ করতে পারি।

রমা। আর যদি হিন্দু না হও?

কর্ণসিংহ। বিবাহবন্ধন ছেদন করবো!

রমা। হায় নির্ব্বোধ, এই তোমার ব্রত! আমাকে এ কথা ব'ললে কবে যে এ ব্রতের মুণ্ডপাত হয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবার জাতের ব্যবধান! পিতা যখন তোমার হাতেই আমায় অর্পণ করেছেন, তখন তোমার যে জাত, আমারও তাই।

কর্ণসিংহ। আমি যদি মুসলমান হই?

রমা। আমি মুসলমানী।

কর্ণসিংহ। রমা, তোমার মুখে আজ একটা স্বর্গীয় জ্যোতি দেখছি।

রমা। দেখবার চোখ আছে তোমার? তা যদি থাকতো, দেখতে পেতে, কতখানি ভালবেসেছি তোমাকে আমি। আমি দুর্ম্মুখী বটে, কিন্তু সে তোমারি দোষে। তুমি যদি আমায় ভালবেসে কাছে টেনে নিতে, যদি রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসন না ক'রে প্রেমের সম্ভাষণে চালন

করতে, তবে আর আমি এমন অবাধ্য হ'তে পারতুম না। আমি নারী, প্রাণের মধ্যে আমারও আছে অনন্ত ভালবাসা, স্বামীকে পূজা করতে, নিজেকে নিঃশেষ ক'রে তার সেবা করতে আমিও জানি। আগে সে অধিকার দাও, তারপর ক'রো আমার নারীত্বের বিচার।

কর্ণসিংহ। রমা, বার বছর পরে আজ কারাগারে এলে তুমি বাসর-শয্যা রচনা করতে। কিন্তু আমার যে এখনো সময় হয়নি। এখনও আমি অজ্ঞাতকুলশীল—

রমা। আমি কুলশীলকে বিবাহ করিনি, বিবাহ করেছি একটা জলজ্যান্ত মানুষকে।

কর্ণসিংহ। তবু আমাকে আরও অপেক্ষা করতে হবে! প্রাণ গেলেও আমি আমার অন্নদাতা প্রতিপালকের বংশে কলঙ্ক লেপন করবো না।

রমা। স্বামি!

কর্ণসিংহ। রমা!

নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। বেরিয়ে এসো—বেরিয়ে এসো কর্ণসিংহ! ক্ষেত্র প্রস্তুত, শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। প্রজারা সব তৈরী হ'য়ে রয়েছে, শুধু একটা চালক চাই। এমন সুবর্ণসুযোগ আর পাবে না। শীঘ্র বেরিয়ে এসো।

কর্ণসিংহ। মন্ত্রিমশায়, আপনি—এখানে।

নরসিংহ। হাঁ, আমি এখানে! হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কি মূর্খ? চ'লে এসো।

কর্ণসিংহ। আপনি এখানে কেমন করে এলেন?

নরসিংহ। অসাধ্যসাধন করেছি। ক্ষিপ্ত প্রজাদের নিয়ে একরাত্রে সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করেছি। সব বন্দীদের মুক্ত করেছি, বাকী শুধু তুমি; তোমাকে পেলেই যজ্ঞ ষোলকলায় পূর্ণ হয়। এসো—এসো।

কর্ণসিংহ। মন্ত্রিমশায়, আপনি কি ?

নরসিংহ। আমি রাজপুত।

কর্ণসিংহ। রাজপুত ত অনেক দেখেছি; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এমন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত আর দেখোনি। রমা, তুমি না বলেছিলে, একটা বেতন-ভোগী ভৃত্য রাজপরিবারকে শাসন করে কোন্ অধিকারে ? দেখে নাও, মিলিয়ে নাও, অধিকার কাউকে দিতে হয় না, অর্জ্জন ক'রে নিতে হয়।

রমা। আমায় ক্ষমা করুন মন্ত্রিমশায়, আমি আপনার কন্যা!

নরসিংহ। জানি, সেজন্য বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। কর্ণসিংহ, এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছ ? এ সুযোগ নষ্ট করো না মূর্খ! রাণীর মন ভাইয়ের উপর বিষাক্ত হ'য়ে আছে।

কর্ণসিংহ। বলেন কি ? তবে ত এই উত্তম সুযোগ। এসো রমা।

নরসিংহ। রমা এখন থাক্, সঙ্কীর্ণ পথ, তিন জনে চল্‌তে গিয়ে বিপরীত ফল হবে।

কর্ণসিংহ। কর্ণ তা ব'লে স্ত্রীকে কারাগারে রেখে নিজে মুক্তি নেবে ?

নরসিংহ। পরেও ত উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে! বোঝ না কেন ছাই ?

রমা। ওগো, তুমি যাও, আমার জন্য কোন চিন্তা নেই। আমি রাজপুতের মেয়ে, মৃত্যুকেও ভয় করি না।

কর্ণসিংহ। না মন্ত্রিমশায়, আমি যাবো না।

নরসিংহ। যাবে না ? অকৃতজ্ঞ, পশু, দেশের জন্য বৃদ্ধ আমি অসাধ্যসাধন করেছি, আর তুমি একটা স্ত্রীর মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারবে না ?

রমা। যাও—যাও, দোহাই তোমার। আমার জন্য সমগ্র দেশটাকে অকূলে ভাসিয়ে দিও না।

কর্ণসিংহ। কিন্তু—না—না, রমা, এ অনুরোধ আমায় ক'রো না। তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রেখে আমার মুক্তি—মন্ত্রিমশায়, আমায় ক্ষমা করুন।

নরসিংহ। ক্ষমা!....আমি তোমায় অভিশাপ দেবো।

রমা। যাও—যাও, পায়ে ধরে মিনতি ক'চ্ছি, যাও।

কর্ণসিংহ। রমা, তোমার মুখে একি অপার্থিব জ্যোতি, তোমার চোখে একি স্বর্গীয় আলোক ছটা! আমি যাবো, তোমার অনুরোধ রক্ষা করবো, ব্রত উদ্‌যাপন হ'লো না। যদি আর দেখা না হয়,—মনে রেখো, আমি যাই হই, তোমার স্বামী। যদিও আমি অজ্ঞাতকুলশীল—

নরসিংহ। কে অজ্ঞাতকুলশীল? তুমি? সেকি? তুমি ত রাজপুত!

কর্ণসিংহ। রাজপুত দূরের কথা। আমি হিন্দু কিনা সন্দেহ।

নরসিংহ। বল কি নরাধম, রাণা লক্ষসিংহের জামাতা তুমি,—এতদিন পরে বল্‌ছো, তুমি হিন্দু নও? (বজ্রমুষ্টিতে হস্তধারণ) সত্য বল, তুমি কে?

কর্ণসিংহ। জানি না। এক মুসলমান আমায় নদীর মধ্যে পেয়েছিল। সে বলেছে, আমাকে আর মাকে কে একজন ভেলা থেকে ফেলে দিয়েছিল।

নরসিংহ। আঁ্যা—তুমি—কর্ণসিংহ, তাইতো, তোমার চোখের কোলে একটা তিল রয়েছে না? ঠিক্ ঠিক্, তোমাকে সে সরস্বতী নদীতে পেয়েছিল নয়? ওরে, আমার লোল দেহে কি যৌবনের জোয়ার এলো? আমি হাসবো না কাঁদবো?

কর্ণসিংহ। মন্ত্রিমশায়, আপনি এত চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন যে? আমার মনে হ'চ্ছে আপনি আমার পরিচয় জানেন।

নরসিংহ। জানি, একশোবার জানি, তুমি রাজপুত, তোমার পিতা রাজপুত, তুমি এই মেবারের সন্তান।

কর্ণসিংহ। কোথায় আমার পিতা? যদি জানেন, বলুন, উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

নরসিংহ। ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। হবেই ত? হবে না? যে পিতা নিষ্ঠুর জল্লাদের মত তোমায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে, তার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে না? পিতার সন্ধান চাও এসো তবে, আগে তোমার মাতৃভুমিকে রক্ষা কর, তবেই তোমার পিতাকে দেখতে পাবে, নইলে এ জন্মে নয়।

কর্ণসিংহ। তবে আর বিলম্ব নেই রমা, অচিরেই আমার ব্রত উদ্‌যাপন।

[নরসিংহের ও কর্ণসিংহের প্রস্থান

রমা। আমাকে সঙ্গে নিলে না, মনে করলে পথে নারী বিবর্জিতা। বেশ, দেখা যাক্। আমি তোমার সঙ্গেই যাবো, দেখি নারীর কোন শক্তি আছে কি না।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। কর্ণসিংহ! কে তুমি?

রমা। রাজকন্যা রমাবাঈ।

যোধমল। তুমি এখানে যে?

রমা। তাইত দেখ্‌ছি।

যোধমল। কর্ণসিংহ কোথায়?

রমা। খুঁজে দেখ।

যোধমল। তুমি জান না।

রমা। কেন জান্‌বো না?

যোধমল। বল কোথায় সে।

রমা। না-ই বা বললুম।

যোধমল। রমাবাঈ, আমি কে জান?

রমা। মাতুল শকুনি।

যোধমল। বাইরে অত বড় গর্ত্ত কিসের?

রমা। তোমাকে কবর দেওয়া হবে কি না, তাই।

যোধমল। বাচালতা রাখ নারি, নইলে তোমাকেও হত্যা কর্‌বো।

রমা। কর না, গলাটা বাড়িয়ে দিই।

যোধমল। অমন দর্প রঘুদেবও করেছিল, আমার হাতে প্রাণ দিয়েছে।

রমা। কি? কি? কি বল্‌লি রাক্ষস, রঘুদেবকে তুই হত্যা করেছিস্? আমার সর্ব্বত্যাগী, আত্মভোলা ভাই, তার বুকেও তুই দাঁত বসিয়েছিস্? ওরে, আমি কি কর্‌বো? কার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবো। পাষণ্ড, জল্লাদ, তোকেও আমি যমালয়ের পথ দেখিয়ে দেবো।

ছুরিকা বাহির করিয়া যোধমলের বক্ষ ভেদ করার চেষ্টা

যোধমল। (বাম হাতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তবে এই ছুরিকা তোমারই বক্ষ ভেদ করুক।

তরবারি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা গ্রহণ ও আক্রমণোদ্যোগ

রমা। (সহসা সরিয়া গিয়া তরবারি কুড়াইয়া লইলেন) এসো, দেখি যম কাকে স্মরণ করেছে।

হত্যার চেষ্টা। সহসা ভীমের প্রবেশ

ভীম। কুমার—

যোধমল। হত্যা কর।

ভীম ও রমার তরবারির সংঘর্ষ, রমা ক্ষতবিক্ষত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল

ভীম। থাক্, এইখানে মৃত্যুর প্রতিক্ষায়। শীঘ্র আসুন কুমার, মন্ত্রী নরসিংহ একটা সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত ক'রে প্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

যোধমল। ঠিক হয়েছে ভীম! ঐ দেখ কারাগারের বাইরে সুড়ঙ্গের এক মুখ। আর একটা মুখ কোথায় বল্‌তে পার?

ভীম। অন্দরের বাইরে। আমি সে মুখটা অধিকার করেছি।

যোধমল। বাস্, এ মুখটাও পাথর দিয়ে বন্ধ করি এসো। তারপর

একটা কাজ কর্‌তে হবে ভীম! রাণী মুকুলকে নিয়ে শ্মশানের দিকে গেছে। আজই মুকুলকে—

ভীম। বুঝেছি, হত্যা—

যোধমল। যদি পার, অর্দ্ধেক রাজত্ব; এসো—এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রমা। ভাই! ভাই! রঘুদেব, তোমার এই শোচনীয় পরিণাম! নির্ব্বোধ ব'লে, উন্মাদ ব'লে কতই তোমাকে অবজ্ঞা করেছি, আজ তোমার জন্য চোখের জল যে বাধা মানে না। দাঁড়াও, আমারও আর সময় নেই। উঃ! উঠবার শক্তি নেই, মাথাটা ধড় ছেড়ে ছুটে পালাতে চায়।

কর্ণসিংহ। (নেপথ্যে) রমা! রমা!

রমা। অঁ্যা। এ যে তাঁরই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

কর্ণসিংহ। (নেপথ্যে) রমা! সুড়ঙ্গের দুই মুখ বন্ধ, পাথরের উপর পাথর চাপিয়েছে। দেখ ত, যদি একটা পাথর সরাতে পার।

রমা। যাই—যাই—(উঠিবার চেষ্টা) ভগবান্, একটু শক্তি দাও। (উঠিবার চেষ্টা) উঃ—ওরে যম, একটা মুহূর্ত্ত আমায় ভিক্ষা দে।

কর্ণসিংহ। (নেপথ্যে) রমা!

রমা। যাই—যাই—

[অতিকষ্টে প্রস্থান

রমার পুনঃ প্রবেশ

রমা। উঃ—অসাধ্যসাধন করেছি। এসো মৃত্যু, এসো।

কর্ণসিংহ ও নরসিংহের পুনঃ প্রবেশ

কর্ণসিংহ। রমা! রমা! একি, এ যে ক্ষতবিক্ষত, মরণাপন্ন!

নরসিংহ। ধর্‌ মূর্খ, ধর্‌. শুশ্রূষা কর্‌।

কর্ণসিংহ। (অগ্রসর হইলেন) কিন্তু মন্ত্রিমশায়, আপনি ঠিক বল্‌ছেন, আমি রাজপুত?

নরসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি রাজপুত, তোমার পিতার নাম—

কর্ণসিংহ। বলুন, আমার পিতার নাম।

নরসিংহ। ক্ষেত্রসিংহ!

রমা। কোথায় তিনি? মরবার আগে একবার পদধূলি নিতে পারবো না?

নরসিংহ। কেন মর্‌বি মা? আমার যে অনেক সাধ, তোকে নিয়ে আমি নূতন ক'রে সংসার রচনা করবো। এমন মিলনের পুণ্য বাসরে মৃত্যুর কথা মুখে আনিস নি মা! অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছ কি কর্ণসিংহ? এই পলিত কেশ বৃদ্ধই তোমার পিতা।

কর্ণসিংহ। আপনি? আপনি আমার পিতা? তবে আজ পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ নাই।

রমা। না জেনে কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।

নরসিংহ। তুমি যে এইমাত্র সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছ মা। এসো মা আমার ভাঙ্গা ঘরের শোভাময়ী কমলা, তোমাকে নিয়ে আমরা সংসারে নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠা করবো।

রমা। তবে আমায় বাঁচিয়ে তুলুন, এমন আনন্দের দিনে আমি মরতে পারবো না।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান

পরিব্রাজকের বেশে বলদেবের প্রবেশ

বলদেব। আবার আমায় মেবারেই ফিরে আসতে হ'লো, যেখানেই যাই, মেবার আমায় পেছন থেকে টানে। আর সেই শিশু—মরি মরি, ক্ষুদ্র দেহে এত শক্তি! আমার এতদিনের ষড়যন্ত্র এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে, আমার জীবনের চিরন্তন স্রোতে উজান বইয়ে দিয়েছে। আর একবার রাজসভায় যেতে হবে, তাকে হত্যা করতে নয়, নতশিরে রাণা ব'লে অভিবাদন করতে। আঃ—এত বড় শান্তির আগার এই শ্মশান! কোন্ মহাপুরুষ এই শ্মশান শয্যায় অঙ্গ ঢেলে দিয়েছেন, দরদী বন্ধুরা তার চিতার উপর কত ফুলের মালা উপহার দিয়ে গেছে। কে বলে মহত্বের প্রতিদান নেই? আমি তবে কার আকর্ষণে ফিরে এলাম?

নাগরিকাগণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

নাগরিকাগণ। গীত।

প্রণাম লও—প্রণাম লও!
লক্ষ দরদী ভাসে আঁখিনীরে, নরদেব কথা কও।
নয়নে যে আর নাহি ধরে জল,
বাহুতে যে আর কারও নাহি বল,
শ্মশান হয়েছে কনকের পুরী, জানি না কেমনে সও।
এসো ফিরে এসো রহিও না ভুলে,
ভাঙ্গা তরী হায় ডুবিল অকূলে,
আবার সবার বেদনার বোঝা উন্নত শিরে বও।

বলদেব। হ্যাঁ গা, এ কোন মহাত্মার শ্মশানভূমি?

১মা। জান না? সে যে মেবারের নবরূপী দেবতা কুমার রঘুদেব।

বলদেব। রঘুদেব! কুমার রঘুদেব মৃত?

১মা। মৃত নয়, নিহত! মাড়োয়ারীরা তাকে মশানে বলি দিয়েছে।

[প্রস্থান

বলদেব। ভাই! ভাই! চিরভোলা মহাদেব, তোমার এই পরিণাম। নিজের ঘরে বিদেশীর হাতে তোমার এই লাঞ্ছনা! মেবারে কি মানুষ নেই? মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যগণ—সবাই কি মরেছে? রাজকুমারের এমন শোচনীয় মৃত্যু—না—না, কিসের অশ্রু? এই ত জীবনের সার্থকতা। সমগ্র দেশ যার চিতার উপর এমনি ক'রে পুষ্পারতি করে, তার মৃত্যু কত সুখের!

গীতকণ্ঠে বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

মরণ-জলধি-নীরে—
ভাসায়ে দিয়েছ ওগো নরদেব
জীবন-তরণীতীরে।
শান্তির ধামে তুমি ত গিয়েছ, পিছনে রহিল যারা,
অনল জ্বালায় তাহাদের হায় শুকালো জীবন ধারা,
দাও হে শক্তি, দাও হে বাহুবল,
মরণে করিতে জীবন সফল,
জাগো—জাগো প্রিয় অগণিত জন ভাঙ্গা মনোমন্দিরে।

বলদেব। কে রে? বেহাগ? মাড়োয়ারীরা দেশ অধিকার করেছে, নয়? হুঁ, এ আমি জানি। আর সব ভাল আছে বেহাগ? মন্ত্রী নর্বসিংহ, সেনাপতি কর্ণসিংহ আছে ত? দিদির কোন সংবাদ জানিস্? কেমন আছে মুকুল?

বেহাগ। কেউ ভাল নেই, যোধমল তাকে মশানে বলি দিয়েছে। পালিয়ে এসো কুমার, গলা টিপে মারবে।

বলদেব। বেহাগ! তুই একবার দাদার কাছে যেতে পারিস্?

যেমন ক'রে হোক্, তাঁর সন্ধান কর। শুধু বলবি, মাড়োয়ারীদের হাতে রঘুদেব প্রাণ দিয়েছে। [বেহাগের প্রস্থান

কে ও, মার্জ্জারের মত নিঃশব্দে এগিয়ে আস্‌ছে? এখানেও চক্রান্ত? দেখতে হ'লো। [প্রস্থান

অলকা ও পুষ্পস্তবক হস্তে মুকুলের প্রবেশ

অলকা। দাও বাবা, পুষ্পার্ঘ্য দাও, আর প্রার্থনা কর,—"হে আত্মভোলা মহাপুরুষ, আমি যেন তোমার মত জিতেন্দ্রিয় হই।"

মুকুলকে হাত ধরিয়া তুলিলেন

তুই যদি এমনি ক'রে কাঁদিস, আমি তবে কার মুখ চেয়ে থাক্‌বো মুকুল? কেউ নেই, আজ আর আমার কেউ নেই। বলদেবও যদি থাক্‌তো; এদের চেয়ে সেও আমাদের বন্ধু ছিল।

মুকুল। তোমাকে আর কি বলবো মা? তুমি খাল কেটে কুমীর এনেছ। এখনও কিছু হয় নি। আরও অনেক আছে। মামা আমার দিকে কেমন কট্‌মট্ ক'রে তাকায়। আমার মনে হ'চ্ছে, আমাকেও সে এমনি ক'রে মারবে।

অলকা। অ্যাঁ—তাই নাকি? এ কথা ত আমার মনে হয়নি। সত্যই ত—তার পক্ষে এ-ই স্বাভাবিক। তবে কি করবো রাণা? আমায় উপদেশ দাও।

মুকুল। আমার কথা যদি শোন মা, বড়দাদাকে ডেকে পাঠাও।

অলকা। সে কি এখনো বেঁচে আছে? আমি যে তাঁকে—না—না, তা হবে না, আমি তাকে ঘৃণা করি।

চাবুকের প্রবেশ

চাবুক। গীত।

তবে ভাঙ্গবো নাকি হাটে হাঁড়ি?
ধাপ্‌পা দিয়ে চল্‌বে না আর
তুই কলঙ্কিনী কড়ের্‌রাঁড়ি।

ভক্তিকুসুম গঙ্গাজলে
দিয়েছ যে চরণতলে,
প্রাণ সঁপে তায়, কালামুখি,
নিজের মাথায় দিলি বাড়ি।
মনে রে মিছে আঁখিঠারা,
তুই কুলটলানি দুকূলহারা,
তোরে শ্যালশকুনে ছিঁড়ে খাবে,
যেদিন লো তোর ছাড়্‌বে নাড়ী।

চাবুক। ঘৃণা নয় বধূ, ঘৃণা নয়। আমি জানি কেন তুমি তাকে ডাক্‌তে সাহস ক'চ্ছোনা, তুমি কলঙ্কিনী।

[প্রস্থান

অলকা। উঃ—মুকুল!

বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

মুকুল। কি হয়েছে মা? কেন অমন ক'চ্ছো মা?

কৃষ্ণপরিচ্ছদে আবৃত ভীম প্রবেশ করিয়া পিছন হইতে মুকুলের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতের উপক্রম করিলে বলদেব আসিয়া ভীমের ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া ছুরি কাড়িয়া লইলেন। ভীমের বংশীধ্বনিতে কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিত কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ

অলকা। একি!

বলদেব। বল্‌বার সময় নেই। মুকুলকে নিয়ে পালাও। যোধমল তাকে হত্যা—

ভীম ও সৈনিকগণ বলদেবকে আক্রমণ করিল

মুকুল। মা!

অলকার মুকুলকে কোলে তুলিয়া পলায়ন। ভীমের অলক্ষ্যে প্রস্থান। বলদেব একজন সৈনিকের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হইলে, সৈনিকগণের প্রস্থান

বলদেব। বুঝি শেষ রক্ষা হ'লো না।

অলকার প্রবেশ

অলকা। ছিনিয়ে নিলে—ছিনিয়ে নিলে। মুকুল! মুকুল! কি কর্‌বো? কার কাছে সাহায্য চাইবো। কেউ নেই—কেউ নেই।

বলদেব। রাখ্‌তে পাল্লে না? নিয়ে গেল? যাও কর্ণসিংহকে বল, মন্ত্রীকে বল।

অলকা। তারা বন্দী।

বলদেব। অভাগি, সব কূল হারিয়ে ব'সে আছ? যাও, আমি আর কি করবো? বুক চাপড়ে কাঁদ, আর পুত্রশোকের জন্য মনটাকে কঠিন ক'রে বাঁধ। তোমার নিজের কর্ম্মফল, কারও কোন দোষ নেই।

অলকা। তুমি কে?

বলদেব। তোমাদের পরমশত্রু বলদেব।

অলকা। বলদেব! তুমি আমাদের জন্য মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছ! তবে আর মুকুলের জন্য আমার দুঃখ নেই। আমি এক ছেলের বিনিময়ে আর এক ছেলে পেয়েছি।

বলদেব। আর একটু অগ্রসর হও। যাকে পেলে কোন অভাব মনে থাক্‌বে না, তোমার সেই জ্যেষ্ঠপুত্রকে স্মরণ কর! এ বিপদে তিনি ছাড়া আর কেউ প্রতীকার করতে পারবে না।

অলকা। বলদেব!

বলদেব। আদেশ দাও, বিলম্ব ক'রো না; প্রতিমুহূর্ত্তে মুকুলের জীবনের আশঙ্কা। বল, দাদাকে নিয়ে আসি; আমি এ অবস্থায়ও ছুটতে ছুটতে যাবো। যাবার সময় রাজপথ দিয়ে প্রজাদের চীৎকার ক'রে বলে যাবো, "তোমাদের রাণার জীবন মাড়োয়ারীদের হাতে বিপন্ন।" দাও, আদেশ দাও।

অলকা। তবে যাও বাবা,—আমি নির্ব্বাসনের দণ্ড প্রত্যাহার কর্‌লাম, যাও—আমার জ্যৈষ্ঠপুত্রকে নিয়ে এসো।

বলদেব। মা! যদি আর নাই আসি, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।

[প্রস্থান

অলকা। এসো পুত্র, অপরাধিনী মা চোখের জলে তোমায় আহ্বান ক'র্‌ছে, তাকে ক্ষমা ক'রে আপনি ঘরে ফিরে এসো।

গীতকণ্ঠে চাবুকের প্রবেশ

চাবুক ; গীত।

তবে ভোর হ'লো ভোর রাত্তি।
আঁধার ঘরের আঙিনাতে উঠবে জেগে অরুণভাতি।
আপন যারা পর হয়েছে
লুটবে আবার পায়ে,
সারা জগৎ প্রলেপ দেবে
মনের গোপন ঘায়ে ;
মা যদি তুই হ'লি মাগো,
মায়ের ব্রত ভুলিস্ না গো,
সুখে দুঃখে থাক্ মা হ'য়ে মা-হারাদের চিরসাথী।

[প্রস্থান

অলকা। ভগবান্, সইবার শক্তি দাও।

[প্রস্থান

উল্কা ও গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। কেন আর হয়রান কচ্ছিস্ মাইরী? দেখ্‌লি ত, চারদিকে জাল পাতা, পালাবার উপায় নেই।

উল্কা কি বলবো, সাতদিন আমি জলটুকু মুখে দিইনি, তার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ এলিয়ে পড়ছে।

গন্ধমাদন। আমার কোলে মাথা রেখে শোনা, আমি বাতাস কচ্ছি।

উল্কা। আমায় এখানে আন্‌লি কেন?

গন্ধমাদন। রাণী বলেছে, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

উল্কা। আমার উপর রাণীর এত সতীনের জ্বালা কেন?

গন্ধমাদন। তুই চণ্ডসিংহকে ভালবাসিস্‌ কেন?

উল্কা। তিনি আমার স্বামী।

গন্ধমাদন। তার আগে আমি তোর সোয়ামী।

উল্কা। আমার সমস্ত মনপ্রাণ সব আমি তাঁকে দিয়ে ফেলেছি।

গন্ধমাদন। দিগে যা, তবু আমি তোকে বিয়ে কর্‌বো।

উল্কা। হায় মূর্খ, এতখানি নিষ্ঠা যদি ভগবানের সাধনায় ব্যয় কর্‌তে, তা'হলে পৃথিবী তোমার পায়ে মাথা নত কর্‌তো।

গন্ধমাদন। আয়—আয়, চ'লে আয়।

হস্তধারণ। উল্কা চপেটাঘাত। ভীমের প্রবেশ

ভীম। আগুনের শেষ রাখবো না।

গন্ধমাদন। কে ও? ভীমখুড়ো? দেখ বাবা, ছুঁড়ীকে এদ্দুর নিয়ে এলাম তবু উনুনমুখী বাগ মান্‌ছে না। কি বল, তা'হলে রাণীর কাছে নিয়ে যাই, জোর ক'রে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে।

ভীম। যা—যা, ও বিয়ে কর্‌বো; বিয়ে করব আমি।

গন্ধমাদন। অ্যাঁ! ভেড়ের ভেড়ে বলে কি? আমি এদ্দিন পিছে পিছে ঘুরে মরছি, এতদূর থেকে আমি ভুলিয়ে নিয়ে এলাম, আর বিয়ে করবি তুই? দূর শালা খুড়ো!

ভীম। পালা বল্‌ছি, নইলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো।

গন্ধমাদন। তোর মাথার খুলি ওড়াবো।

ভীম। চ'লে এস উল্কা!

গন্ধমাদন। ভাগ্।

সামনে আসিযা ভেংচি কাটিল। ভীমের চপেটাঘাত। গন্ধমাদন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল

ভীম। এস উল্কা।

গন্ধমাদন। এইটেই কি ধর্ম্ম হ'ল ভীম ?

প্রবল বেগে ক্রন্দন

ভীম। কি আমার ধার্ম্মিক রে ? চ'লে এস।

উল্কা। খবরদার, ছুঁসনি, আমি নিজেই যাচ্ছি রাজবাড়ীতে, দেখি কার ক'টা মাথা গজিয়েছে।

[স্থান

ভীম। যা এখন বাড়ী যা।

[কাণ মলিয়া দিযা প্রস্থান।

গন্ধমাদন। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে ? শালা খুড়ো জানে-প্রাণে মজালে রে। আমি জমি বেচে বাসর ঘর করেছি, গরু বেচে খাট কিনেছি। ওরে আমি কাকে নিয়ে বাসর ঘরে যাব ? আমি মরবো,—গলায় কলসী বেঁধে মরবো। না, আগে সব গোপন কথা ফাঁস করি, ভীমা ব্যাটা শূলে যাক্, তারপর মরবো। ওরে আমার—হুঁ !

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বনপার্শ্ব

পূরবীকে বক্ষে লইয়া চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। চোখ মেলো পূরবী, আর আগুন নেই, আমরা অনেক দূরে চ'লে এসেছি।

পূরবী। আগুন নেই? কি দেখ্‌লাম দাদা? আগুনের কুণ্ডের মধ্যে আমার মা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকৃছে।

চণ্ডসিংহ। ও কথা বলিস নে বোন্ মুকুলকে হারিয়েছি, তুইও যদি চ'লে যাস্, কাকে নিয়ে থাকবো বল্?

পূরবী? কেন দাদা, আমার জন্যে তোমার এত প্রাণ কাঁদে? একবার ত ম'রেই গিয়েছিলাম, তুমিই বাঁচিয়ে তুল্‌লে। আজ আবার কে ঘরে আগুন দিলে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তুমি আমায় নিয়ে বেরিয়ে এলে। ইস্, তোমার যে অনেকটা পুড়ে গেছে।

চণ্ডসিংহ। তা হোক্, তোকে যে বাঁচাতে পেরেছি, এই আমার সান্ত্বনা, পূরবি!

পূরবী। দেখছি, আমি না মর্‌লে আর তোমার শান্তি হবে না।

চণ্ডসিংহ। তারা কি তোকে মারতে আসে পাগলি? আমাকেই লক্ষ্য করে। তোর গায়ে গিয়ে লাগে।

পূরবী। না দাদা, মা বলেছিল, আমি অলক্ষ্মী, যার কাছে যাবো, তাকেই জ্বালাবো। বাপ, ভাই, বোন সবাইকেই আমি খেয়েছি; বাকী ছিল মা, তাকে শুদ্ধু গ্রাস করেছি।

চণ্ডসিংহ। বলিস কি বুড়ী? অতগুলো মানুষ কচি কচি দাঁত দিয়ে কেমন ক'রে চিবিয়ে খেলি বল্ ত? হাঃ হাঃ হাঃ!

পূরবী। দাদা, তুমি একটু শোও; আমি বাতাস ক'চ্ছি।

চণ্ডসিংহ। সত্যই পূরবি, আমার চোখে যেন পৃথিবীর ভার নেমে আসছে। সব অন্ধকার,—সব অন্ধকার!

পূরবী। শোও দাদা।

চণ্ডসিংহ। (স্বগত) হয় ত এই আমার কাল ঘুম। দেহে একবিন্দু শক্তি নেই; (প্রকাশ্যে) পূরবি, আমার একটা কথা শোন দিদি! যদি আমার কিছু হয়, তুই রঘুদেবের কাছে চ'লে যাস্। আর না হয় উল্কার

গন্ধমাদন। ভাগ্।

সামনে আসিয়া ভেংচি কাটিল। ভীমের চপেটাঘাত। গন্ধমাদন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল

ভীম! এস উল্কা।

গন্ধমাদন। এইটেই কি ধর্ম্ম হ'ল ভীম?

প্রবল বেগে ক্রন্দন

ভীম। কি আমার ধার্ম্মিক রে? চ'লে এস।

উল্কা। খবরদার, ছুঁসনি, আমি নিজেই যাচ্ছি রাজবাড়ীতে, দেখি কার কটা মাথা গজিয়েছে।

[স্থান

ভীম। যা এখন বাড়ী যা।

[কাণ মলিয়া দিয়া প্রস্থান।

গন্ধমাদন। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে? শালা খুড়ো জানে-প্রাণে মজালে রে! আমি জমি বেচে বাসর ঘর করেছি, গরু বেচে খ'ট কিনেছি। ওরে আমি কাকে নিয়ে বাসর ঘরে যাব? আমি মরবো,—গলায় কলসী বেঁধে মরবো। না, আগে সব গোপন কথা ফাঁস করি, ভীমা ব্যাটা শূলে যাক্, তারপর মরবো। ওরে আমার—হুঁ!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বনপার্শ্ব

পূরবীকে বক্ষে লইয়া চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। চোখ মেলো পূরবী, আর আগুন নেই, আমরা অনেক দূরে চ'লে এসেছি।

পূরবী। আগুন নেই? কি দেখ্‌লাম দাদা? আগুনের কুণ্ডের মধ্যে আমার মা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।

চণ্ডসিংহ। ও কথা বলিস নে বোন্‌ মুকুলকে হারিয়েছি, তুইও যদি চ'লে যাস্‌, কাকে নিয়ে থাক্‌বো বল্‌?

পূরবী? কেন দাদা, আমার জন্যে তোমার এত প্রাণ কাঁদে? একবার ত ম'রেই গিয়েছিলাম, তুমিই বাচিয়ে তুল্‌লে। আজ আবার কে ঘরে আগুন দিলে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তুমি আমায় নিয়ে বেরিয়ে এলে। ইস্‌, তোমার যে অনেকটা পুড়ে গেছে।

চণ্ডসিংহ। তা হোক্‌, তোকে যে বাচাতে পেরেছি, এই আমার সান্ত্বনা, পূর্বি!

পূরবী। দেখছি, আমি না মর্‌লে আর তোমার শান্তি হবে না।

চণ্ডসিংহ। তারা কি তোকে মার্‌তে আসে পাগলি? আমাকেই লক্ষ্য করে। তোর গায়ে গিয়ে লাগে।

পূরবী। না দাদা, মা বলেছিল, আমি অলক্ষ্মী, যার কাছে যাবো, তাকেই জ্বালাবো। বাপ, ভাই, বোন সবাইকেই আমি খেয়েছি; বাকী ছিল মা, তাকে শুদ্ধু গ্রাস করেছি।

চণ্ডসিংহ। বলিস কি বুড়ী? অতগুলো মানুষ কচি কচি দাঁত দিয়ে কেমন ক'রে চিবিয়ে খেলি বল্‌ ত? হাঃ হাঃ হাঃ!

পূরবী। দাদা, তুমি একটু শোও; আমি বাতাস ক'চ্ছি।

চণ্ডসিংহ। সত্যই পূরবি, আমার চোখে যেন পৃথিবীর ভার নেমে আস্‌ছে। সব অন্ধকার,—সব অন্ধকার!

পূরবী। শোও দাদা।

চণ্ডসিংহ। (স্বগত) হয় ত এই আমার কাল ঘুম। দেহে একবিন্দু শক্তি নেই; (প্রকাশ্যে) পূরবি, আমার একটা কথা শোন দিদি! যদি আমার কিছু হয়, তুই রঘুদেবের কাছে চ'লে যাস্‌। আর না হয় উদ্ধার

কাছে—অভাগিনী কোথায় যে গেল, বুঝতে পাচ্ছি না। থেকে থেকে শুধু মনে হয়, উল্কা বিশ্বাসঘাতিনী নয়।

পূরবী বাতাস করিতে লাগিল

চণ্ডসিংহ। না—না, ওরে বাতাস করতে হবে না। জ্বালা ত দেহে নয়, মনে। সেই গানটা একবার গা ত দিদি।

পূরবী। গীত।

মেবার! মেবার! মেবার!
ভুবন-জন-গণ-বন্দিত মম অতুল শান্তি-পারাবার।
লক্ষ বাসনার লক্ষ্য তুমি মা,
জীবন-সাধনার তীর্থ তুমি মা,
তোমারে ঘিরে ঘিরে আমার আমিটি রে
চালন করিযাছি জীবনে অনিবার
যেথায় থাকি মাগো, আমার আঁখি আগে
তোমার মুরতি মা সদাই যেন জাগে,
জনমে জনমে তুমি
হ'য়ো মা জনম-ভূমি
মরণে দিও কোল নয়ন মুদিবার।

পূরবী। ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন মানুষেরও শত্রু হয়! সব আমার দোষ; আমি অলক্ষ্মী, আমার জন্যই একদিনও তুমি শান্তি পেলে না! ওই আবার কার পায়ের শব্দ!

[চণ্ডসিংহের পরিত্যক্ত ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্থান

উন্মুক্ত তরবারিহস্তে চক্রপাণির প্রবেশ

চক্রপাণি। ব্যাটার কি কৈ মাছের জান! অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পোড়ে না। এইবার ভাল ক'রে বাগে পেয়েছি। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে; হয় ত ম'রেই গেছে। ছুরীটাও কাছে নেই। ভাল সুযোগ মিলেছে।

অগ্রসর হইল

ধনুর্ব্বাণহস্তে পূরবী আসিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইল

চক্রপাণি। এক কোপে মাথাটা কেটে নিয়ে যাই। একটা মাথার দাম দশ হাজার মোহর!

তরবারি উঠাইল, এমন সময় পূরবীর শর তাহার পৃষ্ঠভেদ করিল; সে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল; পূরবী তরবারি কুড়াইয়া লইল

পূরবী। আর নয়; আর আমি তোমার কাছে থেকে তোমার অশান্তি বাড়াবো না। (চণ্ডসিংহের পা দু'খানি বুকে লইয়া বসিল) এই পা দু'খানি মনের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আমি আজ চ'লে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা ক'রো।

[তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। কে ডাক্‌লে? কে আমার পায়ে চোখের জল ফেল্‌লে। পূরবি!

পূরবী। (নেপথ্যে) দাদা!

চণ্ডসিংহ। পূরবি!

পূরবী। বিদায়।

চণ্ডসিংহ। ফিরে আয়, ফিরে আয়।

পূরবী। (দূর হইতে) ভুলে যাও।

চণ্ডসিংহ। চ'লে গেল, পূরবীও আমায় ছেড়ে চ'লে গেল। তবে আর কেন? আমারও জীবনের অবসান হোক্। আয় ওরে শত্রুর দল, আর ঘরে আগুন দিতে হবে না, শরক্ষেপ করতে হবে না; আমি নিজের মাথাটা তোদের উপহার দিচ্ছি। আমার অস্ত্র কই?

চক্রপাণিকে মাড়াইয়া দিলেন

চক্রপাণি। উঃ।

চণ্ডসিংহ। কে? কে তুমি? পৃষ্ঠে আমারই বিষাক্ত শর বিদ্ধ হ'য়ে আছে। বল, কে তোমার এ দশা করলে?

চক্রপাণি। ওই গন্তানী হারামজাদী! দশহাজার মোহর পেতে দিলে না; তোমার মাথাটা কেটে রাণীকে উপহার—উঃ, আমার বোনটাও গেল, দশ হাজার মোহরও গেল।

চণ্ডসিংহ। তুমি কে?

চক্রপাণি। আমি উল্কার ভাই।

চণ্ডসিংহ। ভাইবোনে ষড়যন্ত্র ক'রেও আমার প্রাণটা নিতে পারলে না?

চক্রপাণি। না—না, উল্কার দোষ নেই। আমাকে বাঁচাতে সে নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। উঃ—

চণ্ডসিংহ। বাজ হানো বজ্রধারি, আমার মত অকৃতজ্ঞের বাঁচবার কোন অধিকার নেই। আমি মূর্খ, কুচক্রীর প্রতারণায় জীবনদাত্রকে দু'পায়ে মাড়িয়েছি। নিজে উপবাসী থেকে আমার মুখে সে ফল জল তুলে দিয়েছে, বিনিদ্র রজনী জেগে আমার কুটিরে প্রহরা দিয়েছে, ভাই বন্ধু সবাইকে ত্যাগ ক'রে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে; তবু আমি নিষ্ঠিবনের মত পথের ধূলোয় ফেলে এসেছি। নিশ্চয়ই সে মর্ম্ম বেদনায় আত্মহত্যা করেছে। আমার শাস্তি হবে না? ওঠ, আততায়ী, ওঠ, আমার শিরশ্ছেদ কর, আমি একটুও বাধা দেবো না।

চক্রপাণি। আর কোনও লাভ নেই। মরতে বসেছি, শক্তিও নেই। দশহাজার মোহর—ও-হো-হো! রাণী মা বলেছিল—

চণ্ডসিংহ। চুপ্—চুপ্, ওরে মৃত্যুপথযাত্রি, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোর অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে, শুধু একবার বল ভাই, এ কথা মিথ্যা; বল—মা আমায় ফিরিয়ে নিতে পাঠিয়েছেন।

চক্রপাণি। মিথ্যে নয় যুবরাজ; আমি পারি নি, আমার মত আরও আছে, মাথা তোমার যাবেই। উঃ—জ্বালা, জ্বালা; ওই দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি গে। উঃ—

[প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। সেই মা, যার কথা মনে হ'লে প্রাণে আনন্দের লহর ব'য়ে যায়, আমিই যাকে আদর ক'রে—মায়ের আসনে এনে বসিয়েছি, যার মুখের কথায় প্রিয় জন্মভূমিকে ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি,—এই তুচ্ছ প্রাণটা নেবার জন্য তিনি এত লালায়িত! ওরে, এত দুঃখ আমি কেমন ক'রে সইবো?

গীতকণ্ঠে বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ। গীত।

সহিতে জনম যার
ঘোচে না তাহার বক্ষ বেদনা, শুকায়না আঁখিধার।
সাগরে নামিলে শুকায় সাগর উপরে মরুভূ শূন্য
ব্যর্থ সকলি দানাধ্যান যাগ, বিফল সমূলে পুণ্য;
নিঠুর বিধাতা যাহারে নিদয়,
শোকের পাহাড় সে যে শিরে বয়,
বাজের আঘাত তবু পড়ে বুকে এত তার অবিচার

চণ্ডসিংহ। কে? বেহাগ এলি? কোথা থেকে আসছিস্ ভাই? কেমন আছে মুকুল? মেবারের কুশল ত? আনতমুখে অশ্রুবর্ষণ কচ্ছিস? বুঝেছি বেহাগ, কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছিস্। পূরবী গেল, উল্কা গেল, মেবারের পথ চিররুদ্ধ। আমি জানি, এতেও নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা শেষ হয় নি। বল্ ভাই, আর কি দুঃসংবাদ এনেছিস্।

বেহাগ। কুমার রঘুদেব—

চণ্ডসিংহ। রঘুদেবও এসেছে? কই, কোথায় রঘুদেব?

বেহাগ। যুবরাজ!

চণ্ডসিংহ। না—না, আমি বল্‌ছি। বল বেহাগ, কুমার রঘুদেব—?

বেহাগ। মাড়োয়ারীদের হাতে নিহত।

চণ্ডসিংহ। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? শুন্‌তে ভুল করি নি ত?

ওরে বেহাগ, এর চেয়ে তুই আমার বুকে ছুরিকাঘাত কল্লিনে কেন? রঘুদেব নিহত, মাড়োয়ারীদের হাতে! নির্ব্বিরোধী ভোলানাথ নিজের ঘরে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত। আমি এর প্রতিশোধ নেবো; মাড়য়াড়কে মূলশুদ্ধ উপড়ে এনে আরাবল্লীর উপর আছড়ে মারবো। বেহাগ, মন্ত্রী আর সেনাপতি এর কোন প্রতীকার কল্লেন না?

বলদেবের প্রবেশ [বেহাগের প্রস্থান

বলদেব। তাঁরা বন্দী।

চণ্ডসিংহ। বলদেব, তুমিও এসেছ? তুমিও কি রঘুদেবের হত্যা নীরবে সহ্য করলে?

বলদেব। কেউ সহ্য করতো না দাদা, আমরা কেউ আগে জানতে পারি নি।

চণ্ডসিংহ। ওঃ বলদেব, এ যে কি দুঃসহ জ্বালা—তোকে আমি বোঝাতে পারবো না। তুই চিরদিন তাকে ঘৃণা করেছিস, আমি করেছি শ্রদ্ধা। কে রাখবে আর মেবারের মর্য্যাদা? কে ধরবে তার অন্ধকার পথে আশার দীপশিখা? মন্ত্রী বন্দী, সেনাপতি বন্দী, মাড়য়াড় পঙ্গপালের মত মেবারের চতুঃসীমা ছেয়ে ফেল্‌বে। কে রক্ষা করবে আমার মুকুলকে?

বলদেব। কেউ নেই দাদা, কেউ নেই। মুকুলকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে। প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ; মহারাণী পথে পথে আর্ত্তনাদ ক'রে বেড়াচ্ছেন।

চণ্ডসিংহ। কি বল্‌বো বলদেব? মুকুলকে অবরুদ্ধ করেছে? আমাদের মা পথে পথে আর্ত্তনাদ কচ্ছেন? ওরে বলদেব, তুই এখনো বেঁচে আছিস? মুকুল বন্দী, মা বিতাড়িত,—এ দেখেও কি তোর অভিমান গেল না?

বলদেব। দাদা—(নতজানু) আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, আমি আর সে বলদেব নাই। মুকুল আমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

চণ্ডসিংহ। শ্মশানের বহ্নিজ্বালার মধ্যে একি শান্তির প্রস্রবণ!

আয়, তবে আমার বুকে আয়; যা করেছিস ভুলে যা; কনিষ্ঠ তোরা, তোদের সব দায় আমার উপর চাপিয়ে দে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যা বলেছিলেন, আমিও তোদের দুটী ভাইকে সেই কথা বলছি।

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

বলদেব। দাদা, বাড়ী চল, তুমি না গেলে মুকুলকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

চণ্ডসিংহ। আমি যাবো? ওরে, কেমন করে বোঝাবো, মেবারে ফিরে যাবার জন্য প্রাণ আমার কত ব্যাকুল? কিন্তু আমি যে মায়ের আদেশে চির-নির্ব্বাসিত।

বলদেব। তিনিই তোমাকে স্মরণ করেছেন।

চণ্ডসিংহ। মা আমায় স্মরণ করেছেন? সত্য বলদেব, মা আমার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন? আমি যাবো, এখনি যাবো। ছুটে চল্ বলদেব, ছুটে চল্।

দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ; হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল

বলদেব। কি দাদা?

চণ্ডসিংহ। (চোখে জল আসিল) আজ আর পূরবী নেই, আজ আর উল্কা নেই। রঘুদেবও গেল! ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

দরবার কক্ষ

সিংহাসনে রাও রণমল, যোধমল দণ্ডায়মান

যোধমল। এইবার বোধ হয় আপনি বুঝতে পারছেন পিতা, মুকুলকে রাণা করা কারও উদ্দেশ্য নয়। মেবারের মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপুত্রগণ প্রত্যেকেই নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে চায়।

রণমল। তা এক রকম বুঝতে পারা যাচ্ছে বৈ কি?

যোধমল। তবে মুকুলকে রাণা ক'রে লাভ?

রণমল। লাভ ত কিছু দেখ্‌ছি না। তবে নাতী কিনা! তার রাজ্যটা—

যোধমল। আপনি না নেন, আমি নিজেই—

রণমল। না—না, তা বল্‌ছি না। এ এক রকম মন্দ লাগ্‌ছে না; তবে আমি ম'রে গেলে—

যোধমল। কোন ভয় নেই পিতা! আপনার মৃত্যুর পর মুকুলই রাণা হবে, ততদিনে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হো'ক্।

রণমল। বেশ—বেশ, তাহ'লে আর কোন কথা নেই। হ্যাঁ হে, মুকুলকে কোথায় রেখেছ?

যোধমল। তাকে খুব নিরাপদে রক্ষা করেছি পিতা! আপনি দেখতে চান?

রণমল। আরে না—না হাজার হোক একটা চক্ষুলজ্জা আছে ত? তা' দেখ অলকাকে দেখছি না কেন বল ত?

যোধমল। সে কথা আর কি বল্‌বো পিতা? লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। অলকা চণ্ডসিংহের জন্য পাগল হ'য়ে গিয়েছে। স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি, মনে মনে সে এতদিন চণ্ডসিংহকেই ভজনা করেছে! তার কথা ভুলে যান পিতা; সে অসতী, কলঙ্কিনী!

রণমল। অঁ্যা—কি বল্‌লে? আমার মেয়ে এমন! ছি-ছি-ছি, সতীনের ছেলে চণ্ডসিংহ, তাকে মনে মনে—ওরে এতদিন কেন তাকে আমি হত্যা করিনি? কিন্তু সে চণ্ডকে নির্ব্বাসন দিল কেন?

যোধমল। ভুল বুঝেছেন পিতা! চণ্ডসিংহ নির্ব্বাসিত নয়। অলকা তাকে মেবারেই গোপন ক'রে রেখেছে।

রণমল। চণ্ডসিংহটা এত বড় শয়তান? তুমি এই দুটোকে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার—আমি তাদের কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

যোধমল। চণ্ডসিংহকে পেলে আমি নিজেই তাকে হত্যা কর্‌বো। আর অলকা—তার শাস্তি ভগবানই দিয়েছেন। সে আজ বদ্ধ পাগল, পথে পথে নিজের কীর্ত্তি ঘোষণা ক'চ্ছে।

রণমল। অঁ্যা—পাগল হ'য়ে গিয়েছে? আমার অলকা পাগল হ'য়ে পথে পথে ঘুরে মরেছে? ওরে যোধমল, একবার তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়; আমি তার সব দোষ ক্ষমা করবো।

যোধমল। সে দোষ ক্ষমার অযোগ্য পিতা! আপনি ব্যথা পাবেন ব'লে আপনাকে বলি নি। কিন্তু আর না ব'লে পাচ্ছি না। পিতা, বল্‌তে আমার মর্ম্ম ছিঁড়ে যাচ্ছে, তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে বল্‌ছি,—

রণমল। কি? কি যোধমল?

যোধমল। পিতা, মুকুল মহারাণা লক্ষসিংহের পুত্র নয়।

রণমল। মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, এমন কথা তুই বল্‌তে সাহস করিস্?

যোধমল। বিশ্বাস না হয়, প্রাসাদের সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

রণমল। না—না, কিছু কর্‌তে হবে না। দে রাজ্যটা ভেঙ্গে চুরে শ্মশান ক'রে, অলকাকে টেনে এনে তার বুকের উপর মুকুলকে হত্যা

কর্। ওরে, কাকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি? এমন কলঙ্কের ডালি—

তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। কিসের কলঙ্ক মহারাজ!

রণমল। দূর হ—দূর হ রাক্ষসি। তুই মর্, অলকা মরুক, মুকুল মরুক, আমি গঙ্গাস্নান ক'রে পবিত্র হই।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। যোধমল,—অলকার অবস্থা একবার চোখ মেলে দেখেছো? যদি এখনও না দেখে থাক, এস আমার সঙ্গে। ছি ছি, যোধমল, তোমার ভগ্নী, মেবারের মহামান্য রাণী—তাকে আজ এমনি ক'রে পাগল সাজিয়েছ?।

যোধমল। আমি!

তারাবাঈ। হ্যাঁ, তুমি। তার অপরাধ, সে আদর ক'রে তোমাদের মরুদেশ থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল, সেই অপরাধে তার বুক থেকে তার দুধের ছেলেকে ছিনিয়ে এনেছ। মনে করেছ কি ভগবানের চোখ নেই, ধর্ম্ম কি রসাতলে গেছে? শোন যোধমল, যদি মঙ্গল চাও, তাকে ডেকে এনে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

যোধমল। তুমি জান না, মুকুলের অনেক শত্রু। তাই তাকে প্রাসাদে এনে আমি নিরাপদে রক্ষা করেছি।

তারাবাঈ। নিরাপদে রক্ষা করেছ? ভণ্ড, প্রবঞ্চক, তুমি সবাইকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে বাল্যকাল থেকে চিনি।

যোধমল। বেশী উত্যক্ত করো না, নারি! যাও, এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার প্রাসাদ ত্যাগ কর।

তারাবাঈ। তোমার প্রাসাদ!

যোধমল। হ্যাঁ, আমিই এখন থেকে মেবারের রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। কে মেবারের রাণা?

যোধমল। এ কি মুকুল? তোমাকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করেছি। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

মুকুল। উড়ে এলুম। একটা রক্ষী বাধা দিয়েছিল, তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

যোধমল। ছি-ছি, কেন এলে মুকুল? এই শত্রুসঙ্কুল স্থানে কেন এলে তুমি?

মুকুল। কেন এলুম? আমি তোমার বিচার কর্‌বো। (সিংহাসনে উপবেশন) বল, কার হুকুমে তুমি আমার দাদাকে হত্যা করেছ? কেন মন্ত্রিমশায়কে কারাগারে রেখেছ? কেন তোমার সৈন্যেরা আমার মাকে প্রাসাদে আস্‌তে দিচ্ছে না?

তারাবাঈ। বল, উত্তর দাও।

যোধমল। এত কথা তুমি কার কাছে শিখ্‌লে মুকুল?

মুকুল। আমার দুর্ভাগ্য আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। মা যার পাগল, ভাই যার জল্লাদের হাতে মরে—তার ছেলেমানুষ থাকা সাজে না।

যোধমল। এ সব রাজনীতি তুমি বুঝবে না, মুকুল!

মুকুল। না বুঝি, বোঝাবার জন্য আমার দাদাকে নিয়ে আস্‌বো, তোমাকে নয়।

যোধমল। মুকুল!

মুকুল। যাও, বেরিয়ে যাও মাড়োয়ারীর দল!

যোধমল। তবে আজই তোর জীবনের অবসান।

তরবারি উত্তোলন। উভয়ের যুদ্ধ

তারাবাঈ। পালিয়ে আয় মুকুল, পালিয়ে আয়। ওরে, মাড়োয়ারীরা প্রাসাদ ছেয়ে ফেলেছে। এখানে তোর কেউ নেই।

মুকুলবন্দী হইল

যোধমল। না, তোকে হত্যাই করবো।

তারাবাঈ। যোধমল! যোধমল!

যোধমল। স'রে যাও।

তারাবাঈকে সরাইয়া দিয়া তরবারি উত্তোলন, রণমলের প্রবেশ

রণমল। ওরে, ও যোধমল, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, যত অপরাধ ওর মার, ওর কোন অপরাধ নেই।

যোধমল। অপরাধ নেই পিতা? এই দুগ্ধপোষ্য শিশু আমার বিচার করতে চায়, আমার কাঁধের উপর তরবারি তোলে।

রণমল। মুকুল!

মুকুল। বেরিয়ে যাও মাড়োয়ারীর দল! তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

রণমল। সম্পর্ক নেই? এতকাল কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি কাকে তবে? হবে; এমন ছেলের মুখে এইত সাজে! দে তবে যমালয়ে পাঠিয়ে।

তারাবাঈ। মহারাজ, আপনি না মাতামহ?

রণমল। আরে যা—যা, কিসের মাতামহ? পরিচয় দিতেও মাথা নুয়ে পড়ে।

মুকুল। পড়বেই ত; আমি রাণা, আর তুমি তুচ্ছ ভুঁইয়া।

রণমল। তুই ঠিক্ বলেছিস্ যোধমল! ওর কথায়ই ওর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দে ওর মাথাটা উড়িয়ে।

তারাবাঈ। মহারাজ, মুকুল মায়ের শোকে উন্মাদ।

রণমল। তা হ'তে পারে; বড় দাগা পেয়েছে নয়? থাক্—থাক্ যোধমল, কোথায় যেন বাধে,—কি যেন একটা ব্যথার সুর মনের মধ্যে বেজে ওঠে। হাতে ধ'রে মারিস্ নে, বন্দী ক'রে রাখ্, অনাহারে শুকিয়ে মরুক। আমাকে জানাস্ নে, আর যদি পারিস, আমাকেও বেঁধে রাখ।

কি জানিস্, মুখখানা মধ্যে বড় যাদু মাখানো ; দেখলে প্রাণটা গ'লে যায়। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

তারাবাই। চমৎকার যোধমল, তোমার কৃতিত্বে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ। তুমি যখন তোমার পিতার মুখ দিয়ে ওর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করাতে পেরেছ, তখন আর তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

যোধমল। চুপ্, বাচালতা করো না নারি, তাহ'লে তোমাকেও আমি হত্যা করবো।

তারাবাঈ। তাই কর যোধমল, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

যোধমল। কে আছিস্?

রক্ষীর প্রবেশ

নিয়ে যা এই শিশু শয়তানকে। অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ ক'রে তিন বেলা কশাঘাত করবি। যদি কেউ ওর মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়, তার মৃত্যু।

মুকুল। দিদি, তুমি পালিয়ে যাও, নইলে তোমাকেও মেরে ফেল্‌বে। শোন মামা, যদি আমি বাঁচি, এর শোধ তুল্‌বো—শুধু তোমার উপর নয়, সমস্ত মাড়য়াড়ের উপর।

[রক্ষিসহ প্রস্থান

তারাবাঈ। যোধমল, তুমি কি?

যোধমল। বিষধর ভুজঙ্গ ; যে কেউ আমার পথে এসে দাঁড়াবে, তাকেই আমি দংশন করবো।

নেপথ্যে কামানগর্জ্জন

একি?

ভীমের প্রবেশ

ভীম। যুবরাজ,—

যোধমল। কি ভীম? কার ঐ কামানগর্জ্জন?

ভীম। চণ্ডসিংহের।

তারাবাঈ। চণ্ডসিংহ ফিরে এসেছে ?

ভীম। হাজার হাজার মেবারীদের নিয়ে প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।

যোধমল। সৈন্যদের প্রাকারের উপর থেকে গোলাবর্ষণ করতে বল। সাবধান, একজন মেবারীও যেন প্রাণ নিয়ে ফিরে না যায়। প্রাসাদ-তোরণ অবরুদ্ধ কর। দশজন গোলন্দাজ কামান নিয়ে তোরণ রক্ষা করবে। যাও—না, আমি নিজেই যাচ্ছি। শোন ভীম, পেছনে শত্রু রেখে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নন। তুমি এই মুহূর্ত্তে কারাদ্বার খুলে কর্ণসিংহ আর নরসিংহকে হত্যা কর্‌বে; এই নাও চাবী।

নেপথ্যে কামানগর্জ্জন; সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে জয়নাদ—জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়। রণ দামামা বাজিয়া উঠিল

জাগো, জাগো মাড়য়াড়ের সন্তানগণ! দেখাও তোমাদের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা, বুঝিয়ে দাও আত্মম্ভরী মেবারবাসীদের—তোমরা বীরের জাতি, তোমরাই রাজস্থানের যোগ্য অধিকারী।

[প্রস্থান

তারাবাঈ। মন্ত্রী আর সেনাপতিকে হত্যা করবে তুমি ?

ভীম। হ্যাঁ--আমি!

তারাবাঈ। পারবে না ?

ভীম। কেন ?

তারাবাঈ। তাদের হাতে নিশ্চয়ই শৃঙ্খল নেই। তুমি যে মুহূর্ত্তে প্রবেশ করবে, সেই মুহূর্ত্তে তারা তোমারই অস্ত্রে তোমাকে হত্যা ক'রে বেরিয়ে আস্‌বে।

ভীম। সে জন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। আমার কাছে পিস্তল আছে।

তারাবাঈ। পিস্তল ধর্‌তে জান ?

ভীম। জানি না ? দেখতে চাও ?

পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইল

তারাবাঈ। দূর মূর্খ; অমনি ক'রে পিস্তল ধর্‌লে তারা তিন জনে তখনি ছিনিয়ে নেবে। হাসছো কি? কথাটা বুঝতে পারলে না। তুমি একা, আর তারা তিনজন। এই এমনি করে ধরবে, (পিস্তল ধরিল) আর এমনি করে ছিনিয়ে নেবে।

ছিনাইয়া লইল

ভীম। আচ্ছা—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আমি দূর থেকে তাদের কুকুরের মত গুলি করব। দাও—

তারাবাঈ। খবরদার! এগিও না। (পিস্তল বাগাইল) চাবী ফেল, ফেল চাবী।

ভীম। অ্যাঁ!

তারাবাঈ। চাবী দাও, নইলে এই গুলি ছুট্‌লো।

ভীম অনিচ্ছায় চাবী ফেলিয়া দিল, তারাবাঈ বামহাতে কুড়াইয়া লইল

যেখানে আছ, ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক। নড়েছ কি মরেছ।

[পিছু হাঁটিয়া প্রস্থান

ভীম। তাই ত, এ যে দোর বন্ধ কর্‌লে। যুবরাজ! যুবরাজ!—

[প্রস্থান

নেপথ্যে কামানগর্জ্জন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের বহির্দ্দেশ

বলদেবের প্রবেশ

বলদেব। চালাও কামান, চালাও কামান। ভস্ম ক'রে ফেল মাড়োয়ারী সৈন্যদের।

চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। বলদেব—বলদেব। ক্ষান্ত হও।

বলদেব। কেন দাদা?

চণ্ডসিংহ। চেয়ে দেখ মূর্খ, প্রাকারের উপর শৃঙ্খলিত মুকুলকে এনে দাঁড় করিয়েছে। তোপের মুখে ওকেই তারা তুলে ধরবে। সৈন্যগণ, ক্ষান্ত হও।

বলদেব। তাই ত দাদা, এখন উপায়? এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে সবাইকে মর্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

চণ্ডসিংহ। উপায় ত কিছু দেখ্‌ছি না বলদেব। প্রয়োজন হ'লে পিতৃপুরুষের বাসভূমি এই প্রাসাদটাকে সমভূমি করতেও আমার দুঃখ নেই, কিন্তু মুকুলকে ফিরে না পেলে সে জয়ের কোন মূল্য নেই। বলদেব, আমি যদি মরি, তুমি আমার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করতে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না?

বলদেব। এ কথা কেন দাদা?

চণ্ডসিংহ। আমি প্রাচীর বেয়ে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌বো, তোরণ-দ্বার খুলে দেবো; তুমি সদলবলে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই মুকুলকে আয়ত্ত করবে, তারপর মাড়োয়ারীদের ব্যবস্থা।

বলদেব। বল কি দাদা? এও কি সম্ভব!

চণ্ডসিংহ। অসম্ভব ব'লে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাক্‌লে ত চল্‌বে না চেষ্টা কর্‌তে হবে। আর অপেক্ষা করতে পারবো না। প্রতিমুহূর্ত্তে মূল্যবান্।

বলদেব। যেতে হয়, আগে আমি যাবো।

চণ্ডসিংহ। তুই যে ছোট ভাই, মুকুলেরই মত স্নেহের পুতুল। এক-জনকে রক্ষা করতে গিয়ে আর একজনকে হত্যা করবো?

বলদেব। এ ছাড়া উপায় নেই। দাদা, মেবারে হাজার হাজার বলদেব আছে, কিন্তু চণ্ডসিংহ রাজস্থানে আর একটাও নেই।

অলকাকে ধরিয়া গীতকণ্ঠে বেহাগের প্রবেশ

বেহাগ।　　　　গীত।

জাগো করুণাময়ী মা!
সারাটী মেবার　　　কেঁদে হলো সারা
হেরি এ শোকের প্রতিমা;
আঁখি মেলে দেখ্ রজনী পোহালো
দূরে গেছে আঁধিয়ার,
হারাণো রতন　　　ফিরে এল ঘরে
মুছাইতে আঁখি-ধার;
দেশের জননী তুমি যদি মাগো
ধূলায় লুটায়ে ব্যথা দিস না গো
যাস্ নে মা ভুলে　　　কে তুমি মা মূলে
সারা ভারতের গরিমা!

বলদেব। কাকে নিয়ে এলি বেহাগ? কে এ উন্মাদিনী নারী?

চণ্ডসিংহ। দেখ্—দেখ্ বলদেব, পুত্রশোকের কি নিদারুণ জ্বালা! মেবারের মহীয়সী মহারাণী আজ ভিখারিণীর চেয়ে অধম্। একদিন যাঁর যশোগরিমা সমগ্র রাজস্থান ছড়িয়ে পড়েছিল, আজ তাঁকে দেখে একটা

তৃণও মাথা নত করে না। বলদেব, এর পরেও কি তুই আমায় নিশ্চেষ্ট থাকতে বলিস্? যেমন ক'রে হোক, মুকুলকে রক্ষা করতেই হবে। এ দৃশ্য আর দেখ্তে পারি না।

অলকা। ওমা, আমি এখানে কেন এলুম? আমায় কে আন্‌লে? দেখ্ছো কেমন ভুলো মন? আমার ছেলে ঘুমিয়ে আছে, আমি তার জন্য রান্না চড়িয়েছি, কে আমায় টেনে নিয়ে এলো। যাই অনেক বেলা হলো।

বলদেব। (অলকার চরণ ধরিয়া) মা, স্থির হও মা। আমাদের মুখের দিকে চাও, আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর।

অলকা। মর্, কার ছেলে গা? পায়ে ব্যথা জানিস্ নে? সেদিন আহেরিয়ারা পায়ে লাঠি মেরেছিল।

চণ্ডসিংহ। ওঃ—বলদেব, এও কি সয়? মা! মা! ভাল ক'রে একটীবার চেয়ে দেখ, আমায় তুমি চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি যে তোমারই আহ্বানে বহুদূর থেকে ছুটে এসেছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে না মা?

অলকা। মর, এগিয়ে আসে দেখ। মারবি না কি? হতভাগা কে রে?

চণ্ডসিংহ। আমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডসিংহ!

অলকা। চণ্ডসিংহ। র'সো, একটা কথা মনে পড়্ছে; সে আর এক জন্মের কথা। চণ্ডসিংহ ব'লে একটা বাঘের ছানা ছিল, আমি তাকে মাথায় ক'রে রেখেছিলাম। একদিন সে আমাকে কামড়ে মেরে ফেল্‌লে। আমি প্রেত হ'য়ে মানুষের রক্ত চুষে খেতে লাগলুম।

চণ্ডসিংহ। মা! মা! বলদেব, কি করি বল ত? আর ত অপেক্ষা করা সাজে না ভাই! অকারণ সৈন্যক্ষয় হচ্ছে, মায়ের এই অবস্থা। মুকুলকে উদ্ধার করতে না পারলে তুষানলে আমাদের জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে।

বলদেব। বল মা, বল—মুকুলকে পেলে তুমি শান্ত হবে?

অলকা। মুকুল! কই মুকুল? মুকুল নেই। কেটে ফেলেছে, মাথাটা মাটিতে পুঁতে রেখেছে। দোরে দোরে ঘুরলুম, কেউ এলো না।

যাই—যাই, আমি যাই। আমায় স্থির হ'তে দিলে না! মুকুল মুকুল!

বলদেব। ভয় নেই মা, মুকুল বেঁচে আছে। ঐ চেয়ে দেখ, মুকুল দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকেই দেখ্‌ছে।

অলকা। মুকুল—

মুকুল। (নেপথ্যে) মা!

অলকা। আয়—আয়, লাফিয়ে পড়, আমি কোল পেতেছি।

চণ্ডসিংহ। নিয়ে যাও বলদেব, নিয়ে যাও; দেখ্‌ছো না মুকুলের অবস্থা? সে লাফিয়ে পড়বে। সর্ব্বনাশ হ'লো, নিয়ে যাও।

বলদেব। চল মা!

অলকা। না—না, যাবো না; তবু টানে? ওরে, সবাই মিলে মুকুলকে মেরে ফেল্‌লে।

[বলদেবের সহিত প্রস্থান

মুকুল। (নেপথ্যে) মা! মা!—

অলকা। (নেপথ্যে) ফিরে আয়।

চণ্ডসিংহ। ভগবান, এত নিষ্ঠুর তুমি? অভাগিনী মাকে আমার এমন লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিলে? না, আর দ্বিধা নাই। আমি এখনি প্রাচীর বেয়ে উঠবো।

আহেরিয়া বালকের বেশে উল্কার প্রবেশ

উল্কা। কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে দশজন সৈনিক দাও; আমি প্রাসাদে গিয়ে তোরণদ্বার খুলে দেবো।

চণ্ডসিংহ। দশজন কেন দশহাজার দিতে পারি। কিন্তু কেমন ক'রে তুমি প্রাচীর বেয়ে উঠবে বালক?

উল্কা। তুমি অন্ধ, তাই পথ দেখতে পাও নি। প্রাসাদের পেছন দিকে কে একটা সূক্ষ্ম রেশমের মই ঝুলিয়ে দিয়েছে!

চণ্ডসিংহ। বল কি বালক? প্রাসাদে একজনও মেবারী নেই; যারা ছিল, তারা বন্দী। রেশমের মই ঝুলিয়ে দিলে কে?

উল্কা। জানি না যুবরাজ! তবে একথা সত্য যে প্রাসাদে তোমার অন্ততঃ একজন বন্ধু আছে।

চণ্ডসিংহ। বালক, কি ব'লে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বো? যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তোমার এ উপকার আমরা ভুলবো না। তোমাকে আর যেতে হবে না ভাই; আমি নিজেই যাচ্ছি।

উল্কা। না যুবরাজ, তা'হলে উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। তুমি যেখানেই যাও, শত্রুরা তোমাকে চোখের আড়াল করবে না। তার চেয়ে তুমি এইখানেই সদলবলে গোলাবর্ষণ কর্‌তে থাক, আমি তোরণদ্বার খুলে দেওয়ামাত্র সসৈন্যে প্রবেশ কর্‌বে।

চণ্ডসিংহ। তুমি ত আমাদের কেউ নও, কখনও তোমার কোন উপকার আমরা করি নি। তবু আমাদের জন্য তুমি এমনি ক'রে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে চাও? না—না, তা হবে না; মর্‌তে হয় আমরা আগে মরবো। যখন আমরা কেউ থাক্‌বো না, তখন তোমাদের দেশের মর্য্যাদা তোমরাই রক্ষা করবে। যাও বালক, আমি বলদেবকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। তাকে মইটা দেখিয়ে দাও।

উল্কা। আমি তাহ'লে মই দেখাবো না।

চণ্ডসিংহ। ওরে পাগল, কেন এ অপরিণত বয়সে মরণের এত সাধ?

উল্কা। যুবরাজ!

চণ্ডসিংহ। কোথায় যেন তোমায় দেখেছি। মনে হ'চ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার বহুদিনের বন্ধন! এক নারী আমায় নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছিল, আমি তাকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। সে হয় ত অভিমানে

আত্মহত্যা করেছে। বালক, তোমাকে দেখে কেবলি আমার তার কথা মনে হ'চ্ছে। মনের অগোচরে সমস্ত প্রাণটাই তাকে দিয়ে ফেলেছিলাম।

উল্কা। যুবরাজ! সৈন্য দাও, আর আমি অপেক্ষা করতে পাচ্ছি না।

চণ্ডসিংহ। কে আছ?

গন্ধমাদনের প্রবেশ

গন্ধমাদন। আমি আছি যুবরাজ।

চণ্ডসিংহ। তুমি আবার কে?

গন্ধমাদন। সৈনিক।

চণ্ডসিংহ। এই রুগ্ন শরীরে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছ?

গন্ধমাদন। আমার শরীরটাই রুগ্ন, মনটা রুগ্ন নয় যুবরাজ। এই শরীর নিয়ে দশবছর আমি একটা নারীর জন্য কঠোর সাধনা করেছি। আজ সে নিষ্ফল সাধনা আমি দেশের জন্য নিয়োজিত করবো।

উল্কা। (স্বগত) আশ্চর্য্য!

গন্ধমাদন। আমার দিকে চেয়ে আছেন কি যুবরাজ? আমি শক্তির পরীক্ষা দিতে এসেছি, আর এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে। যুবরাজ, মুকুলজীকে যারা হত্যা করতে গিয়েছিল, আমি তাদের একজন, আর একজন ভীম—ঐ প্রাসাদের মধ্যে। বনের মধ্যে পুরবীকে আঘাত করেছিলাম আমি; আমিই উল্কাকে কৌশলে সরিয়ে এনেছি।

চণ্ডসিংহ। উল্কা বেঁচে আছে?

উল্কা। (স্বগত) উ-হু!

গন্ধমাদন। বেঁচে আছে যুবরাজ, এই রাজধানীতেই আছে। কিন্তু—

চণ্ডসিংহ। সৈনিক, প্রায়শ্চিত্ত তোমার হ'য়ে গেছে। আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম। এসো বালক, এসো ভাই এসো।

[গন্ধমাদন সহ প্রস্থান

উল্কা। দেখ্‌লে? এত অপরাধেও ক্ষমা! এমন পাগল স্বামী নিয়েও সংসার চলে?　　　　[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের অভ্যন্তর

সশস্ত্র নরসিংহ ও কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। কত মাড়োয়ারী সৈন্য প্রাসাদে স্থান নিয়েছে, মন্ত্রিমশায়? রক্তে নদী ব'য়ে গেল, তবু এ রাবণের বংশ শেষ হ'লো না।

নরসিংহ। রণমল কই? যোধমল কই?

কর্ণসিংহ। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয় তারা পালিয়েছে।

নরসিংহ। পালায় নি যুবক! যোধমল শক্তিহীন নয়। সে নিশ্চয়ই সসৈন্যে কোথাও ওত পেতে বসে আছে। সাবধান, একটু অসতর্ক হ'লে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

কর্ণসিংহ। আর আমি অপেক্ষা করবো না মন্ত্রিমশায়। প্রাসাদ-তোরণ খুলে দিই; মেবারী সৈন্যদের নিয়ে চণ্ডসিংহ প্রাসাদে প্রবেশ করুক।

নরসিংহ। খবরদার যুবক! সে সময় এখনো আসে নি! যোধমলকে পশ্চাতে রেখে তোরণের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করলে দেখবে, সামনে কামান পেছনে কামান; আমরা ত মরবোই, জয়ের আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

কর্ণসিংহ। তবে কি করবো?

নরসিংহ। সময়ের প্রতীক্ষা কর।

কর্ণসিংহ। বাইরে যে মেবারের সৈন্যগণ অসহায় ভাবে দলে দলে মরছে।

নরসিংহ। মরুক্। দেশের মুক্তির জন্য অমন দু-দশটা সৈন্য মরবে না?

সশস্ত্র রমার প্রবেশ

রমা। সাবধান, যোধমল আস্‌ছে। প্রাসাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে রণমল আস্‌ছে। মন্ত্রিমশায়, এ যে বহু মাড়োয়ারী সৈন্য। এত সৈন্য প্রাসাদের মধ্যে! কি করবো আমরা এদের বিরুদ্ধে?

নরসিংহ। মর্‌বো।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ! মর্‌বোই যখন, তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, তোরণটা খুলতে পারি কি না!

নরসিংহ। কে তুমি আমাদের জীবনদাত্রী? তোমাকে কখনও দেখিনি, মেবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার, তবু তুমি মেবারের জন্য প্রাণ দিতে এসেছ?

কর্ণসিংহ। বল মা, কে তুমি? শত্রু আসছে, হয় ত সবাই মরবো, যাবার পূর্ব্বে তোমার পরিচয়টা সঙ্গে নিয়ে যাই পরলোকে ব'সে পূজা করবো।

তারাবাঈ। ঠিক বলেছ বাবা! আর হয় ত আমারও অবসর হবে না। আমার পরিচয় ওই পুত্রঘাতী বৃদ্ধ জানেন।

নরসিংহ। কি? আমি জানি?

তারাবাঈ। হ্যাঁ, তুমি জান। শুধু জান না, কেমন ক'রে আমি জলমগ্ন পুত্রকে এক বীরের নৌকায় তুলে দিয়াছিলাম; জান না কেমন ক'রে আমি ভাসতে ভাসতে রাজস্থানে এসে ঠেকেছিলাম।

কর্ণসিংহ। কে তুমি? বল, কে তুমি?

নরসিংহ। ওর নাম কর্ম্মদেবী; ওর স্বামীর নাম ক্ষেত্রসিংহ।

তারাবাঈ। নিজের নামটা গোপন ক'চ্ছ কেন পুত্রঘাতী মহাপুরুষ?

নরসিংহ। পুত্রঘাতী আমি নই কর্ম্মদেবী। যে দেবতার নির্দ্দেশে আমি পুত্রকে জলে ফেলে দিয়েছিলাম, তাঁরই দয়ায় সে পুত্র আজ নব-

জীবন লাভ করেছে! ভগবানের কি দয়া দেখ। লক্ষসিংহের জন্য আমি পুত্রকে ডালি দিয়েছিলাম, আর লক্ষসিংহ আমাকে শুধু পুত্র দেন নি, কন্যাও দিয়েছেন।

কর্ণসিংহ ও রমা পরস্পরের দিকে চাহিলেন

কর্ণসিংহ। আপনি কি বল্‌ছেন?

নরসিংহ। বৎস, বধূমাতাকে নিয়ে তোমার পিতামাতাকে প্রণাম কর।

রমা ও কর্ণসিংহ উভয়কে প্রণাম করিলেন

তারাবাঈ। ভগবান্, তোমার এত দয়া!

রণমল। (নেপথ্যে) কই যোধমল? কোন্‌দিকে?

তারাবাঈ। এই দিকে রাজা, এই দিকে। বউমা, তুমি এদের সঙ্গে থাক, আমি একবার মুকুলের সন্ধানে যাই।

[প্রস্থান

নরসিংহ। প্রস্তুত হও কর্ণসিংহ, আমি রাজাকে সংবর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে আস্‌ছি!

অগ্রসর হইলেন

রণমল, যোধমল ও ভীমের প্রবেশ

রণমল। নরসিংহ!

নরসিংহ। রণমল!

রণমল। মর্‌বার সাধ হয়েছে?

নরসিংহ। মেবারী আমরা, মৃত্যু নিয়ে খেলা করি। তুমি কেন মর্‌তে এলে?

রণমল। সংযত হও মন্ত্রি!

নরসিংহ। আমার দেশে, আমার ঘরে তুমি আসবে প্রভুত্ব কর্‌তে, আর সংযত হবো আমি? বৃদ্ধ শৃগাল, তোমার রাজত্বের স্বপ্ন এখনি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

[আক্রমণ। উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

যোধমল। কর্ণসিংহ, মৃত্যু চাও না শৃঙ্খল চাও ?

কর্ণসিংহ। চাই তোমার ছিন্নমুণ্ড।

যোধমল। নিতে পারবে ?

কর্ণসিংহ। না পারি মরবো।

যোধমল। তবে এসো।

[আক্রমণ। উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ভীম। রমাবাঈ।

রমাবাঈ। স্তব্ধ হও বিশ্বাসঘাতক পশু। রাজকুমারীকে অভিবাদন কর্।

ভীম। রাজকুমারী হ'লেও তুমি বিতাড়িত। তুমি কর্ণসিংহের স্ত্রী মাত্র।

রমা। তবু তোমার প্রভুপত্নী। একদিন তুমি আমার স্বামীর অনুগ্রহে পুষ্ট তুচ্ছ সৈনিক মাত্র ছিলে। আজ কিসের লোভে সে কথা ভুলে গেলে পশু? মাড়োয়ারীরা না হয় রাজ্যের লোভে এসেছে; তুমি এসেছ কিসের জন্য ?

ভীম। এই রাজ্যেরই জন্য ?

রমা। যোধমল তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য সমন্বিত রাজকন্যা দান কর্‌বে, নয় ? সে জন্য আর একটা জন্ম নিতে হবে ভীম। এসো, আমি তার উপায় করে দিই।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নেপথ্যে জয়নাদ—"জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়।"

ক্লান্ত রণমলের প্রবেশ

রণমল। যোধমল! যোধমল।

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। সর্ব্বনাশ হয়েছে পিতা। এক আহেরিয়া বালক তোরণ-

দ্বার খুলে দিয়েছে। পালান পিতা, দরবার কক্ষে আত্মগোপন করুন; আমি মুকুলকে হত্যা ক'রে এখনি যাচ্ছি।

চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। আর যেতে হবে না মাতুল, আমি এসেছি।

রণমল। }
যোধমল। } চণ্ডসিংহ!

চণ্ডসিংহ। অতিথি তোমরা, পরমাত্মীয় তোমরা, তোমরা মেবারে আস্‌বে, সমস্ত মেবারে আনন্দের সাড়া পড়ে যাবে, আমরা সবাই মিলে তোমাদের পদসেবা করবো। এতখানি মর্য্যাদা হেলায় বিসর্জ্জন দিয়ে যখন আজ তোমরা মেবারের বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, তখন মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র গতি।

যোধমলকে আক্রমণ। উভয়ের প্রতি আক্রমণ। চণ্ডসিংহ ভীম বিক্রমে উভয়কে বিপর্য্যস্ত করিলেন। রণমল ও যোধমলের পলায়ন। ভীমের ছিন্নমুণ্ডহস্তে রমার প্রবেশ

রমা। এই নাও দাদা, ভীমের ছিন্নমুণ্ড।

চণ্ডসিংহ। রমা—

রমা। অতীতের কথা তুলো না দাদা! আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমি শ্বশুর পেয়েছি, শাশুড়ী পেয়েছি, সবাইকে ফিরে পেয়েছি। শুধু ভাই রঘুদেব যদি থাক্‌তো—

চণ্ডসিংহ। ভুল যদি বুঝতে পেরে থাকিস্ দিদি, মাকে হাত ধ'রে নিয়ে আয়, তাকে বসন ভূষণে সাজিয়ে দে।

রমা। যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি।

[প্রস্থান

চণ্ডসিংহ। একজন মাড়োয়ারী সৈন্যও আর জীবিত নেই। কিন্তু মুকুলকে নিয়ে এখনো এরা আস্‌ছে না কেন? দেখি, কি হ'লো। মুকুল! মুকুল!—

টলিতে টলিতে ছদ্মবেশিনী মুমূর্ষু উল্কার প্রবেশ

উল্কা। যুবরাজ! যুব—রা—জ!

চণ্ডসিংহ। বালক! বালক!—

উল্কাকে বক্ষে ধারণ করিলেন

এতবড় উপকারের প্রতিদান না নিয়েই তুমি চ'লে যাচ্ছ?

উল্কা। প্রতিদান? প্রতিদান পেয়েছি। তুচ্ছ আহেরিয়া—কেউ যাকে স্পর্শ করে না, তাকে তুমি আলিঙ্গন করেছ, আর কিছু চাই না।

চণ্ডসিংহ। তুমি আহেরিয়া নও, তুমি অস্পৃশ্য নও, তুমি দেবভোগ্য কুসুম।

উল্কা। তবে দেবতার পায়ে জন্ম জন্ম স্থান পাবো?

চণ্ডসিংহ। পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। ব'লে যাও বন্ধু, তোমার পরিচয়। তোমার জন্মস্থান আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো, তোমার নাম ঈশ্বরের নামের সঙ্গে জপ করবো। বল কি নাম তোমার?

উল্কা। আমার নাম উল্কা।

চণ্ডসিংহ। উল্কা! উল্কা!

মাথার উষ্ণীষ ফেলিয়া দিলেন

পাষাণি, এমনি ক'রে আমার ভুল বুঝিয়ে দিলি?

উল্কা। চুপ্, চুপ্, ওকথা নয়। আজ বড় শান্তি। শুধু একটা কথা বল, আমি তোমার কে?

চণ্ডসিংহ। তুমি আমার জীবনদাত্রী, তুমি আমার পরম বান্ধবী, স্বর্গের দেবতারা সাক্ষী, তুমি আমার স্ত্রী।

উল্কা। তবে আমি এগিয়ে যাই, তুমি আমার পেছনে এস।

চণ্ডসিংহ। উল্কা।

উল্কা। স্বামি!

[চণ্ডসিংহের বাহুবেষ্টনে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দরবার কক্ষ

রণমলের প্রবেশ

রণমল। তাই ত, এত দেরী হ'চ্ছে কেন? যোধমল কি ভুলে গেল? ক্রমেই বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখ্ছি। নাঃ, মেবারে আসাই ভুল হয়েছে। পরের রাজ্যভোগের চেয়ে নিজের ক্ষুদকুঁড়োও ভাল। দেখ দেখি, এতগুলো সৈন্যকে শুধু শুধু ডালি দিলুম। এই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া। এই যে যোধমল।

উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বলদেবের প্রবেশ

বলদেব। যোধমল নয়, আমি।

রণমল। তুমি আবার কে?

বলদেব। চিনতে পাল্লে না, দাদামশায়? আমি তোমার নাতি; অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার সন্ধান ক'চ্ছি? এস, অস্ত্রে অস্ত্রে প্রেমালাপ হক্।

রণমল। যা—যা, আমি ছেলেমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে না।

বলদেব। তবে শৃঙ্খল পর।

রণমল। শৃঙ্খল পর্‌বো কেন? আমি রাণার মাতামহ,—

বলদেব। মাতামহ কেন, তুমি স্বয়ং রাণা। এস দাদামশায়, এস; বিলম্ব ক'রো না—এখনি দরবার বস্‌বে। হয় মাথা দাও, না হয় মাথা নাও।

রণমল। আমি নিতেও চাইনে, দিতেও চাই নে।

বলদেব। তবে শৃঙ্খল পর।

রণমল। সেও ত বড় সুবিধের কথা নয়। যাক্ গে, আমি চ'লেই যাচ্ছি।

বলদেব। যেতে পার, কাণ দুটো দিয়ে যেতে হবে।

রণমল। কাণ দিতে হবে? তা হ'লে শুন্‌বো কি দিয়ে?

বলদেব। দুটো গাধার কাণ লাগিয়ে নিও।

রণমল। তার চেয়ে আমার মরাই ভাল।

তরবারি নিষ্কাসন

বলদেব। তবে এস। তোমার মত গাধার মরাই মঙ্গল।

উভয়ের যুদ্ধ

রণমল। গাধা গাধা করিস্ নি।

বলদেব। বুঝে দেখ বৃদ্ধ, কাণ দেবে না মাথা দেবে?

রণমল। দুটো কাণের চেয়ে একটা মাথাই যাক্।

যুদ্ধ করিতে করিতে পতন

বলদেব। রাজত্ব কর, কর রাজত্ব।

বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিল

রণমল। উঃ—

যোধমলের প্রবেশ

যোধমল। পিতা!

রণমল। এই ছেলেটাই সর্ব্বনাশের মূল! উঃ—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

[প্রস্থান

যোধমল। ইষ্টনাম নাও পিতৃহন্তা!

বলদেবকে আক্রমণ। কর্ণসিংহের প্রবেশ

কর্ণসিংহ। ইষ্টনাম নাও পিশাচ।

উভয়ের যুদ্ধ. নরসিংহের প্রবেশ

নরসিংহ। পিশে মার শয়তানকে। ধর্ম্ম নেই, দয়া নেই, হত্যা!

যোধমলের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। যোধমল বন্দী হইল।

মুকুলকে বুকে করিয়া তারাবাঈয়ের প্রবেশ

তারাবাঈ। মুকুল—মুকুল!—

সকলে। জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়।

চণ্ডসিংহের প্রবেশ

চণ্ডসিংহ। কই মুকুল, কই মুকুল?

মুকুল দৌড়াইয়া গিয়া চণ্ডসিংহের কোলে উঠিল

কেমন আছিস্ ভাই? (পুনঃ পুনঃ চুম্বন) কই, এতদিনে একটুও ত বড হ'তে পারিস্ নি। ওরে মুকুল, তুই একটু তাড়াতাড়ি বড হ'য়ে ওঠ; নইলে যে আমাদের আশঙ্কা ঘোচে না। মা কই বলদেব—মা?

অলকাসহ রমার প্রবেশ

মা! মা! চেয়ে দেখ তোমার মুকুল।

অলকা। মুকুল! তুমি মুকুল? মুকুল আমার কে হয়?

মুকুল। মা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি যে তোমার ছেলে।

অলকা। আমার ছেলে ত রঘুদেব। সে ঘুমিয়ে আছে। জেগে উঠে আমায় না দেখ্‌লে অনর্থ কর্‌বে। আমি যাই, আমি যাই।

প্রস্থানোদ্যোগ

চণ্ডসিংহ।
রমা।
বলদেব।
মুকুল।
} মা! মা! (পদতলে নতজানু)

অলকা। এতগুলো ছেলেমেয়ে আমায় 'মা' বলছে? কিন্তু সে রঘু ত নেই। রঘুদেব যখন মা বলে, হাজার কোকিল একসঙ্গে ডেকে ওঠে। যাই, আমি তার কাছেই যাই।

চণ্ডসিংহ। যেওনা মা, যেওনা, রঘুদেবকে এইখানেই নিয়ে আসবো।

নরসিংহ। বলদেব, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে রঘুদেবের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা কর; আর নিপুণ ভাস্কর ডেকে এনে রঘুদেবের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাও।

রমা। বসো মহারাণা সিংহাসনে।

কোলে করিয়া সিংহাসনে বসাইল

সকলে। জয় মহারাণা মুকুলজীর জয়।

তারাবাঈ। যোধমল, দেখ্‌তে পাচ্ছ, নিজের হাতে ভগ্নীর কি দশা করেছ?

[অলকাসহ প্রস্থান

যোধমল। ভগ্নীর দুর্ভাগ্য; আমি কি করবো?

কর্ণসিংহ। বিচার কর মহারাণা।

চণ্ডসিংহ। আগে আমার একটা প্রার্থনা। যে মহিমাময়ী নারী একদিন তোমাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিল, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে যে নারী আজ তোরণদ্বার খুলে দিয়ে আমাদের জয় সম্পূর্ণ করেছে, মহারাণা মুকুলজী, আমার সেই স্ত্রী উল্কাদেবী এই সঙ্ঘর্ষে প্রাণ দিয়েছেন। আমার ইচ্ছা, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ ক'রে তার একমুষ্টি চিতাভস্ম রক্ষা করি।

মুকুল। এর জন্য আবার অনুমতি দাদা? এ আমাদেরই কর্ত্তব্য, আমরা সবাই মিলে করবো।

বলদেব। সমগ্র মেবার শবযাত্রায় যোগ দেবে, দাদা! আমি তার আয়োজন ক'চ্ছি।

[প্রস্থান

নরসিংহ। এবার এই দুর্বৃত্তের বিচার কর, মহারাণা!

মুকুল। তোমার অনেক অপরাধ; তোমার যদি দশটা মাথা থাকতো, সব কটা ছিঁড়ে ফেললেও এর প্রায়শ্চিত্ত হ'তো না। কিছু বলবার আছে তোমার।

যোধমল। না—না।

মুকুল। মন্ত্রিমশায়, আপনি নিজে দাড়িয়ে থেকে এই শয়তানকে তপ্ত তৈল কটাহে দগ্ধ করাবেন।

চণ্ডসিংহ। মুকুল!

মুকুল। পায়ে পড়ি দাদা, এর জন্যে ক্ষমা চেয়ো না; এ ক্ষমার অযোগ্য।

নরসিংহ। এস।

যোধমল। আমার মাথাটা কেটে নে মুকুল!

মুকুল। না—না, যাও। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছ, আমার মাকে পাগল ক'রেছ; এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

যোধমল। আবার বল্‌ছি, মাথাটা কেটে নে।

মুকুল। তুমি আমাদের তিলে তিল জ্বালিয়েছ, নিজে তিলে তিল ক'রে মর।

যোধমল। তবে এই রইলো তোদের শৃঙ্খল

[শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান

নরসিংহ ও কর্ণসিংহের প্রস্থানোদ্যোগ

চণ্ডসিংহ। থাক্; পরাজিত, পলায়িত যে কাপুরুষ—তাকে হত্যা ক'রে কোন গৌরব নেই! মহারাণা, আমি সদলবলে মাড়বাড় আক্রমণ করবো।

মুকুল। তাই হোক্ দাদা। আজ সভার কার্য্য শেষ!

চণ্ডসিংহ। তবে আবার সিংহাসন ছেড়ে আমার কোলে আয় ভ:

মুকুলকে কোলে লইয়া

বুকের মধ্যে বড় জ্বালা! সবাইকে ফিরে পেয়েছি, পেলুম না শুধু রঘুদেব আর উল্কাকে। পূরবীও যে কোথায় গেল? যাক্—যাক্, তুই থাকলেই সব হবে। মেবার—সোনার মেবার, তুমি সুখী হও।

নেপথ্যে পৃথিবীর গীত।

পৃথিবী। মেবার! মেবার! মেবার!

ভুবন-জন-বন্দিত নমঃ অতুল শান্তি-পারাবার।

সকলে মস্তক অবনত করিল

যবনিকা পতন